

ANIK
সেবা
প্রকাশনী
ওয়েস্টার্ন
স্বর্ণঈগল
কাজী মায়মুর হোসেন
FUAD

ওয়েস্টার্ন

কাজী মায়মুর হোসেন-এর
স্বর্ণঈগল

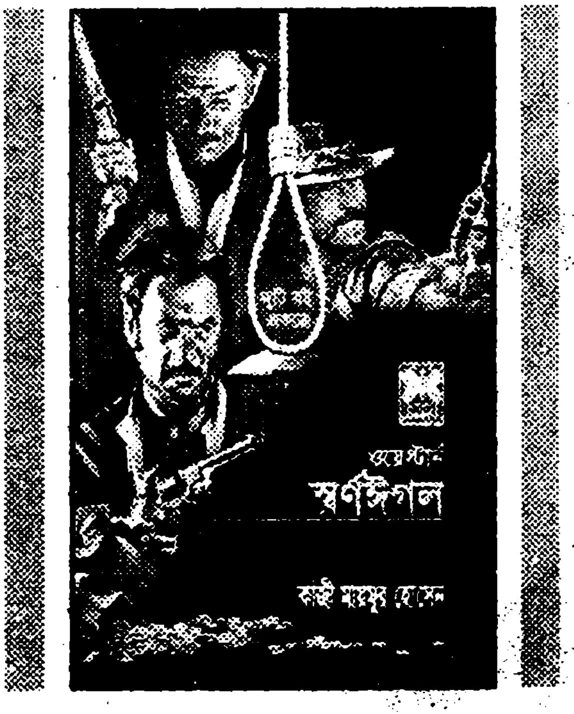
বন্ধুর জন্যে টাকা সংগ্রহে নামল রক বেনন।
ওর সঙ্গে জড়িয়ে গেল স্যাম পেদ্রো নামের
এক আউট-ল। বারবার ফাঁসিতে ঝুলছে পেদ্রো,
কিন্তু মরছে না। শেষ পর্যন্ত গুপ্তধনের সন্ধান পেল ওরা।
এদিকে খবর পেয়ে গেছে পশ্চিমের ত্রাস,
দুর্ধর্ষ পিস্তলবাজ, ভয়ঙ্কর খুনি থিয়োডর।
সে-ও লেগেছে পিছনে। শেষ পর্যন্ত নির্জন
এক গোরস্থানে বেননের মুখোমুখি হলো থিয়োডর।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

স্বর্ণঈগল

কাজী মায়মুর হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-8274-5
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
SWARNAEAGAL
Two Western Novels
By: Qazi Maimur Husain

আটান্ন টাকা

স্বর্ণঈগল

প্রথম প্রকাশ:১৯৯৯

এক

চোখ থেকে টেলিস্কোপ নামিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ের কিনারা থেকে সরে গেল নীল ইউনিফর্ম পরা সৈনিক। পাশেই গভীর খাদ। সূর্য হেলে পড়ায় ছায়া নামছে, ভাল মত দেখা যায় না তলা। চারপাশে একবার দেখে নিয়ে নামতে শুরু করল সে। সাবধানে নামছে। নজর নীচের দিকে। পা ফস্কালেই নিশ্চিত মৃত্যু।

ফুট তিরিশেক নেমে পাহাড়ের একটা কার্নিসে দাঁড়াল সৈনিক। দেখতে পাচ্ছে, অনেক নীচে ঝোপঝাড় আর বড় বড় পাথরের আড়ালে অবস্থান নিয়েছে আধ প্লাটুন সৈন্য। চোখ সরিয়ে নিয়ে আবার নামতে লাগল সে।

খাদের তলদেশে পৌঁছতেই তার দিকে এগিয়ে এলো একজন দাড়িওয়ালা লেফটেন্যান্ট।

'তা হলে আসছে ওরা?'

'আসছে, স্যার।' মাথা কাত করে গিরিখাতের সরু প্রবেশ মুখটা দেখাল সৈনিক। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। বিশজন ক্যাভালরি। মাত্র একটা ওয়্যাগন পাহারা দিয়ে আনছে।'

চিন্তিত চেহারায় দাড়ি চুলকাল লেফটেন্যান্ট।

'বোধহয় কনফেডারেট পে-ওয়্যাগন। কালকেই তো মার্চের এক তারিখ, তাই না? হুম্। টেক্সানরা সান্তা ফে দখল করে রেখেছে...তার মানে ওই ওয়্যাগনে ফোর্ট ক্রেইগের সৈনিকদের একমাসের বেতন আছে।' দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল লেফটেন্যান্ট। 'ফোর্ট ক্রেইগের ওরা খুবই হতাশ হবে। তা হোক।' কথা শুনতে এগিয়ে আসা কৌতূহলী সৈন্যদের দিকে ভ্রূকুটি করল সে। 'জায়গায় যাও সবাই। তৈরি থাকবে, খাদের মাঝামাঝি আসার আগে যাতে কিছু টের না পায় ওরা।'

দু'পাশের বোল্ডারগুলোর আড়ালে অবস্থান নিল ইউনিয়ন আর্মির সৈন্যরা।

দিনের পর দিন পশ্চিমের ক্ষিপ্ত সূর্যের তাপে পাথরের মত শক্ত, রুক্ষ এবড়োখেবড়ো জমির ওপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিমে এগিয়েছে কনফেডারেট ক্যাভালরি সৈন্যের দলটা। মরু-প্রায় প্রান্তর পাড়ি দিয়ে প্রত্যেকের মেজাজ চড়ে আছে। ওয়্যাগন হুইলের আঘাতে অনবরত উড়ছে মিহি ধুলো, প্রায় সাদা হয়ে গেছে ধূসর ইউনিফর্ম। সর্বক্ষণ ঘামছে লোকগুলো।

মেঘহীন নীল আকাশের গায়ে চক্কর কেটে অলস ভাবে উড়ছে এক পাল শকুন। দু'দিন হলো যেন মৃত্যুর গন্ধ পেয়ে সৈন্যদের পিছু নিয়েছে কুৎসিত পাখিগুলো। ওগুলো বোধহয় জানে, ধৈর্যের পরস্কার পেতে বেশিক্ষণ আর অপেক্ষা

করতে হবে না ওদের।

ওয়্যাগনটা আদতে ছাদ খোলা একটা আর্মি বাকবোর্ড। একপাশে খোদাই করে লেখা: চতুর্থ ক্যাভালরি–সি. এস. এ.–কনফেডারেট স্টেট অভ আমেরিকা।

ওয়্যাগনের মেঝে জুড়ে আছে পাইন কাঠের তৈরি একটা কফিন আকৃতির বাক্স। বাড নামের প্রৌঢ় একজন রাইফেল হাতে বাক্সটা পাহারা দিচ্ছে। ওয়্যাগন চালাচ্ছে মরিসন নামের এক টেক্সান। তার পাশেই সীটে বসে আছে ওয়্যাগনের গার্ড। নাম তার অ্যামব্রোস। ওয়্যাগনটাকে ঘিরে এগোচ্ছে অশ্বারোহী সৈন্যরা, তবু সতর্কতায় ঢিল দেয়নি সে। রাইফেলটা কোলের ওপর রেখে সামনের গিরিখাতের দিকে চেয়ে আছে।

দু'পাহাড়ের ফাঁকে প্রবেশ করল ওয়্যাগন। চারপাশ থেকে আরও চেপে এলো ক্যাভালরি সৈন্যরা। রাইফেলটা পাশে নামিয়ে ক্যান্টিন থেকে গলায় পানি ঢালল অ্যামব্রোস। ঠোঁটে ছ্যাঁকা দিল সূর্যের তাপে তেতে ওঠা গরম পানি।

'নিকুচি করি!' ক্যান্টিনটা পায়ের কাছে রেখে বিকৃত স্বরে বলল অ্যামব্রোস। 'এই সূর্য, এই ধুলো, এই আর্মি, সবকিছুর নিকুচি করি! ছোট বেলায় ভাবতাম দোজখ না জানি কেমন, নিউ মেক্সিকো দেখার পর কৌতূহল মিটে গেছে আমার।'

হাসল মরিসন। বাতাসে চাবুক ফুটিয়ে বলল, 'ফেব্রুয়ারিতে এসেই এ-কথা বলছ, জুলাইতে এলে না জানি কি বলতে!'

'এই দোজখে মানুষ বাস করে!' পেছন থেকে বলল প্রৌঢ় বাড। 'আমি দরকার হলে বরফে জমে যাব, তবু এখানে থাকব না। বুঝি না পচা মরুভূমি আর কয়েকটা পাহাড়ের জন্যে বোকার মত কেন লড়ছে আমাদের রাজনৈতিক নেতা আর জেনারেলরা। মরা মানুষও তো থাকতে চাইবে না এখানে।'

'জেনারেল সিবলে বোকা নয়,' বোঝাবার সুরে বলল মরিসন, 'সিবলে জানে ওই পাহাড়, আর পশ্চিমের ক্যালিফোর্নিয়ায় কালো মাটিতে মিশে আছে চাক চাক সোনা। একবার ওগুলো আমাদের হাতে এলে পঙ্গু হয়ে যাবে ইয়াংকিরা। তখন ওরা যুদ্ধের অস্ত্র কেনার টাকা পাবে কই?' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল চালক। 'সিবলে খুবই চালাক।'

ওয়্যাগনের গায়ে প্রায় সেঁটে এসেছে ক্যাভালরি এসকর্ট। ঘোড়ার খুরের আঘাতে মেঘের মত উড়ছে ধুলোর ঘন আস্তরণ। দম বন্ধ করা পরিবেশ। ভ্যাপসা গরম বাতাসে ধুলো আর ঘামের গন্ধ। ক্যাভালরি সৈন্যরা গায়ের কাছে চলে এসেছে এটা প্রথমে খেয়াল করল অ্যামব্রোস। কেশে উঠে কর্কশ স্বরে প্রতিবাদ করল সে। 'অ্যাই কি করছ তোমরা, সার্জেন্ট! দম বন্ধ করে মারতে চাও নাকি! ওয়্যাগন হুইল থেকে যথেষ্ট ধুলো উড়ছে, তোমরা না ওড়ালেও চলবে। আগে বাড়ো জলদি!'

ঘোড়াটাকে ওয়্যাগনের একেবারে পাশে নিয়ে এলো সার্জেন্ট। আঙুল তুলে সামনের সরু পথটা দেখাল। 'ওদিকে গ্লোরিয়েটা পাস আর অ্যাপাচি ক্যানিয়ন,

দুটোই অ্যাম্বুশের জন্যে চমৎকার জায়গা। ইয়াংকির দল ধারেকাছেই আছে। ধুলো আর বুলেটের মধ্যে কোন্‌টা তোমার কাছে ভাল বলে মনে হয়?'

'আমাদের মত আধমরা কয়েকজন কনফেডারেটের জন্যে গুলি অপচয় করবে না ইয়াংকিরা,' গম্ভীর চেহারায় মন্তব্য করল বাড স্পেন্সার।

'তাই নাকি?' বিদ্রূপের হাসি হাসল সার্জেন্ট বাডের নির্বুদ্ধিতা দেখে। 'জানো না ওই কফিনের মধ্যে কি আছে?' জানতে চাইল সে। বাড মাথা নাড়ানোয় বলল, 'ডলার! সোনার ডলার! পুরো দুইলক্ষ ডলার! ফোর্ট ক্রেইগের সৈন্যদের বেতন, রিজার্ভ ফান্ড আর অন্যান্য খরচের জন্যে।'

'তা হলে তো সাবধান থাকতে হয়।' রাইফেল বাগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল বাড।

ওই একই মুহূর্তে পাথরের কোনায় ইউনিয়ন আর্মির নীল ইউনিফর্মের অংশ দেখতে পেয়ে চিৎকার দিয়ে ওয়্যাগনের মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়ল অ্যামব্রোস।

খাদের দু'পাশ থেকে গুরুগম্ভীর গর্জন ছাড়ল অনেকগুলো রাইফেল। পাল্টা জবাব দিল কনফেডারেটদের অস্ত্র। চারপাশে চিৎকার, চেঁচামেচি, আহতদের আর্তনাদ, গোঙানি আর গুলির শব্দ। হুঙ্কার ছেড়ে পাথরের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলো ইউনিয়ন আর্মি।

পাঁজরে জ্বালা অনুভব করল অ্যামব্রোস। একপাশের কাঠের রেলিঙ ফুটো করে আরেক পাশের রেলিঙে গিয়ে বিঁধেছে বুলেট। যাওয়ার পথে তার পাঁজরের হাড়ে ঘষা দিয়ে গেছে।

ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে এসে অ্যামব্রোসের ওপর পড়ল মরিসনের দেহ। নড়ছে না। এতক্ষণে বাডের হুঁশ হলো। তাড়াতাড়ি বাক্সটার পাশ ঘেঁষে শুয়ে পড়ল সে। কেঁপে উঠল পর মুহূর্তে। ফুসফুস ফুটো করে দিয়েছে একটা বুলেট।

হঠাৎ করে ওয়্যাগনের গতি বেড়ে যাওয়ায় অ্যামব্রোস বুঝতে পারল ভীত খচ্চর দুটো প্রাণপণে ছুটছে। দ্রুত পেছনে পড়ে গেল গোলাগুলির আওয়াজ। যখন লড়াইয়ের আর কোনও আওয়াজ কানে এলো না, গায়ের ওপর থেকে সঙ্গী দু'জনের দেহ সরিয়ে উঠে বসল অ্যামব্রোস।

ক্লান্ত খচ্চরগুলো অনেকক্ষণ হলো চলার গতি কমিয়ে হাঁটছে। লাগাম টেনে ওগুলোকে দাঁড় করাল অ্যামব্রোস। তাকিয়ে দেখল ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা। সামনে চওড়া একটা উপত্যকা। খচ্চরগুলোর শ্বাস টানার আওয়াজ ছাড়া চারপাশ নিস্তব্ধ। ইউনিয়ন আর্মি যদি ওদের ধাওয়া করেও থাকে, এই মুহূর্তে তা বোঝার কোনও উপায় নেই।

সঙ্গীদের দিকে মনোযোগ দিল অ্যামব্রোস। দু'জনই অজ্ঞান। মরিসন অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। হাতে গুলি খেয়েছে, আরেকটা গুলি চলে গেছে তার করোটির চামড়া নিয়ে। বাডের অবস্থা খুবই খারাপ। গুলি যদিও বেরিয়ে গেছে, ফুসফুসের জখমটা মারাত্মক। ঠিকমত শ্বাস নিতে পারছে না। খুব দ্রুত চিকিৎসা পেলে হয়তো বাঁচলেও বাঁচতে পারে।

নিজের জখমটা পরীক্ষা করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল অ্যামব্রোস। সামান্য আঁচড়। রক্ত পড়াও বন্ধ হয়ে গেছে। ঘা শুকাতে বড় জোর পাঁচদিন লাগবে। বাক্সটায় হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল অ্যামব্রোস। বাক্সের ভেতরে কি আছে মনে পড়তেই হঠাৎ করে পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। ঢোক গিলতে পারল না সে। চোখ পিটপিট করে আহত সঙ্গীদের একবার দেখল। আহা, অ্যাম্বুশে সবাই মারা গেলে কি ভালই না হত। সবাই? না, না, সে ছাড়া। দুই লক্ষ ডলার নিয়ে হাওয়া হয়ে যেত সে।

চারপাশে তাকিয়ে ওদের ওয়্যাগন কোথায় থেমেছে ভালমত দেখল অ্যামব্রোস।

উপত্যকার একধারে পাহাড়ের গায়ে পুরো ঢাল জুড়ে একটা কবরস্থান। এতই বড় যে, দেহ স্থির রেখে দু'দিকের দুই প্রান্ত দেখতে গেলে ঘাড়ের হাড় ফুটে যাবে। সারি সারি কবরের প্রত্যেকটায় একটা করে কাঠের এপিটাফ। বুঝতে পারল অ্যামব্রোস, এটা স্যাড হিল না হয়েই যায় না। মিলিটারিদের গোরস্থান। মেক্সিকান যুদ্ধে এটার যাত্রা শুরু, তারপর ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে বিভিন্ন লড়াই আর এখন এই স্টেটগুলোর যুদ্ধে পেট ভরে উঠছে স্যাড হিলের।

ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় চোখ আটকে গেল অ্যামব্রোসের। ওখানে নতুন এক সারি কবর খুঁড়ে রাখা হয়েছে, বাসিন্দা জোগাড় না হওয়ায় খালি পড়ে আছে গর্তগুলো।

ওয়্যাগন নিয়ে স্যাড হিল গোরস্থানের দিকে এগোল অ্যামব্রোস। খালি একটা গর্তের পাশে থামল। আধঘণ্টা পর আবার যখন ওয়্যাগনে উঠে রওয়ানা হলো, কফিন আকৃতির বাক্সটা তখন আর ওয়্যাগনে নেই।

অ্যামব্রোস জানে না ক্ষণিকের জন্যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল বাড। মাথা উঁচু করে কবরগুলো দেখেছে সে, তারপর পরিশ্রমে চেতনা হারিয়েছে।

এদিকে বাড বা অ্যামব্রোস কেউ জানে না, কবরের পাশে ওয়্যাগন থামানোর সময় আহত মরিসন জ্বরের ঘোরে শুনতে পেয়েছে বাক্সটাকে কবর দেয়ার আওয়াজ। বিশাল সেই অপার্থিব গোরস্থানের অংশবিশেষও দেখেছে সে।

সান্তা ফে'র প্যালেস অভ গভর্নরস-এ যে কোর্টমার্শাল অনুষ্ঠিত হলো সেটা আসলে শুধুই আনুষ্ঠানিকতা। ক্যাপ্টেনের সামনে একজন লেফটেন্যান্ট সাক্ষ্য দিল যে, সেদিনের খণ্ডযুদ্ধে ক্যাভালরির সবক'জন সৈন্য মারা গেছে, এবং তাদের দেহ সনাক্ত করে কবর দেয়া হয়েছে।

এরপর সাক্ষির কাঠ-গড়ায় অ্যামব্রোসকে ডাকা হলো। সংক্ষেপে বক্তব্য রাখল অ্যামব্রোস।

'গোলাগুলি থামলে ইয়াংকিরা ওয়্যাগনে উঠে আসে,' বলল সে। 'আমি চুপ করে শ্বাস আটকে পড়ে ছিলাম। ওরা বোধহয় ভাবল আমিও মরে গেছি। বাক্সটা নামিয়ে নিল ওরা।...বোধহয় ডালাও খুলল, কারণ খুশিতে একজন চেঁচিয়ে উঠে

গুলি করতেই ভয় পেয়ে এগোতে শুরু করল আমাদের ওয়্যাগন-টানা খচ্চরগুলো।'

'ওয়্যাগনটা পাবার জন্যে ইয়াংকিরা তোমাদের পিছু নিল না, প্রাইভেট অ্যামব্রোস?'

'না, স্যার। আমার ধারণা ওরা লাশগুলো সৎকারের দায়িত্ব নিতে চায়নি। যাই হোক, এরপর আমি সাধ্যমত সঙ্গীদের সেবা শুশ্রূষা করি এবং সান্তা ফে'র ট্রেইল ধরে ওয়্যাগন চালিয়ে নিয়ে আসি। এর বেশি আর কিছু আমার জানা নেই, স্যার।'

হাত আর মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা মরিসন গভীর মনোযোগে অ্যামব্রোসের কথাগুলো শুনল। তাকে যখন ডাকা হলো নতুন কিছু বলল না সে।

মরিসনের পর সাক্ষ্য দিতে উঠল একজন সার্জন।

'প্রাইভেট বাড এখনও গুরুতর অসুস্থ,' বলল সে। 'আদালতে আসার মত শারীরিক অবস্থা তার নেই। বোধহয় বাঁচার আশাও ছেড়ে দিয়েছে, কারণ জ্ঞান ফিরলেই বিড়বিড় করে শুধু গোরস্থানের কথা বলছে।'

সার্জনের কথা শুনে চমকে উঠল মরিসন। বড় বড় হয়ে গেল দু'চোখ। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে কষ্ট হচ্ছে তার, উঠে দাঁড়াতে গিয়েও বসে পড়ল আবার।

বক্তব্য রাখার আগে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে টেবিলে টোকা দিল ক্যাপ্টেন। তারপর বলল, 'প্রাইভেট অ্যামব্রোস যা বলেছে তা মিথ্যে প্রমাণিত না হওয়ায় আজকের কোর্ট এই সিদ্ধান্তে উপনিত হচ্ছে যে, কনফেডারেট আর্মির দুই লক্ষ ডলার শত্রুর হস্তগত হওয়ার পেছনে প্রাইভেট অ্যামব্রোসের কোনও অবহেলা বা ত্রুটি দায়ী নয়, সুতরাং তাকে বেকসুর খালাস দেয়া হচ্ছে। এই বিচারের কার্যক্রম এখানেই সমাপ্ত।'

আধ ঘণ্টা পর কমান্ডিং অফিসারের অফিস ঘরে ঢুকল একজন সার্জেন্ট। স্যাল্যুট করে বলল, 'কর্নেল, স্যার, আপনাকে জানানো আমার কর্তব্য যে প্রাইভেট অ্যামব্রোস চলে গেছে।'

চোখ তুলে তাকালে কমান্ডিং অফিসার। 'চলে গেছে? কি বলতে চাও তুমি; চলে গেছে মানে?'

কাঁধ ঝাঁকাল সার্জেন্ট। ট্রায়ালের পরপরই নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে লেফটেন্যান্টের ঘোড়াটা চুরি করে সে ভেগে গেছে, স্যার!'

দুই

তার নাম থিয়োডর। শুধুই থিয়োডর। নামটা টেক্সাস আর নিউ মেক্সিকোর যে-কারও আত্মার পানি শুকিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কেউ যদি শোনে থিয়োডর তাকে খুঁজছে, তা হলে ধরেই নেয় মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে গেছে তার। আজরাইল আসছে ঘোড়ায় চেপে। কেউ যদি শোনে থিয়োডর তাকে খুঁজতে পারে, তা হলে পশ্চিম ছেড়ে পালায় সে।

ঋজু দোহারা গড়নের কঠোর লোক থিয়োডর। গায়ের রঙ পুরানো স্যাডলের চামড়ার মত বাদামী-তামাটে। মুখটা তিন কোনা। থুতনিটা অস্বাভাবিক ছুঁচলো। চোখ দুটো মরা মাছের মত ভাবলেশহীন। হাসে না সে। অন্তত কেউ কখনও দেখেনি। হাসলে লোকে দেখতে পেত কুমড়োর বিচির মত দাঁতগুলো তার পোকা ধরা। থিয়োডর সব সময় নীল রঙের একটা ফ্রক কোট পরে। ওই কোটের তলায় লুকিয়ে বসে থাকে নিশ্চিত মৃত্যু। বামদিকের কোমরে অর্ডার দিয়ে তৈরি করা চোদ্দ ইঞ্চি ব্যারেলের একটা রিভলভার ঝোলায় সে। প্রয়োজনে বিদ্যুৎগতিতে ক্রস ড্র করতে পারে, তিরিশ গজ দূর থেকে ফুটো করে দিতে পারে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়া রূপার কয়েন।

পেশায় থিয়োডর ভাড়াটে খুনি। অর্থের বিনিময়ে মানুষ খুন করে সে। বলা হয়, ভাড়া করা হলে নিজের মাকে খুন করতেও বাধবে না তার। কথাটা সাহস করে কেউ কখনও সামনে বলেনি, তবে যদি বলত, বোধহয় প্রতিবাদ করত না থিয়োডর। কথা সত্যি। আবেগ-অনুভূতি-মায়া-মমতা এসব ফালতু ব্যাপারগুলো বহু আগেই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছে সে। পৃথিবীতে একমাত্র কাজ যেটা করতে সে পছন্দ করে, সেটা হলো খুন। খুন করা তার নেশা। নেশা এবং পেশা।

এই মুহূর্তেও থিয়োডর পেশাগত কাজে ব্যস্ত। তিন কামরার অ্যাডোবি রানশহাউসের সামনে ধীরস্থির ভঙ্গিতে কয়লা-কালো ঘোড়াটা থেকে নামল সে, হিচরেইলে ঘোড়া বেঁধে কিছুক্ষণ রানশহাউসটার দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর এগোল নিঃশব্দ পায়ে। দরজা খোলাই আছে। ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ঘরের মাঝখানে আনাড়ি হাতে বানানো একটা টেবিলে নাস্তা করতে বসেছে এক কিশোর। মা তাকে রুটি এগিয়ে দিচ্ছে, এমন সময় ঘরে ঢুকল থিয়োডর। ঢুকল এবং একটা কথাও না বলে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল।

মহিলা মেক্সিকান। যথেষ্ট সুন্দরী। তবে থিয়োডরের অশুভ দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে যাওয়ায় অতি সাধারণ আর নগণ্য লাগছে তাকে নিজের কাছেই। আগন্তুকের চোখ দুটো মরা মানুষের মত অস্বচ্ছ। শিউরে উঠল মহিলা, ছেলের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল পাশের ঘরে।

ওখানে নিচু স্বরে আলাপ করছে মহিলা, শুনতে পেল থিয়োডর। কিছুক্ষণ পর

পর্দা সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মাঝবয়সী একজন টেক্সান। জ্র কুঁচকে থিয়োডরকে দেখল সে। ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই এখানে?'

'তুমি মরিসন?'

ওপর-নীচে মাথা দোলাল রানশার। মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে গেছে। 'আমিও তোমাকে চিনতে পেরেছি,' হাতের চেটোয় কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছল সে, 'তুমি সেই গানম্যান – থিয়োডর।'

'নামটা তা হলে পচা লাশের দুর্গন্ধের মত ছড়াচ্ছে।' ছেলেটার ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে বসল থিয়োডর। গৃহকর্তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'বাড স্পেন্সার তোমাকে পাঠিয়েছে, তাই না?' আগন্তুক চুপ করে থাকায় জানতে চাইল মরিসন। কণ্ঠস্বরের কাঁপুনি লুকাতে পারল না।

'হ্যাঁ।'

থিয়োডরের উল্টোদিকের চেয়ারে বসে দু'হাত টেবিলের ওপর রাখল মরিসন। সামনে ঝুঁকে বলল, 'বাডকে বোলো যা জানি সবই ওকে বলেছি আমি। বোলো আমি ওর পথের কাঁটা হব না, আমাকে যাতে আর বিরক্ত না করে। সোনা ভরা সেই বাক্স নিয়ে যা খুশি করুক সে।'

সামনে ঝুঁকল থিয়োডর। 'সোনা ভরা বাক্স? কত আছে ওতে?'

'ওরা বলেছিল দুই লক্ষ ডলার।'

'এজন্যেই তা হলে বাড স্পেন্সার এত মেপে মেপে কথা বলেছে আমার সঙ্গে।' চোখ সরু করে টেক্সান রানশারকে দেখল থিয়োডর। 'এজন্যেই নামগুলো পরিচিত লাগছিল। হারিয়ে যাওয়া কনফেডারেট ক্যাভালরি ফান্ডের টাকা। এ-ব্যাপারে আর কী জানো তুমি, মরিসন?' মুহূর্তের জন্যে গানম্যানের চোখে লোভের ছায়া খেলে গেল।

'আর কিছু জানি না,' অস্বস্তি ভরা চেহারায় মাথা নাড়ল মরিসন। 'প্রায় পুরোটা সময় আমি অজ্ঞান ছিলাম।'

'প্রায়?'

'শুধু আবছা ভাবে মনে পড়ে, একবার যেন বিরাট একটা গোরস্থান দেখেছি একটা ঢালের ওপর। প্রথমে ভেবেছিলাম জ্বরের ঘোরে দেখা স্বপ্ন, পরে ট্রায়ালে শুনলাম বাড স্পেন্সারও প্রলাপের মধ্যে গোরস্থানের কথা বলেছে। ওর ধারণা হয়েছে ওই টাকা আমি হজম করতে চাই। থিয়োডর, ওকে তুমি বোলো যতটুকু জানতাম সবই ওকে বলেছি আমি।'

'গত সপ্তাহে অ্যামব্রোস তোমার সঙ্গে দেখা করে গেছে সে-কথা ওকে বলোনি। কথাটা সত্যি, নাকি বাড স্পেন্সার ভুল বলেছে?'

'হ্যাঁ, এসেছিল অ্যামব্রোস।'

'বোধহয় নাম পাল্টেছে, ওকে আমি খুঁজে পাইনি।' জ্র কুঁচকে রানশারকে দেখল থিয়োডর। 'কেন এসেছিল?'

'বাড যে-কারণে জ্বালাতন করছে, সেই একই কারণে। জানতে চায় আমি

কতটুকু জানি। মুখ বন্ধ রাখতে বলেছে।'

থিয়োডরের ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে। 'আমাকেও বাড সেজন্যেই তোমার কাছে পাঠাল,' শীতল স্বরে বলল সে।

গা ছমছমে একটা অশুভ পরিবেশ ঘরে। ঘেমে গোসল হয়ে যাচ্ছে মরিসন। বেতালা ছন্দে বুকের খাঁচায় বাড়ি মারছে তার হৃৎপিণ্ড।

'আমাকে মারার জন্যে বাড তোমাকে কত দিচ্ছে?' কিছুটা সামলে নিয়ে জানতে চাইল সে।

'সহজ কাজ, তাই পাঁচশো ডলার।' একটা সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর চেহারায় বলল থিয়োডর, 'অ্যামব্রোসের নতুন নামটা কী?'

'গ্যারিসন। কিট গ্যারিসন নাম নিয়েছে অ্যামব্রোস।' থিয়োডর উঠতে যাচ্ছে দেখে আগেই উঠে দাঁড়াল মরিসন। দু'হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমাকে মেরো না, থিয়োডর, বাডের দ্বিগুণ টাকা দেব আমি।'

'কী জন্যে?' বসেই থাকল গানম্যান।

'বাডকে শেষ করে দেবে তুমি।' চেস্ট অভ ড্রয়ার থেকে একটা থলে বের করে খুনে বদমাশটার চোখে চোখ রাখল রানশার। 'দেখো, তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই। টাকা যে বেশি দেবে তার কাজই তুমি করবে। আমি বেশি দিচ্ছি, বাডকে শেষ করে দাও।'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে।' থলেটা কোটের ভেতর-পকেটে রাখল থিয়োডর। টেবিলের তলায় নড়ছে তার হাত। 'তবে একটা কথা তুমি বোধহয় জানো না,' রিভলভারটা এখন গানম্যানের হাতে, 'আমি একটা নিয়ম সবসময় মেনে চলি – কোনও কাজ নিলে কাজটা শেষ না করা আমার নীতির বাইরে।'

পর পর দু'বার গর্জন ছাড়ল থিয়োডরের রিভলভার। ভারী বুলেটের ধাক্কায় ছিটকে পেছনে হটল রানশার। পড়ে গেল মেঝেতে। ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে হোলস্টারে অস্ত্র রাখল থিয়োডর, রক্তাক্ত লাশটা একবার দেখে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। বেরিয়ে যাচ্ছে সে, এমন সময় পেছনে শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল আবার। নিজের চেয়ে লম্বা একটা রাইফেল হাতে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেছে মরিসনের ছেলে। ছেলেটা কাঁধে রাইফেল তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করল থিয়োডর, তারপর ওর মাথায় গুলি করে বেরিয়ে এলো রানশহাউস থেকে।

চেঁচিয়ে কাঁদছে মেক্সিকান মহিলা। রিভলভারটা হোলস্টারে রেখে আপন মনে মাথা নাড়ল থিয়োডর। 'মেয়েছেলে,' বিরক্ত চেহারায় বিড়বিড় করল, 'জীবনে কোনও ছোট পরিবর্তন এলেও আবেগ উথলে ওঠে। কী এমন বয়স, এখনও ওকে ঘরে নেয়ার জন্যে হাজারটা লোক ভিড় করবে। সময় আছে আরও দশটা বাচ্চার মা হওয়ার।'

বাড স্পেন্সারের ঘুম ভাঙল নিজের ঘরে। হাতটা এখনও বালিশের তলায় পিস্তলের বাঁট ছুঁয়ে আছে। চোখ মেলল সে। কালি গোলা অন্ধকারে ডুবে আছে ঘর।

'কে? আমার ঘরে কে?' ফ্যাসফেঁসে স্বরে জানতে চাইল সে। কাশতে শুরু করল। ফুসফুসের জখম শুকায়নি। ডাক্তার বলেছে, সারবে না, কখনও আগের মত পরিশ্রমের কাজ করতে পারবে না সে।

একটা ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠল। দেখা গেল থিয়োডরের তিন কোনা ভাবলেশহীন চেহারা।

'ও, তুমি।' কনুইয়ে ভর দিয়ে বিছানায় আধশোওয়া হলো স্পেন্সার। 'ওকে পেয়েছিলে? কিছু বলেছে সে?'

মাথা দোলাল থিয়োডর। 'অ্যামব্রোসের নাম এখন কিট গ্যারিসন।'

'আর কিছু?'

'না। বলবেও না কখনও আর।'

'ভাল। খুব ভাল...'

'ও, আরেকটা কথা, মারা যাবার আগে তোমাকে খুন করার জন্যে মরিসন আমাকে একহাজার ডলার দিয়েছে।'

বিস্মিত হওয়ার কোনও সুযোগ বাড স্পেন্সার পেল না। মগজ বিস্ফোরিত হলো তার।

'তোমার সঙ্গে ব্যবসা করে ভাল লাগল।' মৃতদেহটাকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে গম্ভীর চেহারায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো থিয়োডর।

তিন

স্যাম পেদ্রো একজন চতুর আউট-ল। চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-কিডন্যাপিং করে হাত পেকেছে তার অনেকদিন হলো, কিন্তু যাকে বলে ভয়ঙ্করত্ব আর নাম, সেটা এখনও দুর্ভাগ্যক্রমে তেমনভাবে সে অর্জন করতে পারেনি। পশ্চিমের নির্বোধ লোকজন তাকে থিয়োডর বা অন্যসব কুখ্যাত আউট-লর মত ভয়ের আসনে বসিয়ে সম্মান দেখায়নি।

পরিত্যক্ত লাইন ক্যাম্পে ঘুম ভাঙতেই মনটা পেদ্রোর খারাপ হয়ে গেল। গতকাল শহরের ব্যাংকটা রেকি করে এসেছে, সে-কথা মনে পড়ল। ওখানে ডাকাতি করতে হলে মিলিটারির মত ভারী অস্ত্র লাগবে।

কী করে কী করবে ভাবতে ভাবতে চোখ মেলল হতাশ পেদ্রো। পরক্ষণে আঁতকে উঠল। ওর নাকের ঠিক দু'ইঞ্চি দূরে স্থির হয়ে আছে একটা সিক্সগানের নল। যে-ই অস্ত্রটার মালিক হোক না কেন, হাতটা তার স্থির, কাঁপছে না এক চুল।

সিক্সগানের নল বেয়ে হবু আততায়ীর মুখের দিকে উঠে গেল পেদ্রোর দৃষ্টি।

লোকটা কুৎসিত নয়, আবার সুদর্শনও নয়। নাকটা খাড়া। চোখ দুটো

কুচকুচে কালো। চওড়া কপাল। প্রচ্ছন্ন রসিকতার ছাপ লোকটার চেহারায়।

উঠে বসতে চেষ্টা করল পেদ্রো। বাধা না দিয়ে পেছনে সরে দাঁড়াল লোকটা। মুহূর্তের জন্যেও অস্ত্র সরল না পেদ্রোর ওপর থেকে।

'কে তুমি?' জানতে চাইল পেদ্রো। 'কী চাও? আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই।'

'তোমার দাম দুই হাজার ডলার।'

'মাত্র দুই হাজার। আমার দুর্ভাগ্য।' চেহারা বিকৃত করল পেদ্রো। 'তুমি বাউন্টি হান্টার?'

'হতেও পারি।'

সরসর করে ঘাম নামল পেদ্রোর শিরদাঁড়া বেয়ে। নিউ মেক্সিকোর আইন ওকে খুঁজছে। ধরতে পারলেই ঝুলিয়ে দেবে।

'বাইরে চলো,' সিক্সগানের নলের ইশারা করে নির্দেশ দিল আগন্তুক।

পাঁচ মিনিট পর লোকটার পাশে ঘোড়া ছোটাল নিরস্ত্র পেদ্রো। মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর তার। তাকে শহরের দিকে নিয়ে চলেছে বাউন্টি হান্টার লোকটা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে পালানোর ফন্দি আঁটতে লাগল পেদ্রো। ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিল, প্রথম কাজ হচ্ছে কথা-বার্তা বলে পরিবেশটা হালকা করা, এবং তারপর সুযোগ মত...

'দেখো, মিস্টার,' মুখ খুলল সে, 'তুমি আমার নাম জানো অথচ আমি তোমার নাম জানি না। এটা কি একটা ভদ্রলোকের কাজ হচ্ছে?'

'কে বলল আমি ভদ্রলোক?' ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর চেহারায় পেদ্রোকে দেখল আগন্তুক। কৌতুক খেলা করছে দু'চোখে। 'আমি রক বেনন।'

হাঁ হয়ে গেল স্যাম পেদ্রো। 'মন্ট্যানার রক বেনন?'

মাথা ঝাঁকাল আগন্তুক।

'কিন্তু তা কী করে হয়!' প্রতিবাদ করল পেদ্রো, 'রক বেনন কখনও বাউন্টি হান্টারের কাজ করবে না। সে নিজেও তো আউট-ল ছিল। তুমি মিথ্যে কথা বলছ।'

'তুমি বলতে চাইছ আমি মিথ্যুক?'

'হ্যাঁ।'

দু'মিনিটের জন্য থামল বেনন, তারপর পিছমোড়া করে হাত বেঁধে ময়দার বস্তার মত আড়াআড়ি ভাবে পেদ্রোকে স্যাডলে চাপিয়ে আবার এগোল শহরের দিকে। টাকা দরকার ওর। অনেক টাকা। দ্রুত টাকা রোজগার সম্ভব বলেই বাউন্টি হান্টিঙের মত একটা কাজ বেছে নিয়েছে ও।

শহরের মাইল খানেক দূরে থাকতে থামল বেনন। পেদ্রোর মুখ থেকে রুমালটা বের করে নিয়ে বলল, 'বেঁচে যাবে যদি আমার কথা মত কাজ করো।'

'করব,' চেঁচিয়ে উঠল পেদ্রো। 'তুমি আমার বাপ-মা। যা করতে বলবে সবই করব, একটা প্রশ্নও করব না।'

পেদ্রোকে চিনতে বেননের এখনও অনেক দেরি, তবে চরিত্রটা মোটামুটি বুঝতে শুরু করেছে ও। রিওয়ার্ড পোস্টারে নাম উঠেছে, অথচ খুব বিপজ্জনক কেউ নয়, এমন কাউকেই ও খুঁজছিল। ভালই কাজ চালিয়ে নেয়া যাবে স্যাম পেদ্রোকে দিয়ে।

গালাগালি, অভিশাপ, কাকুতি-মিনতি আর ফাটা গলায় জোরাল বিলাপের শব্দে শহরের প্রায় সবাই বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে এল। রাস্তা ধরে আগে আগে আসছে বেনন, দড়িতে টান পড়ায় পেছনে এগোচ্ছে পেদ্রোর ঘোড়া। স্যাডলের ওপর উপুড় হয়ে আড়াআড়ি পড়ে আছে হাত-পা বাঁধা পেদ্রো। পেট শুধু ঠাঁই পেয়েছে স্যাডলে। মাথা আর পা দুটো দু'পাশে ঝুলছে।

মেশিনগানের গুলির মত একনাগাড়ে মুখ চালাচ্ছে পেদ্রো। 'আমি তোমাকে ছাড়ব না; মরবে; মরবে; তুমি কলেরায় মরবে! গুটি বসন্ত হোক তোমার, জলাতঙ্ক হোক! আমি অভিশাপ দিচ্ছি। খুলে দাও, খুলে দাও বাঁধন, নোংরা মনের পাষণ্ড শুয়োর কোথাকার! নামতে দে!! দেখো, ভাই না ভাল, ছেড়ে দাও, কিচ্ছু বলব না, মাফ করে দিলাম অন্তর থেকে, কথা দিচ্ছি। ওরে হারামি, আমার কথায় তোর মন কি একটুও ভেজেনি! তোর বউ থাকবে না দেখিস; খোদার কসম পালিয়ে যাবে সে-বেটি কোনও ল্যাংড়া ফকিরের সঙ্গে।'

লোকজনের হাসি আর স্যাম পেদ্রোর চিৎকার কোনওটাই পাত্তা না দিয়ে মার্শালের অফিসের সামনে থামল বেনন। বেল্ট ধরে টেনে নামাল স্যাম পেদ্রোকে, তারপর বোর্ডওয়াকে তাকে ফেলে রেখে ঢুকে গেল অফিসের ভেতর।

বাইরে পড়ে পড়ে নতুন নতুন গালি আবিষ্কার করছে স্যাম পেদ্রো। প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে ভালুক আকৃতির মার্শালকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলো বেনন। মুঠোয় পেদ্রোর চুল ধরে চেহারাটা পোস্টারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখল মার্শাল, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলাল।

'হ্যাঁ, এ-ই সেই লোক।' বেননের দিকে ফিরল সে। 'এসো, বাউন্টি মানি এখনই পেয়ে যাবে।'

বাউন্টির টাকা মার্শাল বিচারের আগেই দেবে কি না ভেবে ভয়ে ছিল, লোকটার কথায় নিশ্চিন্ত হয়ে পেছন পেছন অফিসের দিকে এগোল বেনন।

'বিশ্বাসঘাতক,' পেটে লাথ্ খাওয়া কুকুরের মত আর্তনাদ করে উঠল স্যাম পেদ্রো। কথা বলতে গিয়ে ফোঁপাচ্ছে। 'ঈশ্বরের অভিশাপ লাগুক, নরকে পচে মর্ তুই! জগতে যদি বিচার বলে কিছু থাকে তো ওই টাকা খরচ করতে পারবি না, দেখিস! হায়... ঈশ্বর, এ-ই কি তোমার বিচার? যে-মানুষটা জীবনে কারও ক্ষতি করেনি, তাকে এই শকুনগুলো মেরে ফেলছে, আর তুমি কিছু বলছ না? ধিক্ তোমাকে!'

মার্শালের অফিস থেকে টাকা গুনতে গুনতে বেরিয়ে এলো বেনন। স্যাম পেদ্রোকে একবার দেখে নিয়ে হাসতে হাসতে রওয়ানা হয়ে গেল। পেছনে আরেক

দফা মুখ ছুটিয়েছে পেদ্রো।

বন্দি আউট-লর চিৎকার চাপা পড়ে গেল। রাস্তায় দাঁড়ানো লোকজনের উদ্দেশে বাজ-পড়া গলায় হাঁক ছেড়েছে মার্শাল।

'তোমরা জুরি ঠিক করো। অ্যাই, ওলসেন, ডাকো সবাইকে। দড়িটা দেয়ালের র‍্যাকে আছে, কেউ একজন নিয়ে এসো, বেঁধে ফেলো কটনউড গাছে। বিচার শেষ হলেই দেরি না করে হারামজাদাকে ঝুলিয়ে দেব আমরা।'

চার

রাস্তার শেষ মাথায় স্পিডিকে থামিয়ে মার্শালের অফিসের সামনে জমে ওঠা ভিড়টার ওপর চোখ বোলাল বেনন। পাশেই সেলুন। সেখান থেকে এক হৃদ্দ মাতালকে আঁকড়ে ধরে বেরিয়ে এলো দু'জন লোক। ওই মাতালটাই বোধহয় জাজ। তাদের পেছনে সাদা অ্যাপ্রন পরা বারটেন্ডার। মার্শালের অফিসের সামনেটা ছাড়া সারা রাস্তা ফাঁকা। সবার মনোযোগ স্যাম পেদ্রোর ওপর। কেউ দেখল না, ফিরে এসে সেলুনের হিচর‍্যাকে বাঁধা ঘোড়া দুটোর দড়ি খুলে দিয়েছে বেনন।

এরপর লিভারি স্টেবলে গেল বেনন। একসারিতে রাখা বাকবোর্ড আর ওয়্যাগনের ওপাশে করাল। গোটা দশেক ঘোড়া আছে করালে, আর আছে বেঁটে মত বুড়ো অ্যাটেনডেন্ট। বেননকে দেখে খদ্দের-ধরা হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে এগিয়ে এলো বুড়ো। লোকটাকে কথা বলার সুযোগ দিল না বেনন। জানতে চাইল, 'তুমি এখনও এখানে যে, মার্শালের অফিসের সামনে ফাঁসির আয়োজন হচ্ছে, জানো না?'

'তাই নাকি?' চকচক করে উঠল বুড়োর দু'চোখ। 'সত্যি? সেজন্যেই চেঁচাচ্ছে ওরা?' হতাশ চেহারায় মাথা নাড়ল সে। 'আমাকে কেউ বলেনি। যেতে না পারলে আফসোস থেকে যাবে, তবে করাল খালি রেখে যাব কি করে!'

'আরে চলে যাও, কিচ্ছু অসুবিধা হবে না,' বলল বেনন। 'আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না, ঘোড়াটা রেখেই আমিও আসছি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার, চিন্তা কোরো না, বিল কম নেব আমি।' খুশি মনে বেননকে চোখ টিপে করাল থেকে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল বুড়ো, দেহের দু'পাশে ল্যাগব্যাগ করে দুলছে দু'হাত।

করালের পেছন-দরজা খুলে ঘোড়াগুলোর গায়ে পটাপট কয়েকটা পাথর ছুঁড়ল বেনন। সবক'টা লক্ষ্যে আঘাত হানল। দুদ্দাড় করে বেরিয়ে এলো ঘোড়ার পাল। ওগুলো মরুভূমিতে চলে গেল, জানতে পেল না শহরের ফাঁসি-প্রিয়

লোকজন। সবাই বিচার শেষে পেদ্রোকে ফাঁসিতে ঝোলানোর প্রক্রিয়ায় মহাব্যস্ত।

করাল থেকে বেরিয়ে ক্রস রোডে স্পিডিকে থামাল বেনন। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল বের করে ফাঁসির মঞ্চ, মানে ঘোড়াটা দেখা যায়, এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল।

বিচারের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, কাঁদো-কাঁদো চেহারায় ঘোড়ার পিঠে বসে আছে স্যাম পেদ্রো আসরের মধ্যমণি হয়ে। তার সামনে একটা পিপের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড় কাকের মত কালো কোট পরা জাজ। মার্শালের হাতে স্যাম পেদ্রোর ঘোড়ার দড়ি আর একটা চাবুক। সময় হলেই দড়ি ছেড়ে চাবুক হাঁকাবে সে। তার আগে অবশ্য আউট-লর গলায় পরিয়ে দেয়া হবে ফাঁসির দড়ি। ঘোড়াটা তলা থেকে সরে গেলেই ঝুলে পড়বে পেদ্রো।

লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হাত তুলল জাজ। সবাই চুপ হয়ে যাওয়ায় বলল, 'এই বদমাশটা কী কী অপরাধ করেছে তোমরা সবাই শুনেছ, এবার তোমাদের মতামত জানাও। কি: দোষী না নির্দোষ? খবরদার, জুরিদের বারোজনের বেশি কেউ মুখ খুলবে না, আইন বলেছে জুরি থাকবে বারোজন। আমাদের এই বিচার আইনসম্মত হওয়া চাই।'

হুঙ্কার ছাড়ল সবাই। 'দোষী! ঝুলিয়ে দাও!'

'তবে তাই হোক,' বলল জাজ, 'আইন তার আলোকিত পথে এগিয়ে চলুক।'

জাজ নামতেই পিপেটা ঘোড়ার পাশে রেখে কান্নারত স্যাম পেদ্রোর গলায় দড়ি পরাতে লাগল মার্শাল। তার হাতটা একটুর জন্যে বেঁচে গেল। কান্নার ফাঁকে মার্শালের হাতে কামড় দিতে চেষ্টা করেছিল পেদ্রো।

ফাঁসির ব্যবস্থা করে পিপে থেকে নামল মার্শাল।

পকেট থেকে লম্বা একটুকরো কাগজ বের করল জাজ। নাকের ওপর স্টীল রিমের চশমাটা বসিয়ে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগল। 'এইখানে উপস্থিত আসামী স্যাম পেদ্রো বেনেডিকটো প্যাসিফিকো রোমারিও হুয়ান মারিয়া রেমিরেজ একজন কুখ্যাত আউট-ল। এই স্টেটের চোদ্দটা কাউন্টিতে তাকে খোঁজা হচ্ছে। হেন অপকর্ম নেই যা সে করেনি। খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, ব্যাংক আর পোস্ট অফিস ডাকাতি, প্রতারণা, কিডন্যাপিং, জুয়া-চুরি, রাষ্ট্রীয় মূল্যবান সম্পদ আত্মসাৎ, ব্ল্যাক মেইলিং, লোকের বউ ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়া, মুদ্রা জাল করা এবং আইনের প্রতিনিধিদেরকে হেনস্তা করার অপরাধে তার চরম সাজা হচ্ছে।' স্যাম পেদ্রোর দিকে ফিরল জাজ। 'ফাঁসির আগে তোমার কোনও শেষ কথা আছে স্যাম পেদ্রো বেনেডিকটো প্যাসিফিকো রোমারিও হুয়ান মারিয়া রেমিরেজ?'

ঢোক গিলল স্যাম। 'হ্যাঁ, তুমি রাসলিঙের কথা বলতে ভুলে গেছ।'

রাগে লাল হয়ে গেলেও দ্রুত নিজেকে সামলে নিল জাজ। চোখ পাকিয়ে দুর্বিনীত আউট-লকে একবার দেখে নিয়ে বলতে লাগল, 'তা হলে এখন একে ঝুলিয়ে দেয়া যায়। ঈশ্বর এর আত্মাকে... যদি অবশ্য থেকে থাকে, শান্তি দান করুন। মার্শাল, তুমি তোমার মহান দায়িত্ব পালন করো।'

চাবুক তুলল মার্শাল। এখনই ছুটে পালাবে ভীত ঘোড়া, ফাঁসিতে ঝুলে দম আটকে মরবে স্যাম পেদ্রো।

গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে রক বেনন। বাম হাত একটা বাড়ির দেয়ালে। কনুইয়ের ওপর রাইফেল রেখে খুব সাবধানে লক্ষ্যস্থির করল সে। চেহারায় নিশ্চিন্ত একটা ভাব।

মার্শালের চাবুকের শিস চাপা পড়ে গেল রাইফেলের গুরুগম্ভীর গর্জনে। স্যাম পেদ্রোর মাথার ফুট খানেক ওপরে ছিঁড়ে গেল দড়ি। উন্মত্তের মত লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল পেদ্রোর ঘোড়া। ছিটকে সরে গেল সবাই। যাওয়ার পথে জাজকে এক লাথি কষিয়ে ধুলোর মধ্যে ফেলে দিল পেদ্রো। কেউ সামলে নিয়ে অস্ত্র বের করার আগেই স্যাম পেদ্রোকে পিঠে নিয়ে তীব্র বেগে রাস্তা ধরে শহর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘোড়াটা। সেলুনের সামনে দাঁড়ানো ঘোড়া দুটো ছুট দেয়ায় আরেকবার চেঁচিয়ে উঠল লোকগুলো।

ধীরেসুস্থে স্পিডির পিঠে চেপে পেদ্রোকে অনুসরণ করল বেনন। তাড়াহুড়ো করছে না, বুদ্ধিমান কারও সন্দেহ বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হোক, তা চায় না। অবশ্য ও জড়িত জানলেও কেউ তাড়া করবে সে-ভয় নেই, ঘোড়া ধরে পাসি নিয়ে কালকের আগে বেরোতে পারবে না মার্শাল।

এগোনোর ফাঁকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বেনন। ভালুক আকৃতির মার্শাল রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে খাঁচায় বন্দি বাঁদরের মত লাফঝাঁপ দিচ্ছে, মরুভূমি দেখাচ্ছে আঙুল তাক করে।

সন্ধেয় পাহাড়ের উঁচু একটা ঢালে পেদ্রোর দেখা পেল বেনন। বাঁধন খুলে ফেলেছে দুর্বৃত্ত। লোকটা নিরস্ত্র, তাই নিশ্চিন্তে পেদ্রোর সামনে আগুনের পাশে বসল বেনন। এক হাজার ডলার আলাদা করে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে, তোমার অংশ। পুরো এক হাজার ডলার।'

কড়কড়ে নোটগুলো ঠোঁটে ছোঁয়াল পেদ্রো। জোরে শ্বাস টেনে গন্ধ শুঁকল। তারপর বলল, 'জানো, এই প্রথম কোনও বাউন্টি হান্টারকে আমার ভাল লাগতে শুরু করেছে?'

'আজকের ঘটনায় তোমার দাম নিশ্চয়ই তিনহাজার ডলারে উঠে যাবে,' বলল বেনন। 'আমরা এদিকের দু'তিনটে কাউন্টি এড়িয়ে এমন কোথাও যাব, যেখানে শেরিফ এখনও অজ্ঞানতায় ডুবে আছে। খবরটা একবার চাউর হয়ে গেলে এই ফন্দি আর কাজে আসবে না।'

নোটগুলো পকেটে পুরে গলায় হাত বোলাল পেদ্রো চিন্তিত চেহারায়। চোখ পিটপিট করে বেননকে দেখল।

'এখন তুমি জানো যে মরবে না, কাজেই আগের মত আর ভয় পাবে না,' বলল বেনন।

স্যাম পেদ্রোর চেহারায় গভীর দুঃখের ছাপ ফুটে উঠল। 'আমি সে-কথা

ভাবছি না। আমি ভাবছি ঝুঁকির কথা। ফাঁসের মধ্যে যে গলাটা থাকবে সেটা আমার, তোমার তো নয়। তুমি শুধু দূর থেকে একটা গুলি করেই খালাস।'

'তো?'

'এক হাজার ডলারে পোষায় না, একটু ভুলে আমার জান যেতে পারে। তুমি গুলি মিসও করতে পারো।'

ঠোঁটের কোণে একটা সিগার ঝুলিয়ে একদৃষ্টিতে পেদ্রোর চোখে তাকাল বেনন। 'তোমার টাকা বাড়ানো মানে আমার টাকা কমানো।' সিগার ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল ও। 'টাকা কমে গেলে আমি বিচলিত বোধ করি। এমন হতে পারে যে আমার হাত কাঁপতে থাকবে, ঠিক মত হয়তো গুলি লাগাতে পারব না। জানো তো, আমার গুলি ফস্কে গেলেই তুমি শেষ?'

'ঠিক আছে, আমি রাজি,' কিছুক্ষণ ভেবে বলল পেদ্রো। চিন্তিত চেহারায় হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'টাকার এত দরকার কীসের তোমার? আমি যতদূর জানি রক বেনন টাকার কাঙাল নয়। তুমি কি আসলেই বেনন, নাকি সাধারণ কোনও চোর-বাটপাড়, ওর নাম ভাঙাচ্ছ?'

'ভয় নেই, আমি নকল কেউ নই যে, আসল রক বেনন টের পেয়ে খুন করতে আসবে।' হাসল বেনন। 'আমিই আসল রক বেনন, তবে আমাকে তুমি রকি বলে ডাকবে। এই লাইনে ফিরে এসেছি সেটা লোকে জানুক, তা আমি চাই না। ঠিকই ধরেছ, টাকা জমানোর অভ্যেস নেই আমার। এই যে এখন বাউন্টি হান্টিং করে বেড়াচ্ছি, তা-ও নিজের জন্যে নয়, টাকা আসলে আমার এক বন্ধুর দরকার। যে মেয়েটাকে সে ভালবাসে সে-মেয়েটার বাবা বিরাট বড়লোক, সাধারণ কোনও কাউহ্যান্ডের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে কিছুতেই দেবে না ঠিক করেছে। মেয়েটাও আমার বন্ধুকে ভালবাসে, কিন্তু বাবার কথার অবাধ্য হতে পারবে না; খুবই ভাল মেয়ে। দু'জনেরই বুকটা ফেটে যাবে, কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে কখনও বলবে না সে-কথা।'

দম নিয়ে আবার শুরু করল বেনন। তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। 'আমি ঠিক করেছি জীবন থাকতে ওদের অসুখী হতে দেব না। দরকার হলে ডাকাতি করব, আউট-ল হয়ে যাব আবার, তবু বন্ধুকে সুখী দেখতে চাই। আমার বন্ধুর যদি একটা র‍্যানশ থাকে, বিয়েতে আপত্তি জানাবে না মেয়েটার বাবা। সেজন্যেই আমার অনেক অনেক টাকা দরকার।'

'তোমার বন্ধু সাহায্য নিতে রাজি হবে কেন?'

'টাকাটা ঋণ হিসেবে দিতে চাইলে আমার অনুরোধ ও ফেলতে পারবে না। খুবই ভাল মানুষ উইলি। একটু সাহায্য পেলেই ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে। সবসময় ওর মেরি থাকবে পাশে।' স্তিমিত হয়ে এলো বেননের কণ্ঠস্বর। ভাবনায় ডুবে কল্পনায় দেখতে পেল সে উইলি আর মেরির ছিমছাম সুখের সংসার। উঠানে খেলা করছে ছোট ছোট দেবশিশুর মত দু'তিনটে বাচ্চা। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম শেষে উইলি ঘরে ফিরতেই সাপার খেতে ডাকল মেরি।

বেননের চটকা ভাঙল স্যাম পেদ্রোর কথায়। বদ্ধ-পাগলের দিকে মানুষ যেমন

শঙ্কা ভরে তাকায়, তেমনি মুখ-চোখ করে ওকে দেখছে দুর্বৃত্ত।

'তোমার মাথার নাট-বল্টু দু'একটা এখনও আছে তো?' জিজ্ঞেস করল পেদ্রো। 'উন্মাদ ছাড়া আর কে কোথায় আছে নিজের স্বার্থ ছাড়া এরকম ঝুঁকি নেবে!'

জবাব দিল না বেনন। কিছু বললে বৃথা মুখ খরচা। যদি না বোঝার হয়, কোনওদিনও বুঝবে না স্যাম পেদ্রো বন্ধুত্বের মর্যাদা কতখানি।

পাঁচ

হারনেস শপের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ফাঁসির জন্যে তোড়জোর করা লোকগুলোর ওপর চোখ বোলাল থিয়োডর। চেহারা বরাবরের মতই নির্বিকার। হাতে ধরে রেখেছে সুদৃশ্য একটা পাইপ, মাঝে মাঝে ঠোঁটে লাগিয়ে ধোঁয়া টানছে। মৃত্যুর দৃশ্য, সে যতই বীভৎস কিংবা করুণ হোক না কেন, বিন্দুমাত্র ছাপ ফেলে না তার মনে।

রাস্তার উল্টোপাশে, শেরিফের অফিসের সামনে উত্তেজিত জনতার ভিড়। অভিযুক্ত আসামীকে হাত দুটো বেঁধে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, বিষাদময় চেহারায় রাস্তার ধুলো দেখছে লোকটা। তার সামনে জাজ, চেহারাটা চৌকো, এক টুকরো কাগজ থেকে পড়ে শোনাচ্ছে আসামীর অপরাধের বিবরণ।

'চোদ্দটা কাউন্টিতে খোঁজা হচ্ছে আমাদের সামনে উপস্থিত এই কুখ্যাত তস্কর স্যাম পেদ্রো বেনেডিকটো প্যাসিফিকো রোমারিও হুয়ান মারিয়া রেমিরেজকে। তার অপরাধগুলো হচ্ছে...'

দু'ঘণ্টা আগেও এই হারনেস শপের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল থিয়োডর। লম্বা আগন্তুক যখন বিক্ষুব্ধ, গালাগালরত, উত্তেজিত এবং ভীত স্যাম পেদ্রোকে ধরে নিয়ে এলো, তখন দেখেছে সে। লম্বা লোকটা শেরিফের কাছ থেকে বাউন্টির দু'হাজার ডলার বুঝে নিয়ে চলে গেছে ঘণ্টাখানেক হলো। লোকটার চেহারা, চোখ দুটো ভোলেনি থিয়োডর। ভুলবেও না কখনও। একবার চোখাচোখি হতেই বুঝে গেছে, ওর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার সমস্ত সদ বা বদগুণ আছে ওই লোকটার, অন্তত সাধারণ কোনও লোভী বাউন্টি হান্টার সে কিছুতেই নয়।

হঠাৎ চমকে উঠল থিয়োডর। তার নাম ধরে ডাকছে কে যেন। গলাটা চিনতে দেরি হলো না। ক্রাচের খটাখট শব্দ তুলে বোর্ডওয়াক ধরে প্রায় দৌড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে লোকটা। কামানের গোলার আঘাতে হাঁটুর নীচ থেকে পা দুটো গায়েব হয়ে গেছে, কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনা আর ছেলেমানুষি চাঞ্চল্য এখনও কমেনি জুলিয়াস হান্টারের। পা হারিয়ে সৈনিক জীবন থেকে অবসর নিয়ে পেশা হিসেবে তথ্য বিক্রিকে বেছে নিয়েছে সে। মিশুক লোক, বেশ করে খাচ্ছে।

'আমি অনেকক্ষণ হলো অপেক্ষা করছি,' হান্টার সামনে এসে দাঁড়ানোয় গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করল থিয়োডর। পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। 'গ্যারিসনের কোনও খবর বের করা গেল?'

'হ্যাঁ।'

দশ ডলারের দুটো স্বর্ণমুদ্রা হান্টারের বাড়ানো হাতে দিল থিয়োডর।

'বলে ফেলো।'

'ব্যাপারটা অনেকটা গল্পের বইয়ের মত অবিশ্বাস্য,' গলা নামিয়ে শুরু করল হান্টার, 'কনফেডারেটদের একটা এসকর্টকে অ্যাম্বুশ করে ইয়াংকিদের এক লেফটেন্যান্ট। মরিসন, অ্যামব্রোস আর বাড স্পেন্সার ছাড়া কনফেডারেটরা সবাই লড়াইতে মারা যায়। কনফডারেটদের সঙ্গে দুই লক্ষ ডলার ভরা একটা বাক্স ছিল, জীবিতরা সেটার কোনও হদিস দেয়নি বা দিতে পারেনি। মরিসন, বাড আর অ্যামব্রোস যখন সান্তা ফে পৌঁছায়, বাক্সটা ওদের সঙ্গে ছিল না। কোর্ট মার্শালে অ্যামব্রোস বলেছে, ডলারগুলো ইয়াংকিরা নিয়ে গেছে। জীবিত দুই সৈন্য তার কথায় প্রতিবাদ না করায় দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায় থেকে অ্যামব্রোস রেহাই পায়। মজার ব্যাপার হলো, বিচার শেষ হতেই একটা ঘোড়া চুরি করে আর্মি থেকে পালিয়েছে অ্যামব্রোস।'

'তারপর?' হান্টার চুপ হয়ে যাওয়ায় জানতে চাইল থিয়োডর।

'এদিকেই কোথাও এসে জুটেছে অ্যামব্রোস। নামটা পাল্টে ফেলেছে, এখন ওর নাম কিট গ্যারিসন।'

'এসব আমি আগেই জানি,' বিরক্ত চেহারায় বলল থিয়োডর। 'সময় নষ্ট করে ফালতু তথ্য সংগ্রহ করবে সেজন্যে আমি তোমাকে টাকা দিইনি, হান্টার।' নিস্পৃহ দৃষ্টির সামনে লোকটাকে কুঁকড়ে যেতে দেখল থিয়োডর। তারপর ধীরেসুস্থে উত্থান-পতনহীন স্বরে বলল, 'আমি জানতে চাই গ্যারিসন এখন কোথায়।'

থিয়োডর রেগে উঠছে বুঝতে পেরে ঢোক গিলল হান্টার, ইনিয়ে বিনিয়ে বলার ইচ্ছে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে বলতে লাগল। 'কিট গ্যারিসন নাম নিয়ে কর্নেল ক্যানবির সেনাদলে আবার যোগ দিয়েছে অ্যামব্রোস। ডান চোখের ওপর কালো কাপড় দেখে ওকে তুমি চিনতে পারবে। যুদ্ধে চোখটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি অবশ্য জানি না তাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে, তবে তার খোঁজ জানে এমন একজনের ঠিকানা তোমাকে দিতে পারি। মেয়েটা পতিতা, অবসর সময় ওর সঙ্গেই কাটায় অ্যামব্রোস। সেই মেয়ে থাকে সান্তা অ্যানা শহরে।'

'কী নাম?'

'মেয়েটার?' কপালে আট-দশটা ভাঁজ ফেলে আকাশের দিকে তাকাল হান্টার। 'কী যে নাম... আহ্, মনে করতে পারছি না... আজকাল মাথায় কি যে হয়েছে... কিছুই মনে থাকে না।'

হান্টারের পকেটে দশ ডলারের একটা মুদ্রা ফেলল থিয়োডর। মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পঙ্গু সৈন্যের বিভ্রান্ত চেহারা। 'হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে পড়েছে,' খুক খুক

করে কাশল সে, 'মেয়েটার নাম গ্যাব্রিয়েলা।'

'ধন্যবাদ, হান্টার।' হাতের ঝাপটায় হান্টারকে বিদায় করে দেয়ালে আবার হেলান দিয়ে দাঁড়াল থিয়োডর। বেশির ভাগ প্রশ্নের জবাব জানা হয়ে গেছে। বাড আর মরিসন, দু'জনই একটা কবরস্থানের কথা বলেছে। টাকা লুকানোর জন্যে কবরের মত নিরাপদ জায়গা আর কোথায় আছে? অ্যাম্বুশ যেখানে ঘটে তার খুব কাছেই স্যাড হিলের গোরস্থান।

ভ্রূ কুঁচকে অনেক দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল থিয়োডর। দুটো বড় সমস্যার সমাধান করা এখনও বাকি। নির্দিষ্ট কবরটা খুঁজে বের করতে হলে অ্যামব্রোসকে পেতে হবে, মুখ খোলাতে হবে। তা ছাড়া স্যাড হিলে যাওয়া এখন প্রায় অসম্ভব। সান্তা ফে'র পুবে পাহাড়ি অঞ্চলে কনফেডারেট আর ইউনিয়ন আর্মির মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। জেনারেল সিবলের টেক্সান বাহিনীকে ঠেকাতে ইউনিয়ন আর্মি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে যুদ্ধের লাইন। বেসামরিক কোনও মানুষকে ওখানে ঘুরঘুর করতে দেখলে যারাই ধরতে পারুক, গুপ্তচর সন্দেহে গুলি করে মারবে।

এ-কারণেই অ্যামব্রোস আবার আর্মিতে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। নির্বিরোধী কারও তুলনায় স্যাড হিলে পৌঁছনো এখন সেনাবাহিনীর লোকের পক্ষে সহজ। যুদ্ধের ফাঁকে লুটের মাল হাতিয়ে সরে পড়বে লোকটা, অন্তত চেষ্টা তো করবেই; কাজেই খুব একটা বেশি সময় নেই হাতে। অ্যামব্রোসকে খুঁজে বের করতে হবে, খুন করার আগে জেনে নিতে হবে কোন কবরে সে টাকাগুলো রেখেছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল থিয়োডর, ভাবনা ঝেড়ে ফেলে সচেতন হয়ে উঠল। রাস্তার ওপারে বন্দি আউট-লর গলায় দড়ি পরানো হয়ে গেছে, পাশেই চাবুক হাতে জাজের নির্দেশের অপেক্ষায় শেরিফ দাঁড়িয়ে; জাজ নির্দেশ দিলেই চাবুক চালাবে শেরিফ। বন্দির শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে, ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে লোকটার চোখ।

ওদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল থিয়োডর, নিঃশব্দে প্রসারিত হলো ঠোঁট। হাসছে না, হাসে না সে কখনও, তবে ব্যাপারটা হাসির কাছাকাছি। লিভারি স্টেবলের ওপরে খড়ের গুদামের খোলা দরজায় ছায়ার নড়াচড়া তার নজর এড়ায়নি। তাকিয়ে থাকল থিয়োডর।

একটু পরেই দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়াল বাউন্টি হান্টার। হাতে রাইফেল। লক্ষ্যস্থির করল লোকটা। আউট-লকে খুন করবে? না, ঝুঁকি নেবে কেন, লোকটা তো একটু পরে ফাঁসিতেই ঝুলবে! বাউন্টি হান্টারের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে কোঁচকানো ভ্রূ সোজা হলো থিয়োডরের, মনে মনে লোকটার আত্মবিশ্বাসের তারিফ করল। বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি পারবে কি না জানি না, তবে আমি পারব।' লোকজন চুপ হয়ে যাওয়ায় জাজের শেষ কথা শোনা গেল।

'ঈশ্বর স্যাম পেদ্রো বেনেডিকটো প্যাসিফিকো রোমারিও হুয়ান মারিয়া রেমিরেজের অভিশপ্ত নোংরা আত্মাটাকে শান্তি দান করুন। শেরিফ, তোমার

দায়িত্ব পালন করো।'

ফাঁসি দেখতে থিয়োডরের পাশে বোর্ডওয়াকে থামল এক মহিলা, দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃদু স্বরে বলল, 'কী দুঃখজনক করুণ পরিণতি। কত না জানি কষ্ট হচ্ছে ওর মনে।'

'সব ফাঁসি করুণ হয় না, ম্যাম,' বলল থিয়োডর। 'আমার ধারণা আজকে তোমার ধারণা পাল্টে যাবে।'

কী বুঝল কে জানে, কটমট করে থিয়োডরকে একবার দেখে গটগট করে হেঁটে চলে গেল মহিলা।

বাতাসে শিস কাটল চাবুক। গর্জে উঠল রাইফেল। মুহূর্তে দোজখ ভেঙে পড়ল। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল পেদ্রোর ঘোড়া, কিন্তু পিঠে আরোহী নেই! দড়িতে ঝুলছে স্যাম পেদ্রো! শরীর মোচড়াচ্ছে! চোখ দুটো পিংপং বলের মত বড়, বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে।

গুলি লাগেনি দড়িতে।

দ্রুত রাইফেল কক করে গুলি করল লম্বা আগন্তুক। একই সঙ্গে রিভলভার ড্র করেছে থিয়োডর। দুটো গুলির আওয়াজ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। পাঁচ ইঞ্চি ব্যবধানে দু'জায়গায় ছিঁড়ল রশি। দুটো গুলিই লক্ষ্যভেদ করেছে। হাত বাঁধা পেদ্রো দড়াম করে পড়ল ধুলোতে। কেউ দেখে ফেলার আগেই কোটের ভেতর রিভলভার গুঁজে নিল থিয়োডর।

ওদিকে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে স্যাম পেদ্রো। বার কয়েক ফুঁপিয়ে নিয়ে টলমল পায়ে দৌড় দিল সে। ভয়ে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা। ফাটা গলায় চেঁচাচ্ছে, 'ঈশ্বর... রকি... বন্ধু... বাঁচাও... তুমি কোথায়... ওরে আমার খোদা!'

ঘোড়াটা ছুট দেয়ায় সরে যাবার জন্যে ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেছে। বন্দি পালাচ্ছে দেখে ঝটকা দিয়ে সিক্সগান বের করল শেরিফ। গুলি করার আগেই হাত থেকে ছিটকে গেল অস্ত্রটা। আবার গর্জে উঠেছে আগন্তুকের রাইফেল। দু'জন লোক পেদ্রোকে ধরার জন্যে এগোচ্ছিল, পায়ের কাছেই ধুলোতে দুটো বুলেট গাঁথতে দেখে বীরত্ব দেখানোর খায়েশ দমিয়ে উল্টোদিকে ঝেড়ে দৌড় দিল তারা।

বাউন্টি হান্টার লাফ দিয়ে নীচে দাঁড়ানো ঘোড়ার পিঠে পড়ল। ভিড় লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা। চারপাশে আতঙ্কিত লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি, গালাগাল। পথ থেকে সরে যাওয়ার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। বিজলীর চমকের মত ছত্রভঙ্গ লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে ছুটল স্পিডি। স্যাডলে কাত হয়ে চিলের মত ছোঁ মারল লম্বা আগন্তুক, স্যাম পেদ্রোকে ঘাড় ধরে তুলে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

একটু সুস্থির হয়ে সবাই দেখল, বহুদূরের ধূসর মরুর বুকে ধুলোর মেঘ, নিরাপদে পালিয়ে গেছে তাদের বন্দি। পিছু ধাওয়া করতে হবে, শেরিফের নির্দেশে ঘোড়া আনতে লিভারি স্টেবলে ছুটল কয়েকজন। একটু পরই হাঁপাতে

হাঁপাতে ফিরে এসে দুঃসংবাদ দিল। কে যেন বাঁধন খুলে ঘোড়াগুলোকে স্টেবলের পেছনের দরজা দিয়ে বের করে দিয়েছে, মরুভূমিতে চরছে এখন ওগুলো।

নাটকের শেষ দৃশ্য দেখে তারপর নড়ল থিয়োডর। যাবে সে সান্তা অ্যানা শহরের গ্যাব্রিয়েলার কাছে। চিন্তা নেই, ঘোড়ায় করেই যাবে। তার ঘোড়াটা হোটেলের পেছনের গলিতে বাঁধা আছে, স্টেবলে কখনও ঘোড়া রাখে না সে।

পেড্রোর দু'হাত এখনও বাঁধা, কোনও রকমে ভারসাম্য রক্ষা করে ঘোড়ায় বসে আছে সে। বাতাসে ভাসছে গলায় বাঁধা দড়ি। গলা নেড়েচেড়ে ফাঁসটা ঢিলে করে নিয়েছে পেড্রো। এখন দম নিতে অসুবিধা হচ্ছে না।

'রকি,' অভিযোগের সুরে বলল পেড্রো, 'তুমি কি আমাকে মানসিক কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলতে চাও? আমার ধারণা তুমি ইচ্ছে করে প্রথমবারে দড়ি ছেঁড়োনি। হ্যাঁ, অবশ্যই ইচ্ছে করে! ভয় দেখিয়ে বোঝাতে চেয়েছ আমি বেশি টাকা দাবি করলে কী ঘটবে।'

মুচকি হেসে মাথা নাড়ল বেনন। 'মাঝে মাঝে গুলি ফস্কে যেতেই পারে।'

'ফস্কে যেতেই পারে মানে!' চেঁচিয়ে উঠল পেড্রো। 'তুমি জানো গলায় ফাঁসির দড়ি এঁটে বসলে কেমন লাগে? ঝুলতে কেমন লাগে তা জানো? জানো না? একদিন জানবে, আমি স্যাম পেড্রো বেনেডিকটো প্যাসিফিকো রোমারিও হুয়ান মারিয়া রেমিরেজ ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, তুমি দেখে নিয়ো, একদিন জানবেই জানবে। সেদিন বুঝবে যার ওপর ভরসা করছ সে লোকের গুলিতে ফাঁসির রশি না ছিঁড়লে কেমন লাগে। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করছি!'

শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা দশ মিনিট হলো। ঘাড় ফিরিয়ে একবার পেছনটা দেখল বেনন। শান্ত মরুভূমি। পেছনে ধুলোর মেঘ নেই, ওদের ধাওয়া করছে না কেউ। মরুভূমিতে বইছে উন্মাতাল তপ্ত বাতাস, কেউ যদি অনুসরণ করেও, তো লাভ হবে না, বাতাসের তোড়ে বালি উড়ছে, মুছে যাচ্ছে ওদের ট্র্যাক। তবু আরও ঘণ্টা দুয়েক এগিয়ে বড় একটা বোল্ডারের ছায়ায় স্পিডিকে থামাল বেনন।

বেকায়দা ভঙ্গিতে স্যাডল থেকে পিছলে নামল পেড্রো। তস্করের বাঁধন খুলে দিয়ে চুলো বানাতে লেগে গেল বেনন। ফুট বিশেক উঁচু একটা বোল্ডারের কাছে অজস্র ছোট-বড় পাথরের টুকরো পড়ে আছে। আধফুট জায়গা ছেড়ে চার কোণে সমান আকৃতির চারটে পাথর খণ্ড রাখল বেনন। চুলো তৈরি হয়ে যেতে শুকনো ঝোপ উপড়ে এনে চার পাথরের মাঝখানে ঠুঁসে দিল। দেয়াশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি ছোঁয়াতেই দপ করে আগুন জ্বলে উঠল, চড়চড় শব্দে পুড়তে লাগল ঝোপঝাড়ের সরু ডাল। পুরোটা সময় এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে বেননকে গলদঘর্ম হতে দেখল পেড্রো। নির্বিকার মুখ দেখে তার মনের মধ্যে কী চলছে বোঝা অসম্ভব।

চুলোয় কফিপট চড়িয়ে দিয়ে আগুনের সামনেই বিশ্রাম নিতে বসল বেনন। মনটা ওয়াইয়োমিঙে চলে গেল ওর। উইলি আপত্তি করবে, ধার হিসেবে টাকা

নিতেও বাধবে ওর, তবে বুঝিয়ে বললে শেষ পর্যন্ত হয়তো ওকে রাজি করানো যাবে। শোধ দেবার সময় এলে টাকাগুলো উইলির কাছ থেকে ফেরত নেবে না সে, বলবে যাতে কোনও এতিমখানায় উইলি দান করে দেয়। আপন মনে হাসল বেনন। টগবগ করে পানি ফুটছে কফি পটে, সেদিকে খেয়াল নেই। দিব্যচোখে যেন দেখতে পাচ্ছে মেরি আর উইলির সুখের সংসার। রাতের খাবারের পর অন্ধকার বারান্দায় পাশাপাশি বসে আছে মেরি আর উইলি। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে। তারা ভরা রাত। নির্মেঘ আকাশ। ঝিরঝিরে বাতাসে বাগান থেকে ভেসে আসা ফুলের সুবাস। চারপাশ শান্ত। নীরবতা ভাঙছে ক্রীকের পানি বয়ে যাওয়ার কুলকুল ধ্বনি আর ওদের মৃদু অস্ফুট কথোপকথন।

কথোপকথনের নয়, মৃদু পায়ের শব্দে চটকা ভাঙল বেননের। একদৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকল। খুব সাবধানে এগোতে গিয়ে শব্দ হওয়ায় থেমে গেছে লোকটা। আধমিনিট পর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বেননকে সতর্ক করল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল বেনন। দ্রু করেই চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল। দেখল আর একটু দেরি করলেই কপালে খারাবি ছিল, আন্দাজ তিনসেরী একটা পাথর মুঠোয় পুরে বোকা বোকা চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে স্যাম পেদ্রো।

'কী?' ভ্রূ নাচাল বেনন। 'আমার মাথাটা ফাটানোর শখ হয়েছিল?'

হাসার চেষ্টা করল অপ্রস্তুত পেদ্রো। 'না, না, কী যে বলো!'

'তা হলে?'

'দেখছিলাম ওজন কত।' পাথরটা ফেলে দিল পেদ্রো। 'অন্তত পাঁচ সের হবে। অন্তত। হ্যাঁ, হবেই।'

'সেজন্যেই বুঝি পছন্দ হয়েছিল?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তস্করের দিকে চেয়ে থাকল বেনন। একবিন্দু বিশ্বাস করেনি পেদ্রোর কথা। পেদ্রো চোখ সরিয়ে নেয়ায় হাসল। ওর চোখ স্পর্শ করল না সে-হাসি। গম্ভীর চেহারায় বলল, 'আমাকে অজ্ঞান করে এই মরুভূমিতে ফেলে যাওয়ার কথা চিন্তা করা তোমার মোটেই উচিত হয়নি, পেদ্রো। ন্যায্য হিস্যা দেয়ার পরও তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছিলে, কাজেই তোমার সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না।' কফি পটের পানি ফেলে দিল বেনন। ঘোড়ার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি। অ্যাডিয়োস, পেদ্রো।'

'কোথায়?' হাহাকার করে উঠল পেদ্রো। 'আমার টাকা?'

'বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে বাজেয়াপ্ত করা হলো।' বাঁধন খুলে স্পিডির পিঠে চেপে বসল বেনন। 'তুমি তো জানো অনেক টাকা দরকার আমার।'

'কিন্তু টাকাগুলো আমার!'

'কাকে দিয়েছে শেরিফ?'

'তোমাকে। কিন্তু...'

'তা হলেই দেখো, আমারই টাকা, তারপরও অর্ধেক পেয়েও তোমার মন ভরেনি।' কথা আর না বাড়িয়ে স্পিডিকে সামনে বাড়াল বেনন। পেছন পেছন

দৌড়াচ্ছে তস্কর।

'আমাকে ফেলে যেয়ো না রকি, মরে যাব এই মরুভূমিতে ঘোড়া না থাকলে!'

'কথাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না।' পাল্টা চেঁচাল বেনন। 'নিজের প্রশংসা করে আমার কান পচিয়ে দিয়েছ তুমি। এই মরুভূমি তো কিছুই নয় তোমার কাছে। মাত্র বিশমাইল দূরেই নতুন একটা শহর পাবে. যেখানে কেউ তোমাকে চেনে না। ইচ্ছে করলে আগের শহরটাতেও ফিরতে পারো। তোমাকে ফেরত পেলে ওরা খুবই খুশি হবে। অ্যাডিয়োস, পেদ্রো!'

'বিশ্বাসঘাতক! কাপুরুষ! শকুন!' স্পিডির সঙ্গে দৌড়ে পারবে না বুঝে থেমে দাঁড়িয়ে গলা ফাটাতে লাগল পেদ্রো। 'ফিরে আয়, ফিরে এসে লড়াই কর্ সাহস থাকলে। চোর! বদমাশ! হারামি কোথাকার! আয় সাহস থাকলে!' বেনন দূরে চলে যাওয়ায় চিৎকার থামাল সে, রাগে লাথি মারতে লাগল শক্ত, জমাট বাঁধা বালিতে। চেহারায় ফুটে উঠল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ফিসফিস করে বলল, 'আমি মরব না, রক বেনন, ঠিকই তোমাকে খুঁজে বের করব। সেদিন তোমার কালো হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে চিবিয়ে খাবো আমি। সেদিন... বেনন, সেদিন ভোঁতা ছুরি দিয়ে তোমার চামড়া ছাড়াব আমি। শকুন তোমার চোখ উপড়ে খাবে।'

বেনন দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়ায় অভিশাপ থামিয়ে চারপাশে তাকাল পেদ্রো। ধূসর মরুভূমিতে প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই। শিউরে উঠল আউট-ল। আকাশে উড়ছে একটা শকুন।

ছয়

সান্তা অ্যানা ছোট শহর। মাসে একবার রাতের দিকে সেলুনগুলো একটু সরগরম হয়। তখন মাতালরা চেঁচায়, বেতালা নাচ-গান হয়, বোতল-গ্লাস ভাঙে, দু'একটা গুলিও ফোটে কখনও সখনও।

আজকে তেমনই একটা দিন। কাউবয়রা মাসের বেতন পেয়ে পার্টি জমিয়ে তুলেছিল।

টলতে টলতে পার্লার হাউসের সিঁড়ি বেয়ে ঘরের দিকে এগোল গ্যাব্রিয়েলা। সবসময়েই সে আসরের মধ্যমণি; আজকেও ব্যতিক্রম হয়নি, নাচের ফাঁকে ফাঁকে কাউবয়দের অনুরোধে আকণ্ঠ মদ গিলেছে সে। ফলে সামনে দুটো তেরো নম্বর দরজা দেখে খুব একটা অবাক হলো না। হাসল মুখ টিপে। প্রথম তেরো নম্বর দরজা ওকে ধোঁকা দিল। দরজার জায়গায় নিরেট দেয়াল ছাড়া আর কিছু নেই। দ্বিতীয় দরজার নব ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকল গ্যাব্রিয়েলা।

অন্ধকার ঘর। লণ্ঠন আর ম্যাচ ওয়ারড্রোবের ওপর রাখা আছে। হাতড়ে হাতড়ে সেদিকে এগোল। ওয়ারড্রোবের মাথায় হাত বুলিয়ে দেখল জিনিসগুলো

নেই ওখানে। ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তি সূচক আওয়াজ করল গ্যাব্রিয়েলা। কী ব্যাপার, এখানেই তো ছিল!

খুব কাছেই নড়াচড়ার শব্দ হলো। কাপড়ের খসখস। আঙুল ফোটাল কে যেন।

আঁতকে উঠে মুখে হাত চাপা দিল গ্যাব্রিয়েলা। 'কে? কিট? কিট? এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কী করে? ভয় পাইয়ে দিয়ো না, কিট, কিছু একটা বলো!'

ফস্স্ করে জ্বলে উঠল একটা ম্যাচের কাঠি। লালচে আগুনের আভায় থিয়োডরের তিনকোনা চেহারা খোদ শয়তানকেও হার মানিয়েছে। অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল গ্যাব্রিয়েলা। ঘন ঘন ঢোক গিলল। বিস্ফারিত চোখ। ফিসফিস করে কোনও মতে বলল, 'কে তুমি? এখানে এসেছ কেন! কী চাও?'

লণ্ঠনে জ্বলন্ত কাঠি ছুঁইয়ে আগুন ধরাল থিয়োডর। শিখাটা নিচু করে একটু সরে দাঁড়াল। উল্টোদিকের দেয়ালে ছায়া পড়ল তার। আতঙ্কজনক কিম্ভূতকিমাকার আকৃতি।

'আমি কে সে প্রশ্ন অবান্তর,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল থিয়োডর। 'তবে আমি কেন এখানে এসেছি সেটা জানা তোমার জন্যে জরুরী। আমি এসেছি তোমার বন্ধু কিট গ্যারিসন সম্বন্ধে জানতে।'

'আমি কোনও কিট গ্যারিসনকে চিনি না।' কেঁপে উঠল গ্যাব্রিয়েলা। 'ভুল জায়গায় এসেছ তুমি, আমি ওই লোকের নামও শুনিনি।'

'নাম না শুনেই অন্ধকারে তুমি কিট গ্যারিসনের নাম নিচ্ছিলে?'

'আমি... আমি...'

'কোথায় সে, গ্যাব্রিয়েলা?' হিমশীতল কণ্ঠে জানতে চাইল থিয়োডর।

পেশাদার খুনির নিষ্ঠুর দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেল মেয়েটা। 'আমি জানি না,' বলল বিড়বিড় করে, 'বিশ্বাস করো, আমি সত্যিই জানি না।'

'গ্যাব্রিয়েলা, তোমার সঙ্গে খেলা করে নষ্ট করার সময় আমার নেই,' ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে বলল থিয়োডর, 'যা জানতে চাইছি চট্ করে বলে ফেলো। আগে হোক পরে হোক, বলতে তোমাকে হবেই। আমি জানতে চাই কিট গ্যারিসনকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে।'

'আমি জানি না,' ফুঁপিয়ে উঠল গ্যাব্রিয়েলা। 'সত্যি জানি না। চলে যাও তুমি।'

'তা হলে আমাকে শুরু করতে হয়।' খপ্ করে মেয়েটার কব্জি চেপে ধরল থিয়োডর। গায়ের জোরে মোচড়াতে লাগল। আরেক হাতে মেয়েটার মুখ চেপে ধরেছে। চিৎকার করে সাহায্য চাইবে সে-উপায় নেই। শান্তস্বরে জানতে চাইল থিয়োডর, 'কিট গ্যারিসন কোথায়, গ্যাব্রিয়েলা? কোথায় ও? বললেই ছেড়ে দেব, ব্যথা পাবে না আর। লক্ষ্মী মেয়ের মত বলে ফেলো, কিট এখন কোথায়?'

অসহ্য ব্যথায় নীল হয়ে গেছে, তবু মাথা নাড়ল গ্যাব্রিয়েলা। কিট গ্যারিসন তার কাছে সাধারণ খদ্দেরের চেয়ে অনেক বেশি কিছু। তার সত্যিকার প্রেমিক,

ভালবাসার পুরুষ।

শৈশবে জীবনটা কেটেছে ওর দারিদ্র্যের মাঝে; বাবা ছিল ছিঁচকে চোর, লম্পট একজন ব্যর্থ মানুষ, সুবিধাবাদি পুরুষরা সেই কৈশোর থেকেই ওকে খুবলে খেয়েছে, অত্যাচার করেছে শারীরিক ভাবে, তবে জীবনে কোনওদিন এত প্রচণ্ড মার গ্যাব্রিয়েলা কখনও খায়নি। ছোট একটা ডাণ্ডা থিয়োডরের হাতে। প্রত্যেকটা বাড়ি হাড়ের জয়েন্টে পড়ল। মাপা হাতে মারছে থিয়োডর। একটা হাড়ও গ্যাব্রিয়েলার ভাঙল না, আঘাতে আঘাতে ফুলে গেল হাত-পায়ের গাঁট। মুখটা হাতের চেটোয় চেপে ধরেছে থিয়োডর, চেঁচাতে পারছে না গ্যাব্রিয়েলা। অনবরত ছটফট করছে।

একঘেয়ে সুরে জিজ্ঞেস করে চলেছে থিয়োডর, 'কোথায় ও, গ্যাব্রিয়েলা? কোথায়?'

আর সহ্য করতে পারল না মেয়েটা। থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। নেতিয়ে পড়ল। থিয়োডর মুখ থেকে হাত সরাতেই ফিসফিস করে বলল, 'আর মেরো না আমাকে, প্লীজ! দশদিন আগে ওর ইউনিটের সঙ্গে চলে গেছে ও, তারপর আর কোনও খবর পাইনি। বিশ্বাস করো, আমি আর কিছু জানি না।'

'কোন্ ইউনিট?'

'জেনারেল সিবলের তিন নম্বর কনফেডারেট ক্যাভালরি।' চোখের পানি মুছল মেয়েটা। বসে পড়ল বিছানায়।

'কোথায় যাচ্ছে?'

'সান্তা ফে'র গ্যারিসনটাকে... ইশ্শ্... শক্তিশালী করতে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল থিয়োডর। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলাল। 'ঠিক আছে, গ্যাব্রিয়েলা, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করলাম। আশা করি আবার আমাকে তোমার কাছে আসতে হবে না।'

আতঙ্কিত মহিলাকে ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল থিয়োডর।

শহর আর মরুভূমির শেষ সীমায় একাকী দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট ওয়ে-স্টেশনটা। ওটার বড় ঘরটার একপাশে আছে প্রায়-খালি একটা বার। ঘরের বাকি অংশ ছড়ানো-ছিটানো বিভিন্ন জিনিসে বোঝাই। খাবারের ক্যান, স্যাডল, হাতুড়ি, পেরেক, কাঠমিস্ত্রির যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। তবে, ঘরের সবচেয়ে গোছানো অংশে আছে একটা শোকেস। ওটাতে বিক্রির জন্যে সাজানো আছে পিস্তল, রাইফেল, শটগান আর গোলাগুলি।

ওয়ে-স্টেশনের মালিক হিলটন, বিপত্নীক, ছোটখাট রোগা-পাতলা নির্জনতাপ্রিয় মানুষ। অভ্যস্ত সে নির্জনতায়। দিনের পর দিন কেউ আসে না, তবে সেজন্যে সে বিরক্ত বা একাকী বোধ করে না। জীবনে কোনও দিন পিস্তল-বন্দুক ছুঁড়ে দেখেনি, তবে ভালবাসে ওগুলোকে ঝকঝকে করে রাখতে। সে-কাজেই

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করে সে।

আজ বিকেলে শেষ পিস্তলটা হিলটন যখন শোকেসে আলতো করে তুলে রাখল, সূর্যের তাপে তেতে উঠেছে ঘরের ভেতরটা। শোকেসে তালা মেরে কপালের ঘাম মুছল সে। জানালা দিয়ে কোর্ট ইয়ার্ডের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠে আড়ষ্ট হয়ে গেল। হাঁ হয়ে গেল মুখটা।

অদ্ভুত এক লোক মরুভূমির দিক থেকে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে আসছে। ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে, ধীরে ধীরে হাঁটছে। অবশেষে, প্রায় মিনিট তিনেক পরে হিলটনের কুয়োর পাড়ে এসে উবু হলো লোকটা। বাকেটে সব সময় পানি তোলা থাকে। মুখে পানির ছিটা দিতে লাগল সে; একবারে বেশি পান করলে অসুস্থ হয়ে পড়বে, তাই সাবধানে অল্প অল্প করে চুমুক দিতে লাগল বাকেটে মুখ ডুবিয়ে।

সাহায্য করতে যাবে ভেবেও নিরস্ত হলো হিলটন। গত নয় বছরে মরুভূমির দিক থেকে আসা এবং মরুভূমির দিকে পালাতে থাকা বেশ কয়েকজন আউট-লর মুখোমুখি পড়েছে সে, প্রতিবারই কোনও না কোনও ক্ষতি হয়েছে, ঠকিয়ে দিয়ে গেছে তারা। এই লোকটাকেও ওদেরই মত আউট-ল বলে মনে হচ্ছে হিলটনের। বিপদে জড়াতে সায় দিচ্ছে না মন।

বন্ধ লেখা একটা বোর্ড হাতে নিয়ে দরজার দিকে নিঃশব্দে এগোল হিলটন। আধ ইঞ্চি ফাঁক করে দরজার বাইরের নবে ঝুলিয়ে দিল বোর্ডটা। দরজা ভিড়িয়ে ছুটে গেল ঘরের কোণে। ওখানেই রাখা আছে সেই হুড়কো, যেটা দিয়ে রাতে সে দরজা আটকে ঘুম দেয়।

তাড়াহুড়ো করে কাঠের টুকরোটা নিয়ে দরজার সামনে চলে এল হিলটন। কিন্তু ব্র্যাকেটে হুড়কো বসিয়ে নিশ্চিন্ত হবার আগেই দড়াম করে খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল আগন্তুক। জামাকাপড় থেকে টপটপ করে পানি ঝরছে। কাছ থেকে লোকটাকে দেখে আরও মুষড়ে পড়ল হিলটন। একটা কথাই মনে এলো। কুৎসিত! লোকটা দেখতে অতি কুৎসিত!

কয়েক পা পিছিয়ে গেল হিলটন, অস্বস্তি মাখা কণ্ঠে বলল, 'আজকের মত দোকান বন্ধ করে দিয়েছি।'

'দিয়েছিলে,' শুধরে দিল পেদ্রো। 'এখন আবার খুলেছ।'

বার কাউন্টারের পেছনে শেলফে রাখা বোতলগুলোর ওপর চোখ পড়ল দুর্বৃত্তের। হাঁচড়পাঁচড় করে এগিয়ে একটা হুইস্কির বোতল তুলে নিল সে। তৃষ্ণার্তের মত গলায় ঢালল সোনালী তরল। পেদ্রোর দু'চোখ বন্ধ। বোতলের পাঁচ ভাগের একভাগ শেষ হওয়ার আগে চোখ মেলল না। 'আহ্...আ!' মস্ত একটা ঢেকুর তুলে মুখ থেকে বোতল নামাল সে। তারপর চোখ বোলাল ঘরের চারপাশে। চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল পিস্তল-বন্দুকের শোকেসটা দেখে। 'সেরা পিস্তলটা চাই আমার,' বেননের কথা মনে পড়তেই দাঁতে দাঁত চেপে বলল পেদ্রো।

'অবশ্যই!' তাড়াতাড়ি শোকেস খুলল হিলটন। আগন্তুকের চেহারা কুৎসিত। লোকটা শঠ, কোনও সন্দেহ নেই। তাড়াতাড়ি এ-লোক বিদায় হলে স্বস্তির শ্বাস ছাড়া যাবে। পেদ্রোর হাতে একটা একটা করে পিস্তল দিতে লাগল সে। দক্ষ বিক্রেতার মত টানা গুণগান করে চলেছে প্রত্যেকটার। 'এগুলো দুনিয়ার সেরা, মিস্টার, আমার দোকানে সস্তা বাজে জিনিস নেই। এই যে রেমিংটন, কোল্ট, রুট, স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, নেভি, জসলিন...'

'হয়েছে, হয়েছে,' দোকানিকে থামিয়ে দিল পেদ্রো, 'আমি অস্ত্র চিনি।'

সময় নিয়ে পরীক্ষা করল পেদ্রো প্রত্যেকটা অস্ত্র। কতখানি চাপ পড়লে ট্রিগার দাবছে, হ্যামার উঠছে, স্প্রিঙের শক্তি কতটুকু, ঘোরার সময় সিলিন্ডারের কিরকির শব্দ, ব্যারেলের ভেতরের রাইফ্লিং – কিছুই পরখ করা বাদ গেল না। পরীক্ষা শেষে একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পিস্তল বাছাই করল সে। গুলি ভরে টার্গেটের খোঁজে ঘরের চারপাশে তাকাল।

'দাঁড়াও! দাঁড়াও!' দোকানের ক্ষতি আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠল হিলটন। চেঁচিয়ে বলল, 'এখানে না! এখানে না! দোকানের পেছনে একটা রেঞ্জ আছে, ওখানে তুমি গুলি ছুঁড়ে দেখতে পারবে।'

'আগে বাড়ো, পথ দেখাও,' পিস্তল নেড়ে নির্দেশ ঝাড়ল পেদ্রো।

প্রায় দৌড়ে গিয়ে দোকানের পেছনের দরজাটা খুলল হিলটন। দরজার ওপাশে ছোট একটা উঠান। দূর প্রান্তে একসারিতে ঝুলছে বেশ কয়েকটা টার্গেট। প্রতিটা টার্গেটের পেছনে আছে একটুকরো লোহা। নিশানা নিখুঁত হলে, টার্গেটের ঠিক মাঝখানে গুলি বেঁধাতে পারলে, লোহার টুকরোয় গুলি লাগবে। আওয়াজে বোঝা যাবে বুলস-আই।

স্যাম পেদ্রোর হাতে লাফিয়ে উঠে পাঁচবার আগুন ঝরাল অস্ত্রটা। ভিন্ন ভিন্ন টার্গেটে প্রতিবারই লোহায় আঘাত হানল তপ্ত সীসে। চোখ বড় বড় হয়ে গেল হিলটনের। পেদ্রোর পেছন পেছন অনুগত ভৃত্যের মত আবার এসে দাঁড়াল সে দোকানের ভেতর।

পিস্তলটা রিলোড করে হ্যামার ওঠাল পেদ্রো, তারপর ঘড়ঘড়ে গলায় জানতে চাইল, 'কত?'

'পনেরো ডলার, স্যার।'

'তুমি আমার কথা বুঝতে পারোনি, বন্ধু,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল পেদ্রো, 'আমার হাতের পিস্তলটা দেখে তারপর কথা কী বলছি সেটা বোঝার চেষ্টা করো।'

পেদ্রোর পিস্তল নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে জ্ঞানের আলো হিলটনকে স্পর্শ করল। মুহূর্তে বুঝে ফেলল সে দুর্বৃত্তের কথার অর্থ। ফ্যাকাসে চেহারায় বড় বড় ঢোক গিলে বলল, 'এ... একশো... দুশো ডলার, স্যার।' একটা সিগার বক্স খুলে পেদ্রোকে দেখাল সে। 'এ-ই আছে, একদম খোদার কসম।'

'এই তো আমার কথা মাথায় ঢুকেছে।' ময়লা নোটগুলো মুচড়ে পকেটে পুরল পেদ্রো। 'তোমার ঘোড়া কোথায়?'

'পেছনে। স্টেবলে।'

হাসিমুখে অস্ত্র খাপে পুরল স্যাম। হাসতে হাসতেই বলল, 'যা চাই তার সবই পেয়েছি, তবে এবার আমার একটা সিগার দরকার।'

আরও কিনা কী করে ভেবে ভয়ে ভয়ে ছিল হিলটন। ভয়াবহ এই তস্কর শুধু একটা সিগার চাইছে দেখে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল তার। তড়িঘড়ি করে বলল, 'আমার কাছে দামী সিগার আছে, স্যার। দেব, স্যার?'

'যে সিগারটা আমি খুঁজছি,' শীতল স্বরে বলল পেদ্রো, 'সেই সিগারটার পেছনে রক বেনন নামের কয়লা-কালো হৃদয়ওয়ালা হারামজাদা এক বদমাশের পোড়া মুখটা আছে।'

সাত

খুব কম লোকই এরকম নিরাপদ জায়গায় বসে দিনভর রক্তাক্ত যুদ্ধ দেখার সুযোগ পায়। থিয়োডরের নিস্পৃহ চেহারায় তিক্ততার ছাপ পড়ল। হাতে গোনা দু'একজনের তার মত নারকীয় দুর্ভাগ্য হয় কি না সন্দেহ। স্যাড হিলের কাছে চলে এসেছে সে, চলে এসেছে দু'লক্ষ ডলারের গন্ধ পাবার কাছাকাছি, অথচ আর এগোবার উপায় নেই। সামনেই ইউনিয়ন আর কনফেডারেট আর্মি পরস্পরকে কচুকাটা করছে, খামোকা মরছে নির্বোধের মত।

কনফেডারেট ক্যাভালরির ওয়্যাগনটা ইউনিয়ন আর্মির সৈন্য যে-পাহাড় থেকে দেখেছিল, সেই একই পাহাড়ের উঁচু একটা কার্নিসে বসে আছে থিয়োডর। চমৎকার অবজার্ভেশন পোস্ট। নীচে গ্লোরিয়েটা পাস, অনেক দূরের ঝাপসা অ্যাপাচি ক্যানিয়ন আর পশ্চিমে নীল পেকোস নদীর ওপারে প্রায় সান্তা ফে পর্যন্ত দেখা যায় এখান থেকে।

কিট গ্যারিসনের খোঁজে গ্লোরিয়েটা পাসে এসে পৌঁছেছে থিয়োডর সূর্য ওঠারও আগে। যেতে চেয়েছিল সান্তা ফে ফোর্টে, তবে সৈন্য সমাবেশ দেখে আর এগোয়নি। অবশ্য এত সহজে হাল ছাড়ার কথা মনেও আনেনি থিয়োডর। ঠিকই অ্যামব্রোস অর্থাৎ কিট গ্যারিসনকে খুঁজে বের করে মুখ খোলাবে সে, বলতে বাধ্য করবে কোন্ কবরটায় লুকানো আছে স্বর্ণমুদ্রার বাক্স।

গ্লোরিয়েটা পাস থেকে শুরু করে সান্তা ফে'র সবগুলো পথে গিজগিজ করছে ধূসর ইউনিফর্ম পরা কনফেডারেট সৈন্যদল। এগোতে না পেরে বেশ আশাহত হয়েছে থিয়োডর। স্কাউটিং করে বুঝতে পেরেছে, এরা সবাই জেনারেল সিবলের পাঠানো টেক্সান সৈন্যের দল; ফোর্ট ইউনিয়নের ফেডারেল ট্রুপের হাত থেকে অ্যাপাচি ক্যানিয়ন রক্ষা করতে এদের পাঠানো হয়েছে। কর্নেল ক্যানবির দুর্ধর্ষ কলোরাডো বাহিনী যদি এদের কাছে হেরে যায়, তা হলে সান্তা ফে আর

কোনওদিনই স্বাধীনতা ফিরে পাবে না।

পরিকল্পনা স্থগিত রেখে ক্যানিয়নের দেয়াল বেয়ে পাহাড়ে উঠতে থিয়োডরকে বাধ্য করেছে সৈন্য সমাবেশের এই অপ্রত্যাশিত অন্যায় বাধাটি। কনফেডারেটদের দুর্নাম আছে; সাধারণ নাগরিক দেখলেই হয় গুপ্তচর সন্দেহে গুলি করে, না হয় জোর করে নিজেদের সৈন্যদলে ভর্তি করে নেয়। দুটো সম্ভাবনার কোনওটাই থিয়োডরের পছন্দ হয়নি। পাহাড়ে পাহাড়ে স্কাউটিং করেছে সে, সুযোগ পেলেই নিঃশব্দে ভূতের মত নীচে নেমে এসেছে, কান পেতে শুনেছে সৈন্যদের আলাপচারিতা।

কিছুটা হতাশ হয়েই শেষতক পাথরের আড়ালে ঘোড়াটা লুকিয়ে আবার পাহাড়ে উঠে বসেছে থিয়োডর। এমন জায়গা বেছেই বসেছে যে, শেষ সৈন্যের দলটা ক্যানিয়নে ঢুকে গেলে, সান্তা ফে'র পথ পরিষ্কার হয়ে গেলেই দেখতে পাবে সে। এখনও দেখছে সে গভীর মনোযোগে। যুদ্ধ চলছে। ভীষণ শব্দে গর্জে উঠছে কামান। গোলার আঘাতে উড়ছে মানুষের রক্ত-মাংস, বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

শেষ সারির সাপ্লাই ওয়্যাগনগুলো এখনও গড়গড়িয়ে ঢুকছে গ্লোরিয়েটা পাসের ভেতরে। এদিকে সামনের কনফেডারেট সৈন্যরা ফোর্ট ইউনিয়ন থেকে ক্যানিয়ন মুক্ত রাখতে এগিয়ে আসা ছড়সড় একদল ইউনিয়ন সৈনিকের সঙ্গে সম্মুখসমরে জড়িয়ে গেছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। থিয়োডর এই ভয়াবহতার অনিচ্ছুক দর্শক।

টেক্সানরা বেশিরভাগই সমতলের বাসিন্দা। ক্যানিয়নের মেঝেতে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তারা। পাথরগুলোর আড়াল নিয়ে আক্রমণ শানাচ্ছে, কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না। কলোরাডো ভলান্টিয়ারদের দলে মাইনারদের সংখ্যাই বেশি। পাহাড়ে তারা অভ্যস্ত। পাহাড়ি ছাগলের মত উঠছে ক্যানিয়নের খাড়া দেয়াল বেয়ে, নীচে অবস্থান নেয়া কনফেডারেটদেরকে দেখে শুনে নিশ্চিন্তে গুলি করে মারছে।

প্রায় সোয়া একঘণ্টা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এবং অস্বাভাবিক ক্ষতি স্বীকার করেও টেক্সানরা জমি আঁকড়ে পড়ে থাকল। এসময় একের পর এক টেক্সান অ্যাম্বুলেন্স-ওয়্যাগন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহতদের সরিয়ে নিল। কোনওটা গেল সান্তা ফে'র দিকে, কোনওটা বা গ্যালিসটিয়োর দিকে। গ্যালিসটিয়োতে ক্যাম্প করেছে জেনারেল সিবলের মূল টেক্সান বাহিনী।

এত ওয়্যাগনের মাঝ দিয়ে এগোনো নিরাপদ মনে না করায় বসেই থাকল থিয়োডর। অদ্ভুত এক অস্বস্তি খোঁচাচ্ছে তাকে। নীচে কোনও ক্যাভালরি সেনা আর দেখা যাচ্ছে না। তার মানে, কিট গ্যারিসন এই যুদ্ধে যদি থেকেই থাকে, তা হলে নিশ্চিতভাবেই আহত হয়েছে। সেক্ষেত্রে সে আছে হয় সান্তা ফে'তে, নয়তো বিশ মাইল দক্ষিণ-পুবে, গ্যালিসটিয়োতে। যেখানেই থাকুক, থিয়োডরের বিরক্তির কারণ হচ্ছে, এ-মুহূর্তে কারও চোখে ধরা না পড়ে নড়ার উপায় নেই।

অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে লড়ার পরও ধীরে ধীরে পিছাতে বাধ্য হচ্ছে

টেক্সানরা। মৃত সঙ্গীদের ফেলে গ্লোরিয়েটা পাসের কাছে পৌছিয়ে অবস্থান নিচ্ছে তারা। লড়ছে এখনও। ধূসর ইউনিফর্মে জায়গায় জায়গায় ঢেকে গেছে ক্যানিয়নের মেঝে।

মধ্য দুপুরে সূর্য যখন মাথার ওপর প্রচণ্ড আক্রোশে জ্বলছে, টেক্সান বাহিনী গ্লোরিয়েটা পাসে নতুন করে অবস্থান নিতে লাগল। শেষ প্রতিরোধের জন্যে ট্রেঞ্চ খুঁড়ল তারা। এদিকে থিয়োডর দেখতে পাচ্ছে, সর্বাত্মক আক্রমণের জন্যে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে ইউনিয়ন আর্মি। মাত্র আধঘণ্টা লাগল প্রস্তুতি নিতে, তারপরই বেধে গেল যুদ্ধ। প্রথম ধাক্কাতেই খড়কুটোর মত ভেসে গেল দুর্বল কনফেডারেট বাহিনীর প্রতিরোধ। গ্লোরিয়েটা পাস থেকে পিছিয়ে সরে গিয়ে পেকোস নদীর পাড়ে আবার অবস্থান নিল টেক্সানরা।

উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাওয়ায় ইউনিয়ন আর্মি আর সংঘাতে গেল না। একদিনের জন্যে যথেষ্ট হয়েছে। গ্লোরিয়েটা পাসে ঘাঁটি গাড়ল তারা। নদীর ওপারে পৌছে আবার একত্র হলো কনফেডারেট বাহিনী, ক্যাম্প করল তারাও। হতাশ থিয়োডর বুঝল, দিনের আলো নিভে না যাওয়া পর্যন্ত দুই সেনাদলের চোখ এড়িয়ে কিট গ্যারিসনকে খুঁজতে বের হওয়া অসম্ভব।

অস্তগামী সূর্যের গাঢ় লাল রঙে রক্তাক্ত সাজে সেজেছে পাহাড়গুলোর অজস্র চূড়া। একারণেই স্প্যানিশরা পাহাড়গুলোর নাম দিয়েছে স্যাংরে ডি ক্রিসটো – যিশু খ্রিস্টের রক্ত। পাহাড়ের খাদে, ছায়াময় ক্যানিয়নের মেঝেতে লেপ্টে আছে আরও গাঢ় একটা রঙ। রক্ত শুকিয়ে মরচে রঙ ধরেছে। কবির কল্পনায় যিশুর কাল্পনিক শোণিত নয়, ওগুলো অর্থহীন যুদ্ধে হতাহত সৈনিকদের রক্ত।

সন্ধের অন্ধকার নামারও বেশ পরে পাহাড় থেকে নেমে ঘোড়ার কাছে পৌছল থিয়োডর। মাঝরাত নাগাদ শেষ ইউনিয়ন পিকেট পোস্টটাকে পাশ কাটিয়ে ভূতের মত নিঃশব্দে গ্লোরিয়েটা পাসের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। এল পেসোর পথে জোনাকির মত মিটমিট করছে অসংখ্য ওয়্যাগনের লণ্ঠন। মৃদু ঘড়ঘড় শব্দ করে চলেছে ওয়্যাগনগুলো, বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নতুন যুদ্ধের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত তরতাজা সজীবপ্রাণ সৈনিকদের।

ঘোড়ায় চড়ে দক্ষিণে, কনফেডারেটদের প্রধান শিবির গ্যালিসটিয়োর দিকে এগোল থিয়োডর। সেখানে পৌছে অবস্থা বুঝে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে।

দু'ঘণ্টা পর উজ্জ্বল রূপোর থালার মত পূর্ণিমার চাঁদের পটভূমিতে কালো একটা মস্ত আকৃতি চোখে পড়ল তার। আরও খানিকটা কাছে গিয়ে বুঝতে পারল, ভারী গোলা বর্ষণে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে দুর্গটা। ঘোড়া থামাল থিয়োডর। ভাঙা ফটক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভেতরের দেয়াল, আগুনের লালচে আভা নাচছে সেখানে। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস পোড়া কাঠ, রক্ত আর মৃত্যুর গন্ধ বয়ে আনছে। ভৌতিক একটা রাত। দুর্গের ভেতর থেকে আহত সৈন্যদের বিলাপ-আহাজারি কানে আসছে, হঠাৎ হঠাৎ থেমে যাচ্ছে দু'একটা কণ্ঠ।

ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে টের পেয়ে ঠোঁট প্রসারিত করল থিয়োডর।

নিজেকে সে মৃত ভাবতে পছন্দ করে। মৃত কখনও ভয় পায় না। সে-ও ভয় পায়নি। জীবন্মৃত যেমন ক্রুশ দেখলে সতর্ক হয়ে ওঠে, তেমনি ভাবে বিপদের জন্যে তৈরি হচ্ছে তার দেহ।

স্যাডল ব্যাগ খুলে এক বোতল হুইস্কি নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে গেটের দিকে পা বাড়াল থিয়োডর। বোতল ধরা বামহাত বুকের কাছে ভাঁজ হয়ে আছে। ডান হাত ঝুলছে কোটের বোতামের পাশে। গেট দিয়ে ঢুকল সে ভেতরে।

ছাদহীন একটা পাথরের তৈরি ঘরের মাঝখানে জ্বলছে আগুনের কুণ্ডটা। চার দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে আছে মারাত্মক আহত বেশ কয়েকজন সৈন্য ।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো একজন সার্জেন্ট। থমকে দাঁড়াল থিয়োডরকে দেখে। লোকটার মাথায় একটা রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ। অসাড় বামহাতটা ঝুলছে শরীরের পাশে। শার্টের হাতা ছেঁড়া, কাঁধের ক্ষতস্থানে জমে আছে চাপ চাপ রক্ত।

থিয়োডরকে ঠাট্টা করে মাথা নোয়াল সে। ভাল হাতটা আজ্ঞাবহ দাসের ভঙ্গিতে সামনে পেতে টিটকারির সুরে বলল, 'আসুন, আসুন, স্যার! আপনি যদি ভেবে থাকেন ছুটির দিনগুলো আমাদের এখানে উপভোগ করবেন, তা হলে ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। আমাদের এই আরামপ্রদ চমৎকার হোটেলে বাড়ির সব সুযোগ সুবিধাই পাবেন। কোনও ভিড়-ভাট্টা নেই, কেউ আপনার দামি জুতো মাড়িয়ে দেবে না।'

কর্ক খুলে হুইস্কির বোতলটা নীরবে বাড়িয়ে ধরল থিয়োডর। চকচক করে উঠল সার্জেন্টের ঘোলা দু'চোখ। ছোঁ মেরে বোতলটা নিল সে, কাত করে ঢেলে দিল গলায়। ঢক-ঢক আওয়াজ হলো বোতলে। দ্রুত ওঠা-নামা করছে সার্জেন্টের কণ্ঠা। বোতলের প্রায় অর্ধেক শেষ করে প্রশংসাসূচক একটা মস্ত ঢেকুর তুলল সে।

'আমি তোমাকে এই অবকাশ যাপন কেন্দ্রের আকর্ষণের কথা এখনও বলে শেষ করতে পারিনি, বন্ধু। এই হোটেল নিজস্ব রান্নার গুণাগুণে গর্বিত। স্বাস্থ্যসম্মত পদগুলোই শুধু রাঁধা হয় এখানে। কনফেডারেট গভর্নমেন্টের অশেষ দয়া, তাঁরা আমাদের খাদ্য হিসাবে শুধু ভুট্টার আঁটি বাছাই করেছেন।' আগুনে বসানো মুখ-খোলা কেতলিটা ইশারা করল সার্জেন্ট। 'খেয়ে দেখতে চাও? ইচ্ছে করলে দেখতে পারো, যদি সাধ্য থাকে।'

ভাল মত লক্ষ করে দেখল থিয়োডর। আসলেই কেতলির ভেতরে ভুট্টার আঁটি সেদ্ধ হচ্ছে, ঘোলা পানির মধ্যে একটা দানাও দেখা গেল না।

'নিজেই বুঝতে পারছ এখানে অতিথিদের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা কত চমৎকার।' হাসার চেষ্টা করল আহত সার্জেন্ট।

'আমি কিট গ্যারিসন নামের এক লোককে খুঁজছি,' সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় এলো থিয়োডর, 'তুমি কি চেনো লোকটাকে? নাম শুনেছ কখনও?'

'আর আমাদের খুঁজছে ক্যানবি নামের এক লোক। তুমি কি তার নাম

শুনেছ?' সার্জেন্টের হাসিটা মনে হলো ভেঙচি। 'গ্লোরিয়েটা পাসে আজ এই ইয়াংকি কর্নেলের কলোরাডো ভলান্টিয়াররা আমাদের ছিন্নভিন্ন করেছে। এখনও যে-কজন বেঁচে আছি এবার তাদের মরার পালা।' গম্ভীর হলো সার্জেন্ট। 'আর তুমি এসেছ কাকে যেন খুঁজতে। তোমাদের সিভিলিয়ানদের আসলে মাথাটাই খারাপ। কারও নাম জানার সময় কই, আমরা এখন আমাদের দু'পয়সা দামের জীবন কীভাবে বাঁচাব সেই চিন্তায় অস্থির, আর তুমি এসেছ...' কথা শেষ না করেই ভাল কাঁধ উঁচিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে শ্রাগ করল আহত লোকটা।

তথ্য বের করতে হলে ধৈর্য ধরতে হবে, সিদ্ধান্তে এসে জিজ্ঞেস করল থিয়োডর, 'এই গ্যারিসন লোকটার এক চোখ নষ্ট, থার্ড ক্যাভালরির লোক, চোখে একটা কালো কাপড়ের ঠুলি পরে।'

'থার্ড ক্যাভালরির কেউ এখানে নেই,' বোতল থেকে মুখ নামিয়ে একটু ভাবল সার্জেন্ট। তারপর বলল, 'কী বললে, থার্ড ক্যাভালরি? তা হলে তোমার লোকটা অনেকক্ষণ আগেই মরণযাত্রায় রওয়ানা হয়ে গেছে। আমাদের স্কাউটদের রিপোর্ট অনুযায়ী গ্লোরিয়েটা পাস দখল করে রাখতে কর্নেল ক্যানবির গোটা সেনাবাহিনী ফোর্ট ইউনিয়ন থেকে ছুটে আসছে। এদিকে আমাদের জেনারেল সিবলে সবাইকে নিয়ে আক্রমণ করবে গ্লোরিয়েটা পাস। থার্ড ক্যাভালরি মাঝরাতে প্রথম আক্রমণটা চালাতে গ্যালিসটিয়ো থেকে এগিয়ে গেছে। আজকে সারাদিন যে লড়াই হলো, সেটা পরের যুদ্ধটার তুলনায় ছেলেখেলা মনে হবে।'

হাতের তালুতে ঘুসি মারল হতাশ থিয়োডর। 'ধরো গ্যারিসন যদি বেঁচেই যায়, কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?'

'হয় একশো-পঞ্চাশ মাইল সেই মরুভূমিতে, যেটাকে লোকে দ্য ডেড মেন'স মার্চ বলে, সেখানে, না হলে তাকে পাওয়া যাবে ইউনিয়ন প্রিজন-ক্যাম্প ব্যাটলভিলে। লোকটা যদি তোমার বন্ধু হয়ে থাকে, দোয়া কোরো সে যাতে মরে যায় বা মরুভূমিতে পালায়। যেভাবেই সে মরুক, মরুভূমিতেও যদি না খেয়ে মরে, প্রিজন-ক্যাম্প ব্যাটলভিলে থাকার চেয়ে সেটা অনেক সুখকর হবে।'

'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট,' বলল থিয়োডর, 'বাকি হুইস্কি রেখে দাও। এটুকু তোমার প্রাপ্য।'

দুর্গের বাইরে এসে অনেকটা সময় তিক্ত ভাবনায় ডুবে দাঁড়িয়ে থাকল থিয়োডর। শেষমেশ স্যাডলে উঠে গ্লোরিয়েটা পাসের দিকে আবার ফিরতি পথ ধরল।

আট

নিউ মেক্সিকো দখল করার কনফেডারেট পাঁয়তারা ব্যর্থ হয়েছে। গ্লোরিয়েটা পাসের দ্বিতীয় লড়াইয়ের ফলাফল জেনারেল সিবলেকে বাধ্য করেছে আকাশকুসুম কল্পনা বাদ দিয়ে বাস্তবে পা রাখতে। ভেঙে গেছে কনফেডারেসির স্বপ্নসাধ, আর মুখ থুবড়ে পড়েছে জেনারেল সিবলের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

রক্তাক্ত দীর্ঘ প্রহরগুলোয় ভাগ্য বারবার হেলেছে দু'পক্ষের দিকে। জয়-পরাজয় ছিল অনিশ্চিত। তারপর পাহাড়ের ওপর থেকে আক্রমণ করে বসল কলোরাডো ভলান্টিয়ারদের দুর্ধর্ষ বাহিনী। ওরা কনফেডারেটদের আক্রমণ করল পেছন থেকে। ঝটিকা হামলায় ওরা পুড়িয়ে দিল অত্যন্ত জরুরী রসদ ভরা পঁচাশিটা ওয়্যাগন। বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারল ছয়শো ঘোড়া আর খচ্চর।

দুর্গম, অনুর্বর এই শত্রু-এলাকায় ক্ষুধার্ত অসহায় হানাদারদের শোচনীয় পরাজয় হলো। বাধ্য হয়ে দলে দলে সরতে শুরু করল কনফেডারেটরা। গন্তব্য অনেকদূর। পথ মারাত্মক বিপদসংকুল। অবশ্য, যদি ওটাকে পথ বলা যায়!

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে এলো তারা নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রেখে। মার্চ করে এগোল দক্ষিণে। তাদের পেছনে ধাওয়া করল কর্নেল ক্যানবির বিজয়ী কলোরাডো ভলান্টিয়ার বাহিনী।

ডেড মেন'স মার্চ মরুভূমির উত্তর প্রান্তে, ছোট্ট শহর সান্তা বেলায় বউয়ের পাশে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল একজন হোটেল মালিক। হাসি হাসি তার চেহারা। ধূসর ইউনিফর্ম পরা কনফেডারেট হানাদারদের দেখছে। ডাবল মার্চ করে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দলবল নিয়ে ভাগছে জেনারেল সিবলে।

'শুনলাম মাইল পাঁচেক পেছনেই ধাওয়া করে আসছে কর্নেল ক্যানবি, সেজন্যেই সিবলে ডাবল মার্চ করছে,' বউকে বলল লোকটা, 'বদমাশগুলোর যুদ্ধ করার শখ মিটে গেছে।'

'আহা, হতভাগারা,' আহত সৈন্যদের নিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স-ওয়্যাগন যাচ্ছে, চোখে পড়তেই বিড়বিড় করে বলল মহিলা।

'কীসের হতভাগা! ওরাই গায়ে পড়ে লাগতে এসেছিল। ওদের থোতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে ক্যানবি। ফকিরের বাচ্চারা তাড়াতাড়ি গেলেই হাজির হবে ইয়াংকিরা। তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, ইয়াংকিরা যা কিছু কেনে, স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা দিয়েই কেনে, কনফেডারেটদের মত ফাঁকা প্রতিশ্রুতি আর অচল জেফ ডেভিস নোট গছিয়ে দিয়ে জোর করে জিনিসপত্র কেড়ে নেয় না।'

মার্চরত সৈন্যদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল ক্যানভাসের ছাদওয়ালা একটা হেডকোয়ার্টার-ওয়্যাগন। পর্দাটা আরেকটু ফাঁক করে আঙুল তুলে বউকে ওয়্যাগনটা দেখাল হোটেলের মালিক। 'ওই যে দেখো। দেখতে পাচ্ছ? ওই যে,

সাদা দাড়িওয়ালা লোকটাই কনফেডারেটদের মহান জেনারেল হেনরি এইচ সিবলে।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু তার বাহু আঁকড়ে ধরে জোর ঝাঁকুনি দিল বউ। 'লেসলি, ওই লোকগুলোকে গাছের ছায়ায় দাঁড় করিয়েছে কেন ওরা?'

'কোর্ট মার্শাল হবে ওদের। অপরাধ করেছে নিশ্চয়ই!'

পিছমোড়া করে হাত বেঁধে দুঃখিত-ভীত চেহারার কয়েকজন সৈন্যকে গাছগুলোর গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে। দশ ফুট দূরে রাইফেল কাঁধে তুলে তৈরি হয়ে গেছে ফায়ারিং স্কোয়াডের সদস্যরা। ষাঁড়ের মত জোরাল কণ্ঠ সমৃদ্ধ এক সার্জেন্ট অপরাধগুলো পড়ে শোনাতে লাগল। ওয়্যাগন আর সৈন্যদের মার্চের শব্দ চাপা পড়ে গেল তার ভয়াবহ নিনাদে।

'ধর্ষণ... কাপুরুষতা... যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন... নিজ দলের মৃত এবং আহত সৈন্যদের সম্পদ লুণ্ঠন...'

হোটেলের দরজা দড়াম করে হঠাৎ খুলে যাওয়ায় চমকে উঠে ঘুরে তাকাল স্বামী-স্ত্রী। হোঁচট খেয়ে ঘরে এসে ঢুকল কুৎসিত চেহারার এক অচেনা লোক। আগন্তুকের হাতে একটা পিস্তল। লেসলির বুকে তাক করল সে পিস্তলটা।

'তোমার হিচর্যাকে যে ঘোড়াটা দেখলাম... ওটার মালিক কোথায়?'

'বলছি, বলছি, তোমার পিস্তলটা আমার ওপর থেকে সরাও,' বিচলিত কণ্ঠে বলল লেসলি। 'আমি মরে গেলে আমার বউ বিধবা হয়ে যাবে। আমার এতিম বাচ্চাগুলোকে মানুষ করবে কে!'

'ওসব নিয়ে তোমার না ভাবলেও চলবে,' আরও কঠোর হয়ে উঠল পেদ্রোর মুখ, 'যা জানতে চাইছি জবাব দাও।'

'কিন্তু আমার বউ-বাচ্চা...'

'আহ্!' হোটেল মালিককে থামিয়ে দিল পেদ্রো। 'অত চিন্তার কী আছে, তুমি মরলে আরেকটা বিয়ে করে নেবে তোমার বউ। বলো তাড়াতাড়ি বেনন কোথায়!'

'যা চেহারা...' বউকে চট করে একবার দেখে নিয়ে ঢোক গিলল লেসলি, 'আমি মরলে কে ওকে বিয়ে করবে?'

'এঁ! নিজের চেহারা আয়নায় দেখেছ কখনও?' ফোঁস করে উঠল মহিলা, 'স্রেফ বাপ ছিল না, ফুপার কাছে মানুষ হয়েছি বলেই তোমার মত একটা বাঁদরমুখোর গলায় ঝুলে পড়তে হয়েছে। মুরোদ নেই বউকে খাওয়ানোর, বিয়ে করার আহলাদটা ঠিকই আছে! আমি আজই...'

'চোপ!' বিকট একটা ধমকে মহিলাকে থামিয়ে দিয়ে তার স্বামীর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল পেদ্রো। 'বাঁচতে চাইলে শিগ্গির বলো কোথায় সে।'

'তুমি জানো আমার স্বামী কে?' সত্যি সত্যি বিধবা হয়ে যাওয়ার ভয়ে মুহূর্তে সুর পাল্টে ফেলল মহিলা। স্বামীর ওপর থেকে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল পেদ্রোর ওপর। বড় বড় হয়ে উঠল দু'চোখ। 'ও এ শহরের মেয়র। ওর কিছু হলে দোজখে গিয়েও বাঁচতে পারবে না। গির্জায় লেসলি নিয়মিত চাঁদা দেয়, তা জানো? দূর

হয়ে যাও এখান থেকে, নোংরা বদমাশ কোথাকার!'

'না থামলে হাত-মুখ বেঁধে শুয়োরের খোঁয়াড়ে ফেলে রেখে আসব,' হুমকি দিল ক্ষিপ্ত পেদ্রো। ভয়ঙ্কর চেহারায় তাকাল কম্পমান হোটেল মালিকের দিকে। 'অ্যাই, ব্যাটা! চোপা ছোটা!'

উপর দিকে আঙুল তাক করল লোকটা। 'দোতলায় ডানদিকের প্রথম ঘর। কিন্তু তুমি কিন্তু ওকে বলে দিয়ো না যে আমি তোমাকে বলেছি...' লোকটার বাকি কথা চাপা পড়ে গেল গুলির শব্দে। অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে ফায়ারিং স্কোয়াড। মৃত্যুপথযাত্রী সৈন্যদের চিৎকার মিলিয়ে যাওয়ার আগেই পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল পেদ্রো।

ভ্রূ কুঁচকে জানালার কাছ থেকে সরে এল রক বেনন। মৃত্যু তা যতই ন্যায্য হোক, ওকে সবসময় বিষণ্ন করে তোলে। ঘরের মাঝখানে, টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল রক। আবার মন দিল নিজের কাজে। সিক্সগান পরিষ্কার করছে সে। একে একে দুটো অস্ত্রেরই সিলিন্ডার খুলে কার্তুজ বের করল। তারপর হাতে তুলে নিল ক্লীনিং রড। কাজ শুরু করেও থেমে গেল পরমুহূর্তে। ওর দরজার সামনে প্যাসেজওয়েতে স্পারের মৃদু আওয়াজ হয়েছে।

দ্রুতহাতে একটা অস্ত্র তুলে নিল বেনন, মুঠোয় পুরল কয়েকটা কার্তুজ। কিন্তু রিলোড করতে গিয়ে থেমে যেতে হলো ওকে।

পেছন থেকে স্যাম পেদ্রোর উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'দুনিয়ায় দু'রকমের স্পার আছে, বেনন। একটা দরজার বাইরে ঝনঝন করে, আরেকটা জানালা দিয়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে।'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল বেনন। পেদ্রো বসে আছে জানালার চৌকাঠে। কার্নিস বেয়ে এসেছে। এক পা ঘরের ভেতরে, আরেক পা বাইরে। পেদ্রোর হাতে পিস্তল। মুখে শয়তানি হাসি। পিস্তলটা বেননের বুকে তাক করা।

'অস্ত্র ফেলে দাও, বন্ধু। যেখানে যাচ্ছ সেখানে কোনও কাজে লাগবে না ওটা।'

নির্দেশ পালন করল বেনন। চোখ জোড়া জানালার দূরত্ব মাপায় ব্যস্ত।

মাথা নেড়ে জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল পেদ্রো।

'উঁহুঁ, বেনন, দূরত্ব বেশি, পৌঁছতে পারবে না তুমি।' বাইরের দিকের পা-টা ঘুরিয়ে ঘরের ভেতর নিয়ে এলো পেদ্রো। বহুদূরে কোথায় যেন গুরুগম্ভীর ঘড় ঘড় আওয়াজ উঠল, কাঁপতে লাগল জানালার চৌকাঠ। এক চোখ বন্ধ করে কান পাতল পেদ্রো। খানিক পরে বলল, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে, অনেকদিন আগে এক যাজকের মুখে কথাটা শুনেছিলাম। জুডাস যেদিন ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করে, সেদিনও এরকম বাজ পড়েছিল।'

'আমার মনে হয় না বাজ ডাকছে; ওটা কামানের আওয়াজ,' বলল বেনন। এখনও পুরোপুরি নিরাশ নয়, পালানোর সম্ভাবনা যাচাই করছে, প্রাণপণে খাটাচ্ছে

মর্গজের কলকব্জাগুলোকে। বুঝতে চেষ্টা করছে, সাধারণ মাপের এক চোর ওকে অনুসরণ করার দুঃসাহস পায় কোথা থেকে।

ভ্রূ কুঁচকে শ্রাগ করল পেদ্রো। 'কামানের আওয়াজ? বজ্রপাত? ওই একই কথা, যেহেতু আজও একজন জুডাস ফাঁসিতে ঝুলবে। সবই মহান ঈশ্বরের ইশারা, যাকে বলে লীলাখেলা।' কাঁধ থেকে এক বান্ডিল দড়ি নামাল দুর্বৃত্ত। দড়িতে ফাঁসির গিঁঠ আগেই দিয়ে রেখেছে।

ঘরটায় কোনও ফলস সীলিং নেই। চার দেয়ালের সংযোগ রক্ষা করেছে দুটো কাঠের মোটা বীম। ক্রস আকৃতির ওই বীম দুটোই ছাদকে ধরে রেখেছে। একপলক ওগুলো দেখে নিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসল পেদ্রো। চোখ মটকে বলল, 'বুদ্ধিমান লোক তুমি, বেনন। দারুণ ঘর বাছাই করেছ।' হাতের দড়ি বেননের দিকে ছুঁড়ে দিল সে। 'ওই টেবিলে উঠে বীমগুলোর সঙ্গে দড়িটা বাঁধো দেখি। ভাবতেই পারিনি এরকম তৈরি ফাঁসিকাঠ পাব!'

নির্বিকার নিঃশঙ্ক চেহারায় দড়িটা ক্যাচ ধরল বেনন। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল টেবিলের ওপর। পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর পরও বীমগুলো থেকে গেল ওর আওতার ইঞ্চিখানেক ওপরে। খাটের পাশে নিচু একটা কাঠের টুল দেখতে পেয়ে ওটা টেবিলের ওপর এনে রাখল পেদ্রো। মিটিমিটি হেসে নরম সুরে বলল, 'উঠে দাঁড়াও দেখি এটার ওপর। হ্যাঁ, এই তো। লক্ষ্মী ছেলে। এবার দড়িটা বীমের সঙ্গে বাঁধো। সাবধান, কাজের সময় যাতে পিছলে খুলে না যায়। আমি চাই না পড়ে গিয়ে তোমার পা ভাঙুক।'

আবার ভেসে এলো সেই দূরাগত আওয়াজ। তবে এবার আগের চেয়ে কাছে। অনেক বেশি গুরুগম্ভীর আর জোরাল শোনাল। থরথর করে কেঁপে উঠল হোটেলের কাঠের মেঝে। নিচু একটা শিসের আওয়াজ দ্রুত এগিয়ে এলো। ক্রমেই বাড়ছে আওয়াজের তীক্ষ্ণতা, আর সব শব্দ ছাপিয়ে উঠছে। তারপর শোনা গেল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। খুবই কাছে কোথাও আঘাত হেনেছে কামানের গোলা। আস্ত হোটেলটা যেন লাফিয়ে উঠল।

'তাড়াতাড়ি, বেনন!' তাগাদা দিল পেদ্রো। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। চলবে। দড়িটা গলায় পরে ফেলো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, একটু ঢিলে হয়ে থাকলে দুশ্চিন্তা কোরো না, ঝুলে পড়লেই দেখবে সুন্দরভাবে গলায় বসে গেছে।'

পেদ্রোর দিকে তাকাল বেনন। 'একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?'

'কি?'

'কেন আমাকে ধাওয়া করছ তুমি?'

'বোঝো না?' চোখ সরু হয়ে গেল পেদ্রোর। 'তুমি আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মজা করেছ। তারপর মরুভূমিতে ফেলে এসেছ মরতে। কী মনে করেছিলে, এত সহজে ছেড়ে দেব?' মাথা নাড়ল তস্কর। 'না, বেনন, তোমাকে আমি ক্ষমা করব না।'

'ক্ষমার প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে! অপরাধ করে থাকলে তুমিই করেছ, সমান

টাকা দেয়ার পরও আমার মাথা ফাটিয়ে সব টাকা কেড়ে নিতে চেয়েছিলে তুমি।'

'তুমি তার আগে ইচ্ছে করে গুলি মিস করেছ।'

'হ্যাঁ, করেছি। করার দরকার ছিল। যেভাবে তোমার টাকার খাই বাড়ছিল, তাতে শায়েস্তা না করে উপায় ছিল না। তবে তোমার মত বিশ্বাসঘাতকতা করিনি আমি। টাকা আমি আগেই পেয়ে গিয়েছিলাম, তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার না করে যদি চলে যেতাম, এতক্ষণে কবরের মধ্যে তোমার লাশ পচত। কিন্তু তা আমি করিনি। তোমার মত অকৃতজ্ঞ চোর নই আমি।'

'যথেষ্ট হয়েছে।' হাত তুলল পেদ্রো। 'ফালতু কথা শোনার সময় আমার নেই। শপথ করেছিলাম তোমাকে আমি ফাঁসির স্বাদ পাওয়াব, এখন সেই সুযোগ এসেছে। ...বেনন, তুমি আমাকে দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় গুলি করে নামিয়েছিলে, তবে তোমার মত একই ভুল আমি করব না। তোমাকে বাঁচাব না আমি।' পিস্তল নেড়ে ইশারা করল পেদ্রো। 'দেরি করে লাভ নেই, বেনন, তোমার নিয়তি স্থির হয়ে গেছে।'

নিষ্কম্প স্থির হাতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরল বেনন। ভয় যদি পেয়েও থাকে, নির্বিকার চেহারা আর শীতল দু'চোখে তার কোনও ছাপ নেই। ফাঁসির দড়ি হাতে নেয়ার পর একবারও কথা বলেনি। চোখের সামনে ছায়া ফেলে যাচ্ছে অতীতের সমস্ত দুঃখ-সুখ, অম্ল-মধুর স্মৃতি। দীর্ঘশ্বাস গোপন করল বেনন। কেমন আছে ব্যাগলে? উইলির উপকারটা আর করা হলো না। অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যাবে মেরির, জীবনে সত্যিকারের মত নিঃস্ব হয়ে যাবে উইলি, ফুলের মত পবিত্র দুটো জীবন নষ্ট হয়ে গেল গোঁয়ার একজন মানুষের অন্যায় সিদ্ধান্তে, অথচ কিছুই করতে পারল না সে। চোখের কোণ জ্বালা করে উঠল বেননের।

'এবার আমরা পুরানো খেলাটা খেলব, বেনন।' বেননের কানের পাশ দিয়ে একটা গুলি করে হাসতে হাসতে দেয়ালের কাছে সরে দাঁড়াল পেদ্রো। 'সেই যে, যে খেলাটা আমরা বোকা শেরিফদের সঙ্গে খেলতাম। তবে তফাৎটা হচ্ছে, এবার তোমার গলায় ফাঁস আর আমার হাতে অস্ত্র। জানো, খেলায় নতুন একটা নিয়ম আবিষ্কার করেছি। দড়ির বদলে টুলের পায়াগুলোতে গুলি করব আমি। ঠাহর করলে বুঝতে পারবে, অস্ত্রে আমার হাত ভাল। তোমার মত অতটা চালু হয়তো নই, তবে সহজে গুলি ফস্কায় না। কাজেই, বিদায়, আমার পুরানো দোস্ত।'

সময় নিয়ে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে একটা পায়ায় লক্ষ্যস্থির করল পেদ্রো। সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত। পাত্তাই দিল না কামানের গোলার তীক্ষ্ণ শিসের আওয়াজ। ধীরে ধীরে ট্রিগারে চেপে বসতে লাগল তার আঙুল। চোখ বন্ধ করল বেনন। কিন্তু পেদ্রোর গুলি করা হলো না। ভয়াবহ শব্দে ঘরের ভেতর পড়ল ভারী গোলা। বিরাট এক ফোকর তৈরি হলো মেঝেতে। ঝাঁকিতে মনে হলো পুরো বিল্ডিং কাত হয়ে পড়বে। পেদ্রোর পা ফস্কে গেল, গাছ-পাকা আপেলের মত মেঝের গর্ত দিয়ে একতলায় টুপ করে খসে পড়ল সে। তার গায়ে ঝরে পড়তে লাগল ঝুরঝুরে অ্যাডোবি আর ভাঙা কাঠের টুকরো। যত কাছে আসছে, ততই গোলা বর্ষণের

পরিমাণ বাড়াচ্ছে ইউনিয়ন আর্মি।

জঞ্জাল প্রপাত থেমে যেতেই ময়লার স্তূপের তলা থেকে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বেরিয়ে এলো পেদ্রো। গায়ে আঁচড় লাগেনি বলা ঠিক হবে না, দু'চার জায়গায় চামড়া ছড়ে গেছে, তবে সেসব গায়ে মাখল না পেদ্রো। পিস্তলটা হাতছাড়া হয়নি দেখে খুশি হয়ে উঠল। চমক কাটতেই পিস্তল বের করার কারণ মনে পড়ে গেল হঠাৎ করে।

গালাগাল দিয়ে ছাদের ফাঁক দিয়ে তাকাল পেদ্রো। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে ফাঁসির দড়ি। বেনন গায়েব! টেবিল আছে, টুল আছে, ফাঁসটা আছে; সবই আছে, বেনন ছাড়া। মাথায় বাজ পড়ল পেদ্রোর। দৌড়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো সে। হিচর‍্যাক খালি। নিজেরটা তো নিয়েছেই, ওর ঘোড়াটাও নিয়ে গেছে রক বেনন!

রাগে দু'হাতে মাথার চুল খামচে ধরল পেদ্রো।

থার্ড ক্যাভালরির আহত ট্রুপার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। কনুই ভেঙে গেছে তার। লোকাল অ্যানেসথেশিয়া দেয়া হয়েছে, ব্যথাটা এখন নেই। একটু পরই হাতটা কেটে ফেলা হবে। তবে আপাতত এসব নিয়ে চিন্তিত নয় লোকটা। দু'চোখে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি নিয়ে থিয়োডরের সিগারেট বানানো দেখছে সে। মাঝে মাঝেই শুকনো জিভ দিয়ে রক্তশূন্য ঠোঁট চাটছে।

থিয়োডর সিগারেটটা বাড়িয়ে দেয়ায় কৃতজ্ঞ চিত্তে নিল সে। সিগারেটে আগুন দিয়ে বুক ভরে ধোঁয়া টানল।

খররর... খররর। পাশের ঘর থেকে আসছে শব্দটা। হাড়ের ওপর করাত চালানোর আওয়াজ। গুরুতর আহত সৈনিকদের হাত-পা কেটে আলাদা করছে সার্জনরা। পর্যাপ্ত অ্যানেসথেশিয়া নেই। অনেকেই এখনও সম্পূর্ণ সচেতন। প্রলম্বিত তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারে পরিবেশ ভারী করে তুলছে তারা। একটা টাব উঁচিয়ে ধরে ও-ঘর থেকে বেরিয়ে এলো দু'জন আর্দালি। পরনে রক্তে ভেজা ইউনিফর্ম। ময়লা ফেলার সময় মানুষের চেহারা যেমন নির্বিকার হয়, ঠিক তেমনি নিস্পৃহ চেহারায় তারা টাব ভর্তি কাটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফেলতে নিয়ে গেল। মিনিট দুয়েক পর খালি টাব নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল আবার।

আহত ট্রুপারের দিকে ঝুঁকে এলো থিয়োডর। 'কোনও ভুল হচ্ছে না তো?'

'না। শেষবার যখন দেখি, কিট গ্যারিসন বেঁচেই ছিল। মারাত্মক আহত হলেও জ্ঞান হারায়নি। ওকে যখন অ্যাম্বুলেন্স-ওয়্যাগনে তুলে দিই, আমাকে চিনতে পেরে নাম ধরে ডেকেছিল। ও-ই ছিল ওয়্যাগনের শেষ যাত্রী। না, আমার ভুল হয়নি।' কিছুক্ষণ একমনে ধোঁয়া গিলল ট্রুপার। তারপর বলল, 'বুঝতে পারছি না ওরা গেল কোথায়। এখানেই আসার কথা ছিল, কিন্তু ওয়্যাগনটা আসেনি। কেউ কিছু বলতে পারছে না।'

'হয়তো অন্য কোনও ফিল্ড হসপিটালে গেছে।'

তিক্ত চেহারায় হাসল লোকটা। 'এটা ছাড়া আর কোনও হসপিটাল থাকলে তো!'

'ওদের ভাগ্যে কী ঘটেছে বলে তোমার ধারণা?'

'নিশ্চয়ই শত্রুর হাতে ধরা পড়ে গেছে।'

'ধন্যবাদ ট্রুপার।' উঠে দাঁড়াল থিয়োডর। এর কাছে কাজে লাগার মত আর কোনও তথ্য নেই। বেরিয়ে এলো সে ফিল্ড হসপিটাল থেকে।

নয়

মাটিতে হ্যাট নামিয়ে ঝোপ ফাঁক করে উঁকি দিল পেদ্রো। একটা রিজের ওপর আছে সে। সামনেই খানিকটা নীচে বয়ে যাচ্ছে নদী। সেদিকে পেদ্রোর খেয়াল নেই। এক বস্তা টাকা পেলে ভিখিরির চোখ যেমন ঝিকিয়ে ওঠে, তেমনি চকচকে চোখে সামনের দৃশ্যটা দেখছে সে। আগুনের ওপর কফি পট চড়িয়ে নদীর ধারে বসে আছে রক বেনন। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একটা নতুন ঝকঝকে টিনের কাপ নেড়েচেড়ে দেখছে লোকটা।

পেদ্রোর ঘোড়া বোধহয় পথেই ছেড়ে এসেছে। বেননের হাড় জিরজিরে ঘোড়াটা আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে মনোযোগের সঙ্গে ঘাস চিবুচ্ছে। দাঁতে দাঁত চাপল পেদ্রো। এবার বেননের বাঁচোয়া নেই, জানে না মারলেও বেননকে শতখানেক মাইল হাঁটিয়ে ছাড়বে সে এবার।

পিছিয়ে এসে রিজ থেকে নামল পেদ্রো। ঘোড়া বেঁধে রেখে ওরই জন্যে অপেক্ষা করছে চারজন আউট-ল। তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। বারকয়েক দম নিয়ে সুস্থির হয়ে বলল, 'সব ঠিকঠাক। ফাঁদে পড়ার জন্যে একেবারে তৈরি হয়ে বসে আছে। মনে রেখো, চারহাজার ডলারের এক হাজার আমার। বাকিটা তোমরা ভাগ করে নেবে। সিড, রিচি, তোমরা রিজের ডানপাশ দিয়ে নামবে। হুয়ান, র‍্যালি, তোমরা যাও বাম দিক দিয়ে। নদীর যতটা পারো কাছে চলে যাবে। আমি রিজের মাথা থেকে নির্দেশ দিলেই ওকে দু'দিক থেকে কাভার করবে। বাধ্য না হলে খুন করার দরকার নেই। বুঝেছ সবাই?'

গম্ভীর চেহারায় একযোগে মাথা নেড়ে রওয়ানা হয়ে গেল চার আউট-ল। প্রত্যেকেই জানে, পেদ্রোর কথা মত লোকটাকে বাঁচিয়ে রেখে শত্রু বাড়ানো অর্থহীন।

ওদিকে বেননের কফি ফুটতে শুরু করেছে। স্যাডলব্যাগ হাতড়ে একটা তোবড়ানো টিনের কাপ বের করে কফি ঢালল বেনন। চকচকে টিনের কাপটা ব্যাগে পুরে কফি হাতে হাঁটতে শুরু করল। রিজটা একপাশে রেখে নদীতীর ধরে খানিকটা এগিয়ে মোড় নিল ও, ঝোপঝাড়ে প্রবেশ করে নিঃশব্দে চলে এলো রিজটার পেছনে। স্পিডি অনুসরণ করছে ওকে।

হ্যাঁ, কোনও ভুল নেই, মাটিতে কান পেতে ঠিকই শুনেছে ও; টিনের কাপের তলায় বসানো আয়নায় ঝোপের নড়াচড়াও ভুল দেখেনি, পাঁচটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে রিজের পেছনে। তার মানে, পেদ্রো এবার সঙ্গী সাথী জুটিয়ে এনেছে। ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করল বেনন। তারপর চওড়া হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। ঘোড়াগুলোর বাঁধন খুলে কিছুদূর হাঁটিয়ে নিয়ে পেছনে চাপড় মেরে ভাগিয়ে দিল, তারপর ফিরে এসে ক্যাম্পটা কোথায় আন্দাজ করে নিয়ে রিজ বেয়ে উঠতে লাগল। আন্দাজ যদি ভুল না হয়, সামনেই কোথাও ঝোপঝাড়ে বসে ওর ক্যাম্পের ওপর চোখ রাখছে পেদ্রো।

ঢাল বেয়ে খুব সাবধানে উঠছে বেনন। একটু শব্দ হলেও সতর্ক হয়ে যাবে পেদ্রো। পঁয়তাল্লিশ ফুট উঠতে আট মিনিট লাগিয়ে দিল বেনন। এদিক ওদিক তাকিয়ে ঝোপের মধ্যে পেদ্রোকে খুঁজল। ঘন ঝোপঝাড়। দশজন লুকালেও খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে নিজ দোষে ধরা পড়ে গেল পেদ্রো। বেনন ক্যাম্প থেকে উধাও হয়ে গেছে দেখে চমকে উঠল সে, তাড়াতাড়ি দাঁড়াতে গিয়ে পায়ের চাপে ভেঙে দিল ঝোপের শুকনো ডাল। তারপর নির্বোধের মত কাণ্ডটা করল। ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল লোকটা। 'শিগ্‌গির এসো, গাধার দল! পালিয়েছে বেনন!'

পেদ্রোর ফুট আষ্টেক নীচে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াল বেনন। বালিতে থ্যাপ থ্যাপ শব্দ শুনল। তারপর খচরমচর করে ঝোপঝাড় ভাঙার শব্দ। দুদ্দাড় করে ছুটে রিজে উঠে আসছে লোকগুলো স্যাম পেদ্রোর ডাকে।

নিশ্চল অপেক্ষা করল বেনন। লোকগুলো হাঁপাতে হাঁপাতে পেদ্রোর সামনে এসে দাঁড়ানোর পর অস্ত্র বের করে হুঙ্কার দিল। 'খবরদার, কেউ এক-পা নড়লেই খুন হয়ে যাবে!'

ফুঁপিয়ে উঠল পেদ্রো। চার আউট-ল ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া চেহারায় এদিক ওদিক তাকাল।

'অস্ত্র ফেলে দাও সবাই। তিন গুনেই গুলি করব,' আবার নির্দেশ ঝাড়ল বেনন। বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল লোকগুলো।

'এক... দুই... তিন!'

ভয়ঙ্কর গর্জন ছাড়ল .৪৫ কোল্ট। পরপর পাঁচবার গুলির আওয়াজ হলো। পাঁচজনের পাঁচটা হোলস্টার ছিটকে পড়ে গেল বেল্ট আর ফিতের বাঁধন ছিঁড়ে!

হাউমাউ করে উঠল রিচি নামের আউট-ল।

'অ্যাই! চুপ করো! ওর কাছে একটা গুলি, আর আমরা পাঁচজন।' বোঝাবার চেষ্টা করল পেদ্রো, 'আর মাত্র একটা গুলি করলেই ওর অস্ত্র খালি হয়ে যাবে। আমরা যদি একসঙ্গে এগোই...'

'তা হলে সবক'জন মারা পড়বে,' পেদ্রোর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল বেনন। 'ভুলে গেছ, পেদ্রো, আমার কাছে দুটো সিক্সগান আছে? তা ছাড়া একটা গুলি থাকলেও মৃত্যুর ঝুঁকিটা কে নেবে? তুমি?'

চুপ করে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পেদ্রো।

'তারচেয়ে এক কাজ করো,' বলল বেনন, 'নদীর তীর ধরে হাঁটতে থাকো, হাঁটতে থাকলে একসময় না একসময় কোনও শহরে পৌঁছেই যাবে। আমি বলি কী, মরে যাওয়ার চেয়ে হাঁটা ভাল। ঘোড়ার কথা ভাবছ বুঝি? ভেবে ফায়দা নেই আর। ওগুলোকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। কী হলো, আমার কথা কানে যাচ্ছে না? দাঁড়িয়ে কেন, রিজ থেকে নামো, এই বিকেলের ফুরফুরে হাওয়ায় নদীর পাশ দিয়ে বেড়ালে ভাল লাগবে। তোমাদের পদচারণা দেখে আমারও মনে ফুর্তি আসবে।' ঝোপের আড়াল থেকে এক হাতে অস্ত্র আরেক হাতে কফির কাপ নিয়ে বেরিয়ে এলো বেনন। কফিতে চুমুক দিয়ে তাড়া লাগাল। 'জলদি! আমি তিন গুনেই শুরু করব। এক... দুই... তি...'

নড়ে উঠল আউট-লরা। তাদের পেছনে অস্ত্র হাতে বেনন। রিজ থেকে নেমে নদীর বালুকাবেলায় আসতে ওদের পাঁচ মিনিটও লাগল না। বেননের হাতের ইশারায় পা বাড়াল লোকগুলো। সবার শেষে পেদ্রো। পেদ্রো ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই বেনন বলল, 'বিদায়, আমার পুরানো দোস্ত!'

ক্যানিয়ন আর পাস দখল করে বসে থাকা ইউনিয়ন আর্মিকে এড়াতে গিয়ে প্রায় সারাটা সকাল পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠেছে থিয়োডর। বিকেলের আগে একবারও থামেনি। এখন সূর্যটা পশ্চিমে হেলে পড়ায় বিশ্রাম নিতে বসল সে। অলস দৃষ্টি বোলাল চারপাশে। পাহাড় আর পাহাড়। রুক্ষ, পাথুরে, প্রাণহীন প্রকৃতি।

ওর চোখ আটকে গেল ঝুল বারান্দার মত বেরিয়ে থাকা একটা বিরাট ধূসর-বাদামী পাথরে। পাথরের তলা থেকে উজ্জ্বল নীল একখণ্ড কাপড় বেরিয়ে আছে। কী ওটা? লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল থিয়োডর। সাবধানে এগিয়ে চলল পাথরটার দিকে।

পাথরের তাকের নীচে লোকটাকে পেল সে। ইউনিয়ন আর্মির সার্জেন্ট। বোধহয় গ্লোরিয়েটা পাসের যুদ্ধে মাথায় আঘাত পেয়ে আহত হয়, তারপর পালিয়ে এসে এখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

লোকটার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল থিয়োডর। পকেটগুলো সার্চ করতেই কিছু খুচরো পয়সা আর একটা অর্ডার পেল। 'অ্যাসাইনিং সার্জেন্ট অ্যারন ফ্লিঞ্চ, ব্যাটলভিল প্রিজন-ক্যাম্পের অ্যাডজুডেন্ট ডিউটিতে নিয়োগ দেয়া হলো – কর্নেল ক্যানবি।'

থমথমে চেহারায় ভ্রূ কুঁচকে অর্ডারটা পড়ল থিয়োডর। সার্জেন্টের ইউনিফর্মে ফুটো নেই দেখে চোখের কোণ থেকে ভাঁজগুলো দূর হয়ে গেল। প্রায় হাসি-হাসি হয়ে গেল চেহারা।

সার্জেন্টের আকৃতি দশাসই। ইউনিফর্মের তলায় চোদ্দ ইঞ্চি ব্যারেলের সিক্সগানটা লুকানো যাবে।

ইউনিফর্মটা মৃতদেহের গা থেকে খুলে নিয়ে পরে ফেলল সে। বেল্টে ঝুলিয়ে

নিল সার্জেন্টের আর্মি কোল্ট। 'চমৎকার!' বিড়বিড় করে বলল, 'এখন যদি তুমি শুধু ঠিকমত স্যাল্যুট করতে পারো, সার্জেন্ট ফ্লিঞ্চ, বলা যায় না, হয়তো তুমি দুই লক্ষ ডলারের মালিক বনে যাবে।'

এই একই ঘটনা পশ্চিমে প্রায়ই ঘটছে।

ধুলো-মাখা নোংরা চেহারার দস্যু ফাঁসি-কাঠের নীচে একটা ঘোড়ার ওপর স্যাডলে বসে আছে। গলায় ফাঁসির দড়ি। চারদিকে উৎসুক দর্শকদের ভিড়। অপরাধীর ঘোড়ার পাশে চাবুক হাতে অপেক্ষমাণ শেরিফ। অপরাধ তালিকা পড়া প্রায় শেষ, একটু পরই জাজ নির্দেশ দেবেন।

'সুতরাং, আইনের মাধ্যমে যে ক্ষমতা আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে, সেই ক্ষমতা বলে জেফারসন ওরফে উইটিকে যথানিয়মে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝোলানোর আদেশ দেয়া গেল। ঈশ্বর তার আত্মাকে পাপমুক্ত করে তাঁর চরণতলে ঠাঁই দিন।'

প্রায় দুইশো গজ দূরে, বড় রাস্তার ধারে, সরু একটা গলির মুখে রাইফেল কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে রক বেনন। শেরিফ চাবুক তোলার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসির দড়িতে গুলি করবে।

চাবুক তুলল শেরিফ।

ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়াচ্ছে বেনন, এমন সময় ওর পিঠে খোঁচা লাগাল একটা গান ব্যারেল।

'অন্তত এবার নয়, বেনন!' কর্কশ সুরে বলল পেদ্রো, 'রাইফেল ফেলে দাও ; না হলে খুন করে ফেলব।'

ঢোক গিলল বেনন।

'উইটির কী হবে?'

'মরে যাবে। প্রতিযোগী কমবে একটা।' খিকখিক করে হাসল পেদ্রো, 'নিজে বাঁচো কি না সেটা আগে ভাবো।' শেরিফ উইটির ঘোড়ার পেছনে চাবুক মারতেই ট্রিগার টিপে দিল বেনন। তারপর হাত থেকে রাইফেল ফেলে ঘাড় ফিরিয়ে পেদ্রোকে দেখল। নির্দেশ পালিত হয়নি বলেই বোধহয় রাগে লাল হয়ে উঠেছে স্প্যানিয়ার্ডের কুৎসিত চেহারা।

এদিকে হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে। না তাকিয়েও বুঝতে পারল বেনন, প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাচ্ছে উইটি। পরপর কয়েকটা গুলির শব্দ হলো। তারপর হতাশা মিশ্রিত গুঞ্জন। উইটি নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছে। এবার গালাগালি শোনা গেল। লোকগুলো এতক্ষণে টের পেয়েছে যে, করালে একটা ঘোড়াও নেই।

বেননকে ঠেলতে ঠেলতে বিল্ডিঙগুলোর পেছনের গলিতে নিয়ে এলো পেদ্রো। খুঁটির সঙ্গে মাত্র একটা ঘোড়া বাঁধা। বেনন ঘোড়ার দিকে তাকাতেই বলল সে, 'টাকাগুলো হাতড়ে নেয়ার পর তোমারটাও করালে রেখে এসেছিলাম। তাড়াহুড়ায়

তুমি খেয়াল করোনি, ওটাকেও মরুভূমিতে তাড়িয়ে দিয়েছ।'

কালো হয়ে গেল বেননের চেহারা। স্পিডির বয়স হয়েছে, বেশিদিন আর বাঁচত না। তবু স্পিডি ছিল ওর বিপদে-আপদে বিশ্বস্ত সঙ্গী। দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেনন। যাক, ভালই হয়েছে, শেষ বয়সটায় মুক্তির স্বাদ পাবে স্পিডি। ও নিজেও বারবার স্পিডিকে ছেড়ে যেতে চেয়েছে, পারেনি কেবল মায়া পড়ে গিয়েছিল বলে।

'কী ব্যাপার, দাঁড়িয়ে আছ যে?' লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপল পেদ্রো। 'পা-টা নাড়াও। বহুত হাঁটিয়েছ। এবার নিজে দেখো হাঁটতে কেমন লাগে।' শয়তানি হাসিতে ঠোঁট বেঁকে গেল পেদ্রোর। 'লোকে বলে হাঁটাহাঁটি খুবই ভাল ব্যায়াম। এতে শরীর চাঙা হয়। আমি যখন তোমাকে ছেড়ে যাব, তখন তুমি হবে পশ্চিমের সবচেয়ে চাঙা শরীরের মালিক।'

হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে গিয়েও সামলে নিল বেনন। হাঁটু দু'ভাঁজ হয়ে আসতে চাইছে, ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ও। টলতে টলতে এগোল আবার। তপ্ত বালি বুটজুতো আঁকড়ে ধরছে; একেকবার পা তুলতে গিয়ে খরচ হয়ে যাচ্ছে অনেকখানি শক্তি। আর চলতে চাইছে না শরীর। তবু শুধু মনের জোরেই হেঁটে চলেছে বেনন। গায়ের চামড়া জ্বলছে ওর প্রখর সূর্যতাপে। মনে হচ্ছে আগুনে তাতানো লোহার রড দিয়ে ওকে ছ্যাঁকা দিচ্ছে কেউ। চোখ বন্ধ করলেও বালিতে সূর্যালোকের প্রতিফলন। রেহাই নেই। যতবার ফুঁপিয়ে উঠে শ্বাস নিচ্ছে, গরম বাতাসের স্পর্শে পুড়ছে ওর কাঠ-শুকনো কণ্ঠনালী।

'কই, এসো, বেনন,' উল্লসিত পেদ্রো ডাক দিল। 'কী হলো, আরও জোরে হাঁটো। বারবার এরকম পিছিয়ে পড়লে কার সঙ্গে কথা বলব। এ কী রকম অভদ্রতা!'

পর্যুদস্ত শত্রুর দিকে হাসিমুখে চেয়ে আরাম করে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে পেদ্রো। দু'দুটো পানিভরা ক্যান্টিন ঝুলছে তার ঘোড়ার দু'পাশে। ঘোড়া এক পা এগোলেই ছল্-ছল্-ছলাৎ শব্দ হচ্ছে।

আবার হোঁচট খেল বেনন। ঘোড়ার স্টিরাপ ধরে তাল সামলাতে চাইল। বেননের উদ্দেশ্য বুঝে সামনে বাড়ল দুর্বৃত্ত। দড়াম করে পড়ে গেল বেনন মুখ থুবড়ে। অনেকক্ষণ লাগল ওর হাঁটুতে ভর দিয়ে বসতে। তারপর আবার দাঁড়াতে পারল। পা বাড়াল আবার।

'হাঁটার সময় কোথায় পা ফেলছ দেখে হাঁটা উচিত।' গম্ভীর চেহারায় বেননকে দেখল পেদ্রো। দু'চোখে চিকচিক করছে শয়তানি। 'তোমার সমস্যাটা কি, তা জানো? আসলে তুমি অনেক বেশি বাড়তি বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছ।' একপাশে কাত হয়ে বেননের হ্যাট কেড়ে নিল সে। ছুঁড়ে ফেলে দিল ওটা বালির একটা উঁচু ঢিবির ওপাশে। 'হ্যাঁ, এবার তোমার হাঁটতে আর অসুবিধা হবে না।'

দর্বত্তের ঘোড়াটা আস্তে হাঁটলেও ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ছে বেনন। ওকে

এগিয়ে আসার সুযোগ দিতে ঘোড়া থামাল পেদ্রো। বেনন কাছে আসতেই বলল, 'আহ্, বেনন, বন্ধু আমার, এই মরুভূমির দিকে তাকালেও তেষ্টা লেগে যায়।' একটা ক্যান্টিনের মুখ খুলে ঢকঢক করে গলায় পানি ঢালল সে। ইচ্ছে করেই কয়েক ফোঁটা পানি শার্টে ফেলল, কয়েক ফোঁটা নেমে এলো কষা বেয়ে। ক্যান্টিনের মুখ আটকে বলল, 'কী যে আরাম, তোমাকে কিছুতেই বলে বোঝাতে পারব না।' ক্যান্টিন রেখে এবার স্যাডলব্যাগের তলা থেকে মেয়েদের একটা রঙচঙা কোঁচকানো ছাতা বের করে মাথার ওপর মেলে ধরল সে। শীতে কেঁপে ওঠার ভান করে বলল, 'মরুভূমির এই হালকা বাতাস! উহ্, কী বলব; সূর্যের একটু তাপও যদি ধরে রাখতে পারত! একটু ছায়াতে এলেই কাঁপ উঠে যায় শরীরে! আহাহাহা! হী হী হী হী হী হী!!'

'আমরা... আমরা ...ক্-ক্ কোথায় যাচ্ছি?' শুকনো জিভ আর ফাটা ঠোঁটের কারণে বিকৃত শোনাল বেননের কণ্ঠ।

'সেখানে, বন্ধু, যেখানে তুমি নও, শুধু আমি একাই পৌঁছব। এই যে ডেড মেন্'স্ মার্চ দেখছ, এই বালির সাগর মাত্র একশো পঞ্চাশ মাইল। তুমি হাঁটতে ভালবাস তো, তাই এখানে নিয়ে এসেছি। এখানে কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না। এমনকি আর্মি পর্যন্ত ভয়ে এখানে পা রাখে না।'

ধপ করে বালিতে বসে পড়ল বেনন। আর এক পা এগোবে সে-শক্তি নেই।

'কী ব্যাপার!' চোখ কপালে তুলল পেদ্রো। 'এত তাড়াতাড়ি বিশ্রাম নিতে বসে পড়লে চলবে কেন! আমরা প্রায় এসে পড়েছি। আর মাত্র একশো পনেরো কি বিশ মাইল। ওঠো, ওঠো, মাত্র চারঘণ্টা পরেই সূর্য ডুববে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মত শিশির পড়বে তখন। হাড় পর্যন্ত জমে যাবে ঠাণ্ডায়। অবশ্য তোমার কী, তুমি তো আমাকে ফাঁকি দিয়ে একলা রেখে ততক্ষণে পৌঁছে যাবে আরেক দুনিয়ায়।' দাঁত বের করে হাসল পেদ্রো। 'গিয়ে চিঠি দিয়ো কিন্তু! পুরানো দোস্তকে ভুলে যেয়ো না।' কথা শেষে হাসির দমক বাড়ল তার। স্যাডলে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল শরীর।

মরার মত পড়ে থাকল বেনন তপ্ত সূর্যের নীচে। ওর মনে হলো অনন্তকাল পেরিয়ে যাচ্ছে। তারপর একসময় শরীরের সমস্ত শক্তি জড় করে উঠে দাঁড়াল আবার। টলতে টলতে হোঁচট খেতে খেতে স্প্যানিয়ার্ডের পেছনে চলল।

অনেকক্ষণ পর ঢলে পড়ল সূর্য পশ্চিমে। থামল পেদ্রো। বেননকে একবার দেখে নিয়ে যেন আনমনে বলছে, এমন ভঙ্গিতে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি খাওয়ার সময় হয়ে গেল? আশ্চর্য! হবেও বা। খিদেয় আমার পেট জ্বলছে। আহা, কী চমৎকার লাগবে এখন সুস্বাদু রুটি, পনির, মাংসের চাকা আর তারপর ঠাণ্ডা পানি। আহ্, স্বর্গসুখ বোধহয় একেই বলে। কী বললে, বেনন?' মাটিতে বসে থাকা নিশ্চুপ বেননের দিকে কপট বিস্ময় নিয়ে তাকাল পেদ্রো। 'বলো কী, একটুও খিদে নেই তোমার? তুমি বরং সূর্যের আলোর নীচে গা গরম করতেই বেশি পছন্দ করবে? আমাকে খেতে দেখলেই তোমার মন শান্তিতে ভরে উঠবে? বেশ, বন্ধু,

তোমার কথা আমি ফেলব না। তবে, পানি কিন্তু তোমাকে খেতেই হবে, না হলে কিন্তু আমিও কিছু খাব না।' একটা ক্যান্টিন নেড়ে পানির শব্দ শুনল সে। তারপর কর্কটা খুলে বেননের আওতার ফুট তিনেক দূরে ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'এই নাও, বেনন!'

হামাগুড়ি দিয়ে ক্যান্টিনের কাছে পৌঁছল বেনন। ক্যান্টিনের খোলা মুখ দিয়ে কুল কুল করে পানি গড়াচ্ছে। হাত বাড়িয়ে ক্যান্টিনটা ধরল সে। মুখে তোলার জন্যে উঁচু করতেই পিস্তল ড্র করে গুলি করল পেদ্রো।

বেননের হাত থেকে ছিটকে গিয়ে তিন-চার ফুট দূরে পড়ল ক্যান্টিন। এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে। এখন ওটার তিন দিক দিয়ে পানি বেরোচ্ছে। মরিয়া হয়ে বালি খামচে শরীরটাকে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করল বেনন। আবছা ভাবে বুঝতে পারছে, পানি ছাড়া আর বড়জোর ঘণ্টা দুয়েক, তারপরই মরে যাবে ও।

বেনন প্রায় ক্যান্টিনের কাছে চলে এসেছে, এমন সময় আবার গুলি করল পেদ্রো। এবার পরপর কয়েকবার। ঝাঁকি খেতে খেতে অনেক দূরে চলে গেল ক্যান্টিনটা। পানির শেষ বিন্দুটাও শুষে নিল শুষ্ক মরু। অসহায় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল বেনন। তারপর বালিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

একটা বালির ঢিবির ছায়ায় গিয়ে ঘোড়া থেকে নামল পেদ্রো। রুটি, গোস্ত আর পনির দিয়ে ধীরে সুস্থে দুপুরের খাওয়া সারল। আকণ্ঠ পান করল ঠাণ্ডা পানি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটু দূরে নিথর পড়ে থাকা দেহটা দেখল। বিড়বিড় করে বলল, 'সত্যি এভাবে ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছে, বন্ধু। তবে, প্রত্যেকের চলার পথ একসময় আলাদা হয়েই যায়। বিদায়, বেনন। কয়োটদের আমার শুভেচ্ছা দিয়ো।'

আসলেই খারাপ লেগে উঠল পেদ্রোর। সত্যি বেননকে ভাল লাগতে শুরু করেছিল ওর। কিন্তু লোকটা হাড় কালি করে ছেড়েছে। উপায় ছিল না, না হলে সত্যি হয়তো শেষ পর্যন্ত বন্ধু হতে পারত ওরা।

স্যাডলে উঠতে গিয়েও থমকে গেল স্যাম। বালির একটা উঁচু ঢিবি টপকে আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে একটা কনফেডারেট আর্মি অ্যাম্বুলেন্স-ওয়্যাগন। ড্রাইভিং সীট খালি। পেছনের ক্যানভাসের পর্দা পুরো টেনে দেয়া। ক্লান্ত ঘোড়া দুটোর কষায় ফেনা দেখে মনে হচ্ছে দীর্ঘক্ষণ পথ চলেছে।

দৌড়ে গিয়ে ওয়্যাগনটার যাত্রাপথে দাঁড়াল পেদ্রো। লাগাম ধরে শ্রান্ত ঘোড়াগুলোকে থামাতে বেগ পেতে হলো না। ঘোড়া সামলে ওয়্যাগনের পেছনে চলে এসে ক্যানভাসের পর্দা ওঠাল তস্কর। প্রথমেই নজর কাড়ল আর সবার গায়ের ওপরে পড়ে থাকা এক কনফেডারেট মেজর। ওয়্যাগনের পথ চলার ঝাঁকিতে লাশের স্তূপ এলোমেলো হয়ে আছে।

মেজরের মৃতদেহ টেনে নামিয়ে সোনার হাতঘড়ি আর কিছু খুচরো পয়সা পেয়ে হাতিয়ে নিল পেদ্রো। কনফেডারেট ব্যাংক নোটের একটা বান্ডিল উল্টেপাল্টে দেখে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর মনোযোগ দিল পরবর্তী

লাশের দিকে। রক্তাক্ত ইউনিফর্ম পরা একচোখে কালো কাপড়ের পট্টি বাঁধা লোকটা ক্যাভালরির সৈন্য। নিজের চোখে বসিয়ে দেখে পট্টিটা পছন্দ হওয়ায় পকেটে পুরল পেদ্রো। পরেরবার ডাকাতি করতে গেলে ছদ্মবেশ নিতে কাজে আসবে।

মূল্যবান কিছু পাওয়া যায় কি না দেখার জন্য লাশটা টেনে নামাতে গেল পেদ্রো। পরমুহূর্তে চমকে উঠল। ওর হাতের ভেতর নড়ে উঠেছে লোকটা।

'পানি। ঈশ্বরের দোহাই একটু পানি!' ফিসফিস করে বলল সৈন্য।

'অপচয় করে লাভ কি, তুমি বাঁচবে না,' জবাবে বলল বাস্তববাদী পেদ্রো। লোকটার পকেট থেকে বের করে নিল খুচরো পয়সা, কিট গ্যারিসনের নাম এনগ্রেভ করা সোনার একটা সুন্দর সিগার কেস আর থার্ড ক্যাভালরি সি.এস. এ-তে নিয়োগ দান পত্র।

নিয়োগ পত্রটা সাবধানে পকেটে পুরল পেদ্রো। মৃত একজন মানুষের পরিচয় ধার নিয়ে সমাজে মিশে যাওয়া সহজই হবে। খুশি হয়ে উঠল সে।

নড়ে উঠে এক চোখ খুলল আহত সৈন্য।

'একটু পানি... দাম দেব... স্বর্ণমুদ্রা... দুই লক্ষ ডলার।'

'কী বললে?' চমৎকৃত হয়ে মৃতপ্রায় লোকটাকে দু'হাতে ধরে ঝাঁকি দিল তস্কর। শুনতে ভুল করেছে ভেবেও জিজ্ঞেস করল, 'দুই লক্ষ ডলার, গ্যারিসন? অত টাকা কোথায় পাবে তুমি! দেখো, পানির জন্যে যদি মিথ্যে বলে থাকো, তা হলে আমি তোমাকে...'

'না,' অস্ফুট সুরে বলল সৈন্য, 'আমার আসল নাম অ্যামব্রোস, কিট গ্যারিসন না। আমি... আমি ফোর্থ ক্যাভালরির বেতনের টাকা লুকিয়ে রেখেছি। কোথায় আছে তা শুধু আমিই জানি। আর পারি না... একটু পানি... পানি... পা...'

'দেব। আগে বলো কোথায়। ঘটনাটা শুনেছি বলে মনে পড়ছে এখন। কোর্ট মার্শালের পর তুমি হাওয়া হয়ে গিয়েছিলে। টাকাগুলো কোথায়?'

'কবর... গোরস্থানে।'

'কোথায়! কোনটায়?'

'স্যাড... হিল... কবরে।'

'কোন্ কবরে? হাজার হাজার কবর আছে ওখানে। কত নম্বর কবরে? নাম কী লোকটার? তাড়াতাড়ি বলো, লোভী শয়তান!'

'নাম... নাম... নামটা...'

'বলো বলো!' লোকটাকে সজোরে ঝাঁকাল পেদ্রো। 'নামটা বলো! পানি দেব! পানি! শুধু বলো কার কবরে রেখেছ!'

চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু গলা দিয়ে গোঙানি ছাড়া আর কিছু বেরোল না। ভাল চোখটা বন্ধ হয়ে গেল। হেলে পড়ল মাথা।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল পেদ্রো। দু'চোখ বিস্ফারিত করে চেঁচিয়ে উঠল, 'মারা যেয়ো না! দোহাই লাগে! এতবড় অন্যায় তুমি কোরো না... হায় ঈশ্বর! ঈশ্বর তুমি

ওকে বাঁচিয়ে রাখো, আমি পানি নিয়ে আসছি।'

ঘুরেই দৌড় দিল সে ঘোড়ার দিকে। ঘোড়াটা ততক্ষণে ঘাস খুঁজতে চলে গেছে শ'খানেক গজ দূরে। দিশেহারা হয়ে সেদিকে ছুটল পেদ্রো। খেয়ালই করল না ক্রল করে ধীরে ধীরে ওয়্যাগনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রক বেনন।

ক্যান্টিন নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো পেদ্রো। দেখল ওয়্যাগনের ছায়ায় গ্যারিসনের পাশে চোখ বন্ধ করে বসে আছে বেনন।

'সরো! সরে যাও ওর কাছ থেকে!' ছানা হারানো মা কাকের মত চিৎকার করে উঠল পেদ্রো।

'ও মরে গেছে,' বিড়বিড় করে বলল বেনন। এরচেয়ে বেশি জোরে কথা বলার আর সাধ্য নেই ওর।

'মিথ্যে বলছ তুমি!' মৃতদেহের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল দুর্বৃত্ত। ঝাঁকাতে লাগল। গালে বসাল চড়-চাপড়, মুখে দিল পানির ছিটা, কিন্তু নড়ল না অ্যামব্রোস।

হতাশ হয়ে কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল পেদ্রো। দু'চোখে খুনির দৃষ্টি নিয়ে খেপাটে চেহারায় বেননকে দেখল সে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তুমিই ওকে মেরে ফেলেছ। মনে করেছ সব তুমি মেরে দেবে? তা হবে না, তোমাকে বাঁচতে দেব না আমি।'

'তা হলে সারাজীবন ফকির হয়েই থাকতে হবে তোমাকে,' ফিসফিস করে বলল বেনন, 'ও আমাকে কবরের কথা বলে গেছে।'

বেননের শিথিল হাত আঁকড়ে ধরল পেদ্রো। 'কী নাম, বেনন? কত নম্বর কবর ওটা?'

জবাবে শুধু দুর্বল, প্রায় অস্ফুট স্বরে একবার গোঙাতে পারল বেনন।

'বেনন!' হাহাকার করে উঠল স্যাম। 'তুমিও নিশ্চয়ই ওই শুয়োরের বাচ্চার মত মরে যাচ্ছ না? তুমি মরতে পারো না – আমি তোমাকে মরতে দেব না। আমি তোমার বন্ধু। বেনন, লক্ষ্মী বেনন, একটু বাঁচো। বেশি না, নামটা বলার আগে পর্যন্ত। বেনন, এই যে পানি। অল্প করে খাও। আমি খাইয়ে দিচ্ছি। বেশি পেটে গেলে শরীর খারাপ হবে। এ-এ-এই!'

পেটে পানি পড়তেই খানিকটা জোর ফিরে পেল বেনন। তবে পেদ্রোর তাতে কোনও সুবিধে হলো না। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে বেনন। ঠোঁট নড়ছে শুধু। আওয়াজ নেই।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'হাত উঁচু করে প্রায় কেঁদে ফেলল পেদ্রো। 'দয়াময় ঈশ্বর, বেননকে তুমি বাঁচাও। ও আমার আপন ভাইয়ের চেয়েও প্রিয়। দয়া করো, প্রভু!'

ওয়্যাগনে উঠে লাশগুলোকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল পেদ্রো। সারাক্ষণ প্রার্থনা করছে। তবে, কোনও লাশের ওজন বাড়াবাড়ি রকমের বেশি হলে মুখ ফস্কে বেরিয়ে আসছে অকথ্য গালি। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে

আবার শুরু হচ্ছে ওর প্রার্থনা।

ছ'ফুটী এক মৃত সৈন্যের গা থেকে ইউনিফর্ম খুলে অচেতন বেননকে পরিয়ে দিল সে। নিজে পরে নিল কিট গ্যারিসনের পোশাক। পরিচয় পত্রও পকেটে পুরল। এক চোখে পরে নিল কালো কাপড়ের ফেট্টি। তারপর বেননকে খুব যত্নের সঙ্গে ওয়্যাগনে তুলে রওয়ানা হলো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে লাগল একই কথা।

'মারা যেয়ো না, ঈশ্বরের কিরে লাগে, বেনন। মারা যেয়ো না, মারা যেয়ো না। ঈশ্বর, বেননকে বাঁচিয়ে দাও। বেনন যদি মরে যায়, আমার সমস্ত কিছুর অর্ধেকটা একেবারে মরে যাবে। দোহাই ঈশ্বর, বেনন যাতে না মরে!'

দশ

'হল্ট! কে ওখানে? পরিচয় দাও, নইলে গুলি করব।'

'কে ওখানে মানে?' দূর থেকে ভীত সন্ত্রস্ত সেন্ট্রিকে ধমক দিল পেদ্রো। 'আমি যদি শত্রু হতাম, তা হলে এতক্ষণে মাথার খুলি উড়ে যেত তোমার।'

সাহস পেয়ে লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এলো সেন্ট্রি। পেদ্রোকে হলদে আলোয় একবার দেখে নিয়ে নজর দিল সে ওয়্যাগনের আরোহীর প্রতি।

'বেঁচে আছে তো?' উদ্‌গ্রীব হয়ে জানতে চাইল পেদ্রো।

'শ্বাস তো নিচ্ছে।' সিধে হয়ে দাঁড়াল সেন্ট্রি। 'কী ব্যাপার?'

'অ্যাম্বুশ। শুধু আমরাই সরে আসতে পেরেছি।'

'নাম, র‍্যাঙ্ক আর ইউনিট নম্বর বলো। তোমার ট্র্যাভেল অর্ডার দেখাও।'

'ট্র্যাভেল অর্ডার?' চোখ কপালে তুলল পেদ্রো। 'আরে গাধা, আমাদের ট্র্যাভেল অর্ডার ছিল ইয়াংকিদের তরফ থেকে ছুটে আসা কামানের গোলা। নাম হচ্ছে কিট গ্যারিসন। থার্ড ক্যাভালরি রেজিমেন্ট, সেকেন্ড স্কোয়াড্রন।' অচেতন বেননকে দেখাল সে। 'বোকার মত শুধু প্রশ্নই করবে, না মানুষটাকে সাহায্য করবে? হাসপাতালটা কোন্ দিকে?'

'কোনও ডাক্তারই নেই, তার আবার হাসপাতাল!'

'তা হলে?' আঁতকে উঠল স্প্যানিয়ার্ড।

'চেষ্টা করে দেখো, স্যান অ্যান্টোনিয়োর মিশনে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো বেঁচেও যেতে পারে।'

'এখান থেকে কত দূরে?'

দক্ষিণে হাত তুলল সেন্ট্রি। 'ওদিকে। আঠারো মাইল। শুনেছি ওখানে ফ্রায়াররা কাউকে ফেরায় না। তবে তোমাকে খুব সাবধানে যেতে হবে। চারপাশে ফেডারেল ট্রুপ গিজগিজ করছে।'

মিশনের দরজায় গিয়ে স্যাম পেদ্রো যখন দাঁড়াল, তখন প্রায় দুপুর। কঠোর তপস্বী এক কাঠবাদামের মত শুকনো চেহারার সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পেদ্রোকে একবার দেখে নিয়ে দরজা খুলে দিলেন। তারপর অপলক তাকিয়ে থাকলেন চোখে প্রশ্ন নিয়ে। চেহারা দেখে মনে হলো না আগে কথা বলতে ইচ্ছুক।

'হ্যালো, পাদ্রি,' দু'আঙুলে হ্যাট ছুঁয়ে সম্মান দেখাল পেদ্রো। পাদ্রি কিছু একটা বলার জন্যে হাঁ করতেই চট করে যোগ করল, 'ওয়্যাগনে মারাত্মক অসুস্থ একজন সৈন্য আছে। এক্ষুণি ওর চিকিৎসা দরকার।'

'কিন্তু আমাদের এখানে জায়গা নেই। সবগুলো ঘর রোগীতে বোঝাই।'

'তা হলে ওকে তোমার ঘরে নিয়ে চলো। ফাদার রেমিরেজ কোথায়?'

'ফাদার মিশনের বাইরে আছেন। যে-কোনওদিন ফিরবেন।'

'তাতে কিছু যায় আসে না। আসল কথা হচ্ছে আমার বন্ধুর সুস্থ হয়ে ওঠা। দেখো তো, পাদ্রি, ও এখনও শ্বাস নিচ্ছে কি না।'

অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে নজর বোলালেন সন্ন্যাসী। 'হ্যাঁ, নিচ্ছে।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! পাদ্রি, তুমি বোধহয় জানো না, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন, কারণ তিনিও ইয়াংকিদের ঘৃণা করেন। কই, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বেচারাকে নামাতে সাহায্য করো। এ...এ...এই। হ্যাঁ, বেশ। ঠিক আছে। আরও সাবধানে ধরো, না হলে ব্যথা পাবে। বেনন, আর কোনও চিন্তা নেই, একদিনেই সুস্থ হয়ে যাবে তুমি এবার।'

কবুতরের খোপের মত ছোট একটা ঘরে পেদ্রোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন পাদ্রি। বেননকে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তারপর পেদ্রোকে নির্দেশ দিলেন বেরিয়ে যেতে।

প্রতিবাদ করল পেদ্রো, 'কিন্তু পাদ্রি, এই মানুষটা আমার ভাইয়ের চেয়েও আপন।'

'তোমার জন্যে আমি নড়তেই পারছি না। বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো। চোখ মেললে তোমাকে খবর দেব।'

বেরিয়ে এসে ঘরের দরজার পাশে হাঁটু মুড়ে প্রার্থনায় বসল পেদ্রো। অতি ধীরে কাটতে লাগল সময়। ওকে পাশ কাটিয়ে তোয়ালে, গরম পানি আর ওষুধপথ্য নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছেন সন্ন্যাসী। দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। হাজার বছর পেরিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হলো পেদ্রোর। ঘরের ভেতর উঁকি দেয়ার উপায় নেই।

অবশেষে একসময় দরজা খুলে বাইরে এলেন সন্ন্যাসী। প্রার্থনা ভুলে গিয়ে এক লাফে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল পেদ্রো।

'পাদ্রি, কেমন আছে ও? কথা বলতে পারছে? আমাকে খুঁজছিল? কোনও নাম উচ্চারণ করেছে? যদি প্রলাপও বকে থাকে, তবু আমাকে বলো।'

'কথা বলার মত জোর ফিরতে বেশ কয়েকদিন লাগবে, যদি বাঁচে।'

'বাঁচবে তো?'

'আশা তো করি। শক্ত মানুষ না হলে এত অত্যাচার সয়ে টিকতে পারত না। তবে সুস্থ হতে অন্তত কয়েক সপ্তাহ লাগবে।'

ঘাড় কাত করে ঘরটা দেখাল পেদ্রো। 'আমি ওর কাছাকাছি থাকতে চাই। হয়তো বাড়তি সাহস পাবে।'

'ব্যবস্থা করছি।'

'ধন্যবাদ, পাদ্রি,' কৃতজ্ঞচিত্তে বলল পেদ্রো, 'ঈশ্বরের অশেষ দয়ায় সময় মত পৌঁছতে পেরেছি। তুমি জানো না ও আমার কাছে কতটা প্রিয়।'

'তোমার মত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার,' প্রশংসা করে বললেন ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসী। 'ঈশ্বর কত মহান, ওকে তিনি তোমার মত বন্ধু দান করেছেন!'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল পেদ্রো। 'দরকার হলে ওর পিছু নিয়ে দুনিয়ার শেষমাথা পর্যন্ত যাব আমি।'

দু'দিন পরে।

ছোট্ট একটা সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্যে যথেষ্ট সুস্থ বলে বেননকে মনে করলেন সন্ন্যাসী। মিনিট দশেক গল্পগুজবের অনুমতি স্যাম পেদ্রোকে দেয়া হলো।

বিচলিত পায়ে ঘরে প্রবেশ করল পেদ্রো। বেননকে সবল লাগছে দেখে। মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। বলল, 'একেবারে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! আর চিন্তা নেই, পাদ্রি বলেছে দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে তুমি আগের মত তাগড়া হয়ে উঠবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ভাবো একবার কী সৌভাগ্য! ভাগ্যিস ওই ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে আমি তোমার পাশে ছিলাম! চিন্তা করে দেখেছ, তুমি ওখানে একা থাকলে কী হত? অসুস্থ মানুষের পাশে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন না থাকলে... আচ্ছা বেনন, তোমার কোনও আত্মীয় নেই? মা? নেই? আহা, তা হলে তুমিও আমার মত একা, এতিম এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে! দুঃখ কোরো না, বেনন, আজ থেকে তুমি আমার সঙ্গী – আর আমি তোমার।'

জবাবে মাথাটা একপাশে কাত করল বেনন। গলা দিয়ে মৃদু মৃদু অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে।

কী বলে শোনার আশায় বেননের মুখের কাছে কান নিয়ে এলো উদগ্রীব পেদ্রো। ভ্রূ কুঁচকে জোড়া লেগে গেল মুহূর্তে। কী দুঃসাহস! হাসছে বেনন!

ছিটকে সোজা হয়ে দাঁড়াল স্প্যানিয়ার্ড। রাগে লাল চেহারায় চাপা স্বরে গর্জে উঠল, 'শুয়োর! বদমাশ! এত হাসির কী আছে, হ্যাঁ?'

'কৌতুকটা হাসির যে,' দুর্বল স্বরে জানাল বেনন।

চোখ সরু হয়ে গেল স্প্যানিয়ার্ডের। 'কৌতুক?'

'হ্যাঁ। তুমি ভাল করেই জানো আমরা দু'জন দু'জনকে ঘৃণা করি। অথচ মজার কথা, পুরানো দোস্ত আমার, পরস্পরকে যে-কোনও মূল্যে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এখন আমাদের।'

'আমিও তা হলে হাসির একটা কৌতুক বলি, শোনো, বেনন,' গম্ভীর করে তুলল পেদ্রো চেহারা। 'একটু আগে আমি মিথ্যে বলেছিলাম। দুই সপ্তাহ কেন, দুই কোটি বছরেও তুমি আর সেরে উঠবে না। তুমি শেষ। শুনছ? তুমি শেষ! পাদ্রি বলেছে বাঁচবে না তুমি... দুনিয়ার সেরা ডাক্তারও বাঁচাতে পারবে না তোমাকে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল পেদ্রো। 'দোষটা আমার... পুরো দোষ আমার... শুধু যদি আমি তখন...'

'পেদ্রো,' দুর্বল স্বরে ডাক দিল বেনন। পেদ্রো মুখের কাছে কান নিয়ে আসায় বলল, 'এত দুঃখ পেয়ো না। মনটা শক্ত করো। খুশি মনে মরে যাব আমি, জানব আমার কথা মনে করে হু-হু করে কাঁদবে তেমন একজন বন্ধু মাটির ধরায় রেখে এসেছি।'

হাঁটু গেড়ে বেননের বিছানার পাশে বসল পেদ্রো। হাতে তুলে নিল বেননের একটা হাত। আবেগ চাপতে গিয়ে ঢোক গিলল বারকয়েক। আড়চোখে দেখল বেনন ওর অভিনয় দেখছে। তারপর দুঃখিত চেহারায় বলল, 'বেনন, আমি দুঃখিত। তোমার এই অন্তিম শয্যায় এ-কথা বলা অনুচিত, তবু না বলেও পারছি না; সত্যি, বেনন, আমি সত্যি বলছি, তোমার জায়গায় আজ যদি আমি মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকতাম, তা হলে কখনোই আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুকে বঞ্চিত করতাম না। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগেই আমি সোনার হদিস দিয়ে যেতাম। কবরে গেলে টাকা তোমার কী কাজে আসবে, বলো, বন্ধু?' উঠে দাঁড়িয়ে একটা কাপে কফি ঢেলে বাড়িয়ে ধরল দুর্বৃত্ত। 'এই নাও, বেনন, এটুকু খেয়ে নাও। জোর ফিরে পাবে। আমি কথা দিচ্ছি, বেনন, তোমার দেয়া নম্বর অনুযায়ী কবর থেকে যদি সোনা উদ্ধার করতে পারি, তা হলে প্রত্যেকদিন তোমার সম্মানে গির্জায় সভা করব। শুধু তাই না, ওরা তোমার স্মৃতিচারণ করে গান গাইবে। তাতে খরচ অবশ্য একটু বেশিই হবে... তো কি হয়েছে, বন্ধুর জন্যে এটুকু করতে না পারলে স্যাম পেদ্রো বেনেডিকটো প্যাসিফিকো রোমারিও হুয়ান মারিয়া রেমিরেজ নিজেকে মানুষ বলেই মনে করবে না। আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুর জন্যে কবরটাও বাঁধিয়ে...'

'পেদ্রো,' প্রায় স্বাভাবিক স্বরে বলল বেনন, 'তুমি যদি না থামো, হাসতে হাসতে খুন হয়ে যাব। তখন কিন্তু কবরের হদিস জানতে পারবে না!'

'নীচমনা লোভী শয়তান!' চাপা স্বরে গর্জে উঠল পেদ্রো বন্ধুত্ব ভুলে।

দরজা খুলে উঁকি দিলেন সন্ন্যাসী।

'ছিহ্ ছিহ্ ছিহ্, লজ্জা হওয়া উচিত, ঈশ্বরের ঘরে এসব জঘন্য কথা উচ্চারণ করছ তুমি,' ধমক দিলেন তিনি। 'বেরোও এখন এ-ঘর থেকে। ওকে বিশ্রাম নিতে দাও।'

পরেরদিন পাদ্রি বেননের ঘরে একগ্লাস পানি নিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় তাঁকে থামাল পেদ্রো।

'পানি কি আমার বন্ধুর জন্যে, পাদ্রি? দাও, আমি নিয়ে যাই। কালকের

দুর্ব্যবহারের জন্যে ওর কাছে ক্ষমা চাইব আমি। আসলে ওর জন্যে এত বেশি দুশ্চিন্তা করছিলাম যে, মাথার ঠিক ছিল না। কাল রাতে মোমবাতি জ্বেলে আমার অপরাধের জন্যে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়েছি। তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি ওর কাছেও মাফ চাইতে চাই।'

সরল মনা সন্ন্যাসীর দু'চোখে জল চলে এলো পাপীর এহেন প্রায়শ্চিত্ত দেখে। পেদ্রোকে গ্লাসটা দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে চলে গেলেন তিনি।

পানি হাতে পেদ্রো বিছানার দিকে এগোতেই হাত বাড়াল তৃষ্ণার্ত বেনন। ওর নাগালের সামান্য বাইরে রয়ে গেল গ্লাস। দাঁড়িয়ে পড়ে দাঁত বের করে হাসল পেদ্রো।

'তোমার ভীষণ পিয়াস লেগেছে, তাই না, বেনন? গলা শুকিয়ে গেছে বুঝি? পাবে। পানি পাবে। যতটা চাও দেব। তবে তার আগে তোমাকে বলতে হবে কোন্ কবরে অ্যামব্রোস সোনা রেখেছে। কোন্ কবরে, বেনন, লোভী হতচ্ছাড়া শকুন, বলো, কত নম্বর কবরে? বলবে না, নোংরা মনের বদমাশ চোর? বলতেই হবে তোমাকে!'

হঠাৎ করে উঠে বসল বেনন। হাতের ধাক্কায় গ্লাসের সবটুকু পানি ছুঁড়ে দিল পেদ্রোর মুখে। তারপর শুয়ে পড়ল আবার। চমকে গিয়ে পেছনে হঠল দুর্বৃত্ত, মুখ থেকে বেরিয়ে এলো অশ্রাব্য গাল। সামলে নিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'ও, তার মানে হারামজাদকি করার জোর ফিরে পেয়েছ! ঠিক আছে, তা হলে পথও চলতে পারবে। আরাম হারাম করে ছেড়ে দেব আমি তোমার। বিছানা থেকে উঠে কাপড় পরে নাও, এক্ষুণি রওয়ানা হব আমি। নড়ছিস না যে! লাথি মেরে বিছানা থেকে ফেলতে হবে নাকি! ইহ্, শুয়ে থাকবেন! আহত সৈন্যরা আসছে, জায়গা খালি করতে হবে না তাদের জন্যে!'

পেদ্রো বোধহয় সত্যি লাথি মারত, কিন্তু দরজা খুলে উঁকি দিলেন সেই সন্ন্যাসী। গম্ভীর স্বরে জানালেন, 'ফাদার রেমিরেজ ফিরেছেন। এক্ষুণি তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমার সঙ্গে এসো।'

দরজার কাছে চলে এসে ঘাড় ফিরিয়ে বেননকে দেখল পেদ্রো। নিচু স্বরে বলল, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি। ফিরে এসে তোমাকে যেন বিছানায় না দেখি।'

পেদ্রো টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ফাদার। মানুষটা তিনি লম্বা। রোদে পোড়া চেহারা পেদ্রোর সঙ্গে মিল রয়েছে মুখের আদলে। নিষ্পলক চোখে আগন্তুককে দেখলেন তিনি।

'পাবলো, পাবলো-আমাকে তুমি চিনতে পারছ না? আমি তোমার ভাই, পেদ্রো!' সামনে ঝুঁকে ফাদারকে প্রায় জাপটে ধরল স্যাম। মাত্র এক মুহূর্ত। তারপর এক পা পিছিয়ে বিব্রত একটা ভঙ্গি করল। 'আবেগ চেপে রাখতে পারিনি আমি, পাবলো! আসলে জানিই তো না সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হয়। এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হলো দেখি তো আমার ভাইটা আমাকে এখনও চিনতে পারে কি না। তোমায় কোনও অসুবিধেয় ফেলে দিইনি তো হঠাৎ

এসে? যাই বলো, তোমাকে এতদিন পর দেখতে পেয়ে দারুণ লাগছে আমার।'

'দেখা শেষ হয়েছে, এবার তুমি চলে যাবে নিশ্চয়ই?' শীতল স্বরে জানতে চাইলেন ফাদার রেমিরেজ।

'দারুণ লাগছে ভাই...মানে ফাদার,' উপেক্ষাটুকু গায়ে মাখল না পেদ্রো, উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'ওহ্, আমার এই ইউনিফর্ম তোমাকে অবাক করেছে বুঝি? লম্বা কাহিনি, পরে একদিন সময় করে বলব, আজ নয়, সময় নেই এখন। তারচেয়ে বরং তোমার কথা বলো। চমৎকার লাগছে তোমাকে দেখতে। শরীর স্বাস্থ্য ভাঙেনি, তবে আগের চেয়ে শুকিয়েছ তুমি। দিনকাল কেমন চলছে? বাবা আর মা আছে কেমন ?'

'নয় বছর পর মনে পড়ল তোমার তাঁদের কথা?'

'নয় বছর!' অবাক হয়ে বলল পেদ্রো, 'এতটা সময়? তুমি বলছ যখন, তাই হবে!'

'বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। মা আমাদের ছেড়ে গেছেন কয়েকদিন হলো। সেজন্যেই আমি মনেস্টারি ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিলাম। মারা যাওয়ার আগেও তোমাকে একপলক দেখার আশায় তিনি দরজার দিকে চেয়ে ছিলেন। তুমি আসোনি। শুধু আমিই ছিলাম পাশে।'

শার্টের হাতায় চোখ মুছল পেদ্রো।

'খারাপ কাজ করা ছাড়া এতদিন তুমি আর কী করেছ, পেদ্রো?' গুরুগম্ভীর স্বরে জানতে চাইলেন ফাদার রেমিরেজ, 'শুনেছি বিয়েও নাকি করেছ, সেই মেয়ে এখন কোথায়?'

'সেই মেয়ে, পাবলো?' ভাইকে আরও রাগানোর জন্যে হাসি হাসি হয়ে গেল পেদ্রোর চেহারা। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'একটা নাকি! কত বউ! একটা এখানে, একটা ওখানে। সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে ওরা।'

'ছিহ্, ছিহ্, পেদ্রো,' ভর্ৎসনা করলেন ফাদার। 'আমি ভাবতেও পারি না আমার ভাই হয়ে তুমি এতটা জঘন্য...'

'বলো, বলো,' উৎসাহ দিল পেদ্রো, 'শোনাও মহান ঈশ্বরের বাণী। এতদিন ধরে বোধহয় অনেক বাণী জমিয়ে রেখেছ? সময়সীমা পাঁচ মিনিট, দেখি এরমধ্যে শেষ করতে পারো কি না।'

হতাশ চেহারায় হাত ঝাড়া দিলেন ফাদার। 'কোনও লাভ নেই আর, পাপের পথে অনেক বেশি এগিয়ে গেছ তুমি। আমাকে দেখতে এসেছিলে; দেখেছ; এবার নিজের পথে চলে যাও, পেদ্রো। ঈশ্বর তোমাকে সুমতি দিন।'

'নিকুচি করি আমি তোমার ঈশ্বরের দেয়া সুমতির,' কর্কশ স্বরে বলে উঠল পেদ্রো। 'ভাই ফাদার রেমিরেজ, চলে যাব আমি। তবে, তার আগে এই আমি স্যাম পেদ্রো বেনেডিকটো প্যাসিফিকো রোমারিও হুয়ান মারিয়া রেমিরেজ তোমাকে একটা কথা বলে যেতে চাই। ভাবছ বুঝি ধর্মের ওই পোশাক গায়ে চাপিয়েছ বলেই তুমি আমার চেয়ে অনেক উঁচু শ্রেণীর মানুষ হয়ে গেছ, তাই না?

ভালমতই জানো, তবু বলছি, আবার শুনে রাখো, যেখান থেকে আমরা এসেছি, সেখানে অভুক্ত থাকতে না চাইলে দুটো পথ শুধু খোলা ছিল – হয় যাজক হও, না হলে ডাকাত। তুমি তোমার পথ বেছে নিয়েছ, আমি বেছেছি আমার পথ – কাজেই মিথ্যে অহম আমাকে দেখাতে এসো না।'

ফাদার রেমিরেজ ঘুরে দাঁড়াতেই ছুটে গিয়ে আবার তার মুখোমুখি হলো পেদ্রো।

'কষ্ট যা করার আমাকেই করতে হয়েছে। তুমি যখন প্রিস্ট হতে চলে গেলে, বাবা-মাকে সাহায্য করতে কে থেকে গিয়েছিল? আমার তখন দশ কি বারো বছর বয়স ছিল! পরিবারের খাবার জোগাতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছি, তারপরও দিনের পর দিন উপোস করতে হয়েছে। তুমি তখন কোথায় ছিলে? দু'বেলা মনেস্টারিতে পেট ভরে খেয়ে ঈশ্বরের জয়গান করেছ।' বড় ভাইয়ের নাকের সামনে আঙুল তুলে নাচাল পেদ্রো। 'তোমার আর আমার তফাৎটা কোথায় জানো? তুমি কাপুরুষ। দস্যু হওয়া সাহসে কুলায়নি, তুমি হয়েছ যাজক। খোঁজ নিয়ে দেখো, দস্যু হই আর যাই হই, মাকে আমি নিয়মিত টাকা পাঠিয়েছি, মা না খেয়ে মরেনি। তুমিও তো পারতে, তুমি তো একবার ভাবোওনি। ঈশ্বরই আসল। মা অনাহারে মরলেই কি! ...আচ্ছা, গত নয় বছরে তুমি একবারও গিয়েছ? একটা টাকা পাঠিয়েছ? না, তুমি কোনও যোগাযোগই রাখোনি।' নিজের বুকে আঙুল ঠুকল পেদ্রো। 'এই আমি, লম্পট এক নীচ দস্যু, আমি খোঁজ রেখেছি, টাকা পাঠিয়েছি। তুমি ভালমানুষ সাজছ, ভাবছ আমার জানা নেই, তুমি তো মায়ের অন্তিম মুহূর্তে সেবা করতে যাওনি, গিয়েছিলে বাড়িঘর বেচে টাকা নিয়ে আসতে।'

চড়াৎ করে পেদ্রোর গালে এসে পড়ল ফাদার রেমিরেজদের চড়। দু'পা পিছিয়ে গেল পেদ্রো। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল দু'চোখ। তারপর বিস্ময়ের জায়গায় সেখানে ঠাঁই নিল ঘৃণা।

'পেদ্রো... ভাই, মাপ করে দাও আমাকে... আমি নিজেকে...'

'ভয় নেই, ফাদার রেমিরেজ,' অদ্ভুত শান্ত গলায় বলল পেদ্রো, 'বড় ভাইয়ের গায়ে হাত তুলব না আমি।'

ঝট করে ঘুরে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে এল স্যাম।

একঘণ্টা পর।

অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভিঙ সীটে বসে আছে স্যাম পেদ্রো। ঈর্ষা নিয়ে দেখছে বেননকে সিগার ধরাতে। ধোঁয়ার গন্ধ নাকে আসতেই ঢোক গিলে জিভের গোড়ায় জমে ওঠা লালা পেটে পাচার করল সে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'মনেস্টারির যাজকরা দারুণ খাইয়েছে, কি বলো? ওরকম ভরপেট খাওয়ার পর সিগার না হলে ঠিক জমে না।'

একটা সিগার বের করে পেদ্রোর দিকে বাড়িয়ে ধরল বেনন। সিগারটা ধরিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে বুক ভরে ধোঁয়া টানল পেদ্রো।

'এইবার একেবারে জমে উঠেছে! কী খাওয়াটাই না ওরা খাওয়াল আমাদের।

ওই সন্ন্যাসীগুলো খায় যেমন, খাওয়ায়ও তেমন। তারওপর আমার ভাই তদারকি করে আমাদের জন্যে সেরাটা পাঠিয়েছে। বেনন, তুমি বোধহয় জানতে না যে আমার ভাই ওই মনেস্টারির প্রধান যাজক? পাবলো। পাবলো ওর নাম। চিন্তাই করতে পারবে না কতখানি ভাল মানুষ। আমাকে বলেছে ধারে কাছে কোনও কাজে এলে যাতে অবশ্যই ওর ওখানে অন্তত কয়েক দিন থেকে যাই। বলেছে, আমি বা আমার কোনও বন্ধুবান্ধবকে খাবার আর আশ্রয়ের জন্যে চিন্তা না করতে। কী যে দুঃখ পেয়েছে ও আমি আরও কিছুদিন থেকে যেতে রাজি না হওয়ায়! কেঁদেই ফেলেছিল আরেকটু হলে।' পকেট থেকে পুরানো একটা কোঁচকানো মানচিত্র বের করে মনোনিবেশ করল পেদ্রো। 'এইখান দিয়ে রিয়ো গ্র্যান্ড পার হব আমরা,' ম্যাপে আঙুল ঠুকল সে, 'নদীটা পার হয়ে এই ট্রেইলটা ধরে এগোব।'

'আমাদের গন্তব্য কোথায়?' নিরীহ ভঙ্গিতে জানতে চাইল বেনন।

'যেখানে যাচ্ছি সেটাই গন্তব্য। ওখানে গিয়ে তারপর বলব। আমি চাই না যাত্রাপথ নিয়ে চিন্তা করে তোমার দুশ্চিন্তা বাড়ুক। ওতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে।'

'আমার স্বাস্থ্যের দিকে তোমার খেয়ালের পরিমাণ দেখে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না,' শুকনো স্বরে বলল বেনন। স্যাম পেদ্রোর পেট থেকে কথা বের করতে পারবে না বুঝতে পেরে ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে। আধঘণ্টা পরই ঘুম ভাঙল ওর। অনুভব করল, ওর দু'কাঁধ ধরে জোরে জোরে ঝাঁকি দিচ্ছে পেদ্রো।

'বেনন, ওঠো! ওঠো!' উত্তেজিত স্বরে ডাকছে স্প্যানিয়ার্ড। বেনন চোখ মেলতেই বলল, 'একদল ক্যাভালরি সৈন্য আসছে!'

'নীল ইউনিফর্মের, নাকি ধূসর?'

পাথুরে জমিতে ছোট একটা ঢালের গোড়ায় এক ঝাড় ঘন ঝোপের পেছনে ওয়্যাগন থামিয়েছে পেদ্রো। ঝোপের ফাঁকফোকর দিয়ে সৈন্যদের দেখতে পাচ্ছে সে। তবে, জানা না থাকলে সৈন্যরা টের পাবে না, ঝোপের আড়ালে একটা ওয়্যাগন আছে।

সীটের ওপর প্রায় লাফিয়ে উঠল পেদ্রো। 'ধূসর, আমাদের মত – কনফেডারেট। কী সৌভাগ্য আমাদের, বেনন! লুকিয়ে আর পথ চলতে হবে না, একটা করে স্যালুট ঠুকে ওদের সঙ্গে রওয়ানা হয়ে যাব এবার। দীর্ঘজীবী হোক কনফেডারেসি – দক্ষিণের জয় হোক, পচে মরুক ইয়াংকিরা। দীর্ঘজীবী হোক জেনারেল... আহ্... জেনারেলের নামটা যেন কী, বেনন?'

'লী। রবার্ট ই. লী।' ওয়্যাগনের মেঝেয় উঠে বসল বেনন। আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'আমার মনে হয় ওরা চলে যাওয়ার আগে এখান থেকে নড়া উচিত হবে না।'

'আহা, বেনন, তুমি খামোকা দুশ্চিন্তা করো,' আদর করে ধমক দিল পেদ্রো। 'ঋণখেলাপী না হলে বন্ধুদের কাছ থেকে কেউ পালিয়ে বেড়ায় নাকি?' ঘোড়া দুটোকে তাড়া দিল সে, 'এগো তোরা! ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন, কারণ তিনিও ইয়াংকিদের ঘৃণা করেন।'

ঢাল পেরিয়ে সমতলে, খোলা জমিতে বেরিয়ে এল অ্যাম্বুলেন্স-ওয়্যাগন। ট্রুপের সামনে চলা অফিসার হাত তুলতেই ওটাকে বাধা দেয়ার জন্যে ছড়িয়ে অবস্থান নিল সৈন্যরা।

খুশি খুশি চেহারায় মাথার ওপর হ্যাট তুলে ঘন ঘন নাড়ল পেদ্রো। চেঁচিয়ে বলল, 'জেনারেল লী দীর্ঘজীবী হোন।'

নীরবে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল অফিসার। তারপর সংবিৎ ফিরে পেয়ে আঙুলের টোকায় ইউনিফর্মের হাতা থেকে একরাশ ধুলো ঝেড়ে ফেলল। দেখা গেল ধুলোর তলায় অফিসার যে-ইউনিফর্মটা পরে আছে, সেটার রঙ নীল। ইয়াংকি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েছে ওরা!

'নিশ্চয়ই ঈশ্বর ইয়াংকিদের যতটা ঘৃণা করেন, তার চোদ্দ গুণ বেশি ঘৃণা করেন গাধাদের,' তিক্ত চেহারায় পেদ্রোর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল বেনন।

এগারো

ব্যাটলভিল প্রিজন ক্যাম্পের চৌহদ্দিটা প্রকাণ্ড। পুরো এলাকা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। তারের বেড়া ঘেঁসে জায়গায় জায়গায় বিশ ফুট উঁচু ওয়াচ টাওয়ার। গার্ডরা ওগুলো থেকে ক্যাম্পের গোটা এলাকায় নজর রাখতে পারে, ইচ্ছে করলে গুলি করতে পারে বন্দিদের যে-কাউকে। এখান থেকে পালানো এক কথায় অসম্ভব।

ক্যাম্প এখন সরগরম। ইতিমধ্যেই কনফেডারেসির এক হাজার সৈন্যকে ভেতরে পোরা হয়েছে। প্রতিদিন শয়ে শয়ে আসছে আরও বন্দি সৈন্য।

পঞ্চাশ জন বন্দি সৈন্যের সঙ্গে পেদ্রো আর বেননকে ঢোকানো হলো ছোট একটা কমপাউন্ডে। এখান থেকে ভেতরের গেটে ঠেলে দেয়া হচ্ছে একেকজন বন্দিকে। গার্ডরা তাকে লাথিগুঁতো মেরে পাঠিয়ে দিচ্ছে ক্যাম্পের ভেতর। তার আগেই অবশ্য কেড়ে নেয়া হচ্ছে পরনের কাপড় ছাড়া বাকি সবকিছু।

টেবিলের ওপর উঁচু স্তূপ হয়ে থাকা ঘড়ি, গহনা আর টাকা-পয়সাগুলো দেখে চকচক করে উঠল পেদ্রোর চোখ।

'ব্যাটাদের কী বুদ্ধি, বেনন!' ফিসফিস করে বলল সে। 'একটা প্রিজন ক্যাম্প দিতে পারলে আমরাও এরকম সবার চোখের সামনে ডাকাতি করতে পারতাম। আমার প্রিজন ক্যাম্পটা হত শুধু বড়লোক অফিসারদের জন্যে।'

'বাজে চিন্তা বাদ দিয়ে পালানো যায় কীভাবে সেটা ভাবো,' বলল বিরক্ত বেনন।

গেটের একজন গার্ড রাইফেলটা কাঁধে তুলে ধমকে উঠল, 'অ্যাই তোমরা! একদম চুপ। আরেকবার মুখ খুললেই গুলি করব।'

লাইনে সবার শেষে রয়েছে বেনন আর পেদ্রো। বাকিরা ক্যাম্পে ঢুকে যাওয়ার পর গেটে দাঁড়ানো গার্ড পেদ্রোর দিকে আঙুল তাক করল। 'এবার তুমি এসো। অন দা ডাবল!'

একজন গণ্ডার আকৃতির কর্পোরাল পেদ্রোর এনলিস্টমেন্ট পেপার কেড়ে নিয়ে কিট গ্যারিসন নামটা তার লিস্টে যোগ করল। ততক্ষণে আরেকজন গার্ড পেদ্রোর পকেট খালি করে ফেলেছে। মৃত মেজরের কাছ থেকে লুঠ করা সোনার ঘড়ি আর খুচরো পয়সাগুলোর দিকে করুণ চোখে তাকাল পেদ্রো, বুকটা ভেঙে গেল যখন কিট গ্যারিসনের নাম এনগ্রেভ করা সোনার সিগার কেসটা ওর আন্ডারপ্যান্টের ভেতর থেকে বের করে টেবিলের ওপর রাখা হলো।

সিগার কেসটা চোখে পড়তেই আড়ষ্ট হয়ে গেল কর্পোরাল। পেদ্রোকে একবার দেখে নিয়ে একজন গার্ডের সঙ্গে কী যেন আলাপ করল। সায় দিল গার্ড। সিগার কেসটা নিয়ে নিচু একটা কাঠের বিল্ডিঙের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল লোকটা। পেদ্রোর দিকে তাকিয়ে হাতের ঝাপটায় ইশারা করল কর্পোরাল।

'ঠিক আছে। সরো তুমি। পরেরজনকে আসতে দাও।'

'আমার রিসিট কোথায়?' জায়গা থেকে না নড়ে গোঁয়ারের মত জানতে চাইল পেদ্রো।

'রিসিট?' চোখ সরু হয়ে গেল কর্পোরালের। 'কীসের রিসিট?'

'জিনিসগুলো যে নিলে সে-জন্যে রিসিট দেবে না? যুদ্ধ শেষ হলে, বা যখন বন্দি বিনিময় হবে, তখন ওটা না দেখালে নিজের জিনিস ফেরত পাব কী করে!'

'ও, ওই রিসিট,' বলল কর্পোরাল। 'এই নাও।'

কোমরের কাছ থেকে হাত ঘুরিয়ে এনে গায়ের জোরে পেদ্রোর পেটে ঘুসি মারল লোকটা। কুঁকড়ে গেল পেদ্রো অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড আঘাতে। ফুঁপিয়ে উঠল। মাটিতে পড়ে গেল চিৎ হয়ে। দম নিতে গিয়ে কাশতে শুরু করল।

হাসছে গার্ডরা। তাদের দিকে তাকাল কর্পোরাল। 'এটাকে ভেতরে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দাও।'

নতুনদের এক লাইনে দাঁড় করানো হলো। তাদের পাশ দিয়ে পায়চারি শুরু করল কর্পোরালের ইউনিফর্ম পরা সেই গণ্ডার। চরম বিরক্তি প্রকাশ করতে ঠোঁটের দু'কোণ বেঁকে আছে তার। তৃতীয়বার পায়চারি শেষে লাইনের মাথায় এসে দাঁড়াল সে।

'শোন্, শুয়োরের বাচ্চারা, আমি কর্পোরাল উইলিস। দুনিয়াতে আমি সবচেয়ে বেশি ঘেন্না করি কনফেডারেট হারামিদের। এখন নিয়মগুলো বলে দিচ্ছি, শুনে রাখ্। আমি যা বলব, তা-ই করতে হবে তোদের। এটাই নিয়ম। নালিশ, অভিযোগ চলবে না; কেউ কোনও সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলে, বা নির্দেশ পালনে দেরি করলে, তাকে আমার সঙ্গে গার্ডরুমে যেতে হবে, সেখানে আমরা আন্তরিক পরিবেশে শৃঙ্খলা নিয়ে কথা বলব।' বন্দি সেনাদের শুকনো মুখগুলোর ওপর ঘুরে এলো গণ্ডারের লালচে কুতকুতে দু'চোখ। 'এবার আমি নাম ডাকব। যে যার নাম

শুনলেই বলবি: উপস্থিত। কানে আমি কম শুনি, কাজেই জোরে উপস্থিত বলতে হবে। জন হুপার।'

'উপস্থিত।'

'চার্লস হিউ।'

'উপস্থিত।'

হঠাৎ বেননের শার্টের হাতা খামচে ধরে টানল পেদ্রো। উত্তেজিত স্বরে ফিসফিস করে বলল, 'ওদিকের ওই লম্বা লোকটাকে দেখেছ, সার্জেন্টের স্ট্রাইপ পরা? ওই যে বাঘের মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে যে-লোকটা? ও-ই থিয়োডর, ভাড়াটে খুনি। তুমি ওকে চেনো, বেনন?'

দূরে দাঁড়ানো লোকটাকে আগ্রহ নিয়ে দেখল বেনন। বিড়বিড় করে বলল, 'নাম শুনেছি। আগে কখনও দেখা হয়নি। তুমি ঠিক জানো যে ওই লোকই থিয়োডর?'

'একশো ভাগ। ওর সঙ্গে কাজ করেছি আমি। ওর বিপক্ষেও। প্রত্যেকবার হারামখোরটার কাছে ঠকে গেছি। ব্যাটা ইয়াংকি ইউনিফর্ম পরে কী করছে জানি না, তবে সেনাবাহিনীতে যুদ্ধ করার জন্যে নাম লেখায়নি, এটা বাজি ধরে বলতে পারি। নিশ্চয়ই কোনও বদমতলব আছে।'

সাড়া না পেয়ে পর পর তিনবার একই নাম ডাকল কর্পোরাল উইলিস। প্রতিবার গলার স্বর জোরাল আর গুরুগম্ভীর হয়ে উঠল।

'কিট গ্যারিসন!' গর্জে উঠল শেষে কর্পোরাল। 'আমি আশা করছি সময়টা উপভোগ করছে সে। কারণ ঘুম যখন ভাঙবে, কিট গ্যারিসন বুঝবে, চিরতরে ঘুমিয়ে থাকাই তার জন্যে ভাল ছিল। কিট গ্যারিসন...'

'পেদ্রো, তুমি বোধহয় ভুলে গেছ ছাগল যে, তোমার নামই কিট গ্যারিসন,' ঠোঁটের কোণ সামান্য ফাঁক করে বলল বেনন।

'তাই তো!' দু'হাত মাথার ওপর তুলে নাড়ল পেদ্রো। 'এই যে এখানে আমি, জেনারেল, স্যার!'

চোখ গরম করে তার দিকে এগিয়ে এলো কর্পোরাল। লোকটা বিশাল আকৃতির হতে পারে, তবে বিড়ালের চেয়েও ক্ষিপ্র। 'তা হলে তুমি ঘুমাচ্ছিলে, কিট গ্যারিসন?' দু'হাতে কোমর চেপে ধরে পেদ্রোকে শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে দিল লোকটা। এত জোরে হাত মুচড়ে ধরে শোল্ডার ব্লেডের দিকে ঠেলে দিল যে, হাড়ের জয়েন্ট মড়মড় করে শব্দ তুলল।

'উপস্থিত, কিট গ্যারিসন?' জানতে চাইল মোলায়েম স্বরে।

জবাবে শুধু অস্ফুট গোঙাতে পারল পেদ্রো। নাক দিয়ে ঘোঁত একটা শব্দ করে হাতটা আরও ওপরে ঠেলে দিল কর্পোরাল। চোখের পানিতে ঝাপসা হয়ে গেল পেদ্রোর দৃষ্টি। কপালে জমে উঠল ফোঁটা ফোঁটা ঘাম।

'তোমার মত নিরেট ষাঁড়ই আমার পছন্দ,' দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সামলে বলল পেদ্রো। 'ওরা যখন আছাড় খেয়ে পড়ে, তখন আওয়াজটা জোরাল হয়।

পাছায় লাথিটা অবশ্য আমিই মারি।'

রাগের চোটে ছোটখাট একটা গর্জন ছেড়ে প্রকাণ্ড মুঠো পাকিয়ে ঘুসি তুলল উইলিস। কিন্তু ঘুসিটা তার মারা হলো না। পেছন থেকে একটা শীতল স্বর নির্দেশ দিল, 'যথেষ্ট হয়েছে, কর্পোরাল; ছেড়ে দাও ওকে।'

দশ-বারো ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে থিয়োডর। আবার নির্দেশ দিল, 'কর্পোরাল, ওকে ছেড়ে দাও। এটা আদেশ।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পেদ্রোকে ছেড়ে পিছিয়ে গেল উইলিস। এতক্ষণ পর গোঙাতে শুরু করল পেদ্রো। হাতটা ওর অবশ হয়ে গেছে, ঝুলছে দেহের একপাশে।

একজন সৈন্য এসে স্যালুট করে দাঁড়াল থিয়োডরের সামনে।

'সার্জেন্ট, ক্যাপ্টেন এক্ষুণি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

থিয়োডরের নিস্পৃহ ভাবলেশহীন দৃষ্টি পেদ্রোর ওপর থেকে বেননের ওপর স্থির হলো। তারপর তাকাল সে উইলিসের দিকে। 'কর্পোরাল, এই দু'জনের সঙ্গে কোনও দুর্ব্যবহার যাতে না করা হয় সেটা তুমি দেখবে।'

কথা শেষ করেই একসারি বিল্ডিঙের দিকে পা বাড়াল থিয়োডর।

বন্দি দু'জনের দিকে শেষ একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘুরে দাঁড়াল কর্পোরাল।

'থিয়োডর ওই গু-খোর ষাঁড়টাকে কী বলল তুমি শুনেছ, বেনন?' উইলিস দূরে চলে যাওয়ার পর বলল পেদ্রো। 'আর আমাদের চিন্তা নেই। থিয়োডর আমাকে চিনতে পেরেছে। নাহ্, লোকটা সম্বন্ধে আমার ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। ঠগ হলেও বন্ধুকে খাতির করতে জানে!'

ক্যাপ্টেন হিউবার্ট, ব্যাটলভিলের কম্যান্ড্যান্ট লোকটা মৃত্যু পথযাত্রী। বেশ অনেকদিন হলো বিছানায় পড়ে আছে সে। প্রতিদিন আগের চেয়েও দুর্বল হয়ে আসছে তার প্রাণস্পন্দন। ফ্যাকাসে চেহারায় বড় বেমানান লাগে জ্বরে উজ্জ্বল চকচকে দুটো চোখ। এই মুহূর্তে শীর্ণ দু'হাতে বিছানার চাদর খামচে ধরে উঠে বসার চেষ্টা করছে ক্যাপ্টেন। নিজেও জানে, শেষ হয়ে গেছে সে। একটা পা ডাক্তাররা উরু থেকে কেটে ফেলে দিয়েছে। রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ থেকে মাংস পচার গন্ধ নাকে আসতেই ভ্রূ কোঁচকাল সে। ভালমতই তা হলে ধরেছে গ্যাংগ্রিন!

থিয়োডর ঘরে ঢোকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসতে পারল ক্যাপ্টেন। ব্যথায় চেহারা বিকৃত হয়ে গেল।

'আশা করি আজকে কিছুটা ভাল বোধ করছেন, স্যার?' বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে অলস ভঙ্গিতে স্যালুট করল থিয়োডর।

'সার্জেন্ট,' দুর্বল স্বরে বলল ক্যাপ্টেন, 'আমি শেষবারের মত বলছি, এই প্রিজন ক্যাম্পে বন্দির সঙ্গে ভদ্র আচরণ করতে হবে, যুদ্ধাপরাধীদের মত নয়। একটু আগে জানালা দিয়ে যা দেখলাম তেমনটা আবারও ঘটলে আমি কিন্তু সহ্য

করব না।'

'বাধ্য হয়েই আমাদের কঠোর হতে হচ্ছে,' কর্কশ একটা ভাব থিয়োডরের কণ্ঠে। 'আমরা অল্প কয়েকজন, আর ওরা শয়ে শয়ে। একবার যদি ওরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠার সাহস পায়, তা হলে খালিহাতে হাতে-গোনা গার্ড ক'জনকে ছিঁড়ে ফেলতে পারবে। ওই লোকটা আমাদের কর্তৃত্ব মানতে চাইছিল না। ওর মত বেয়াড়া লোকের সংখ্যা ক্যাম্পে অনেক।'

'মানুষের মত আচরণ করলেই ওরা আর বেয়াড়াপনা করবে না, এটা কখনও ভেবে দেখেছ, সার্জেন্ট?'

'আপনার কি ধারণা অ্যানডারসনভিলে আমাদের লোকরা এদের চেয়ে ভাল খাতির পাচ্ছে?'

'কনফেডারেটদের প্রিজন ক্যাম্পের কী অবস্থা সেটা নিয়ে ভাবা, অথবা সেই অনুযায়ী বন্দির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা আমার দায়িত্ব নয়, সার্জেন্ট। আমার ক্যাম্পে আমি সুষ্ঠু আইন শৃঙ্খলার বাস্তবায়ন চাই। বন্দির টাকা-পয়সা ডাকাতি করা, অত্যাচার – এমনকি খুন করার মত ঘটনাও এখানে ঘটছে। ভেবো না এসব সহ্য করা হবে।'

সরু হয়ে গেল থিয়োডরের চোখ। 'আপনি কি আমাকে অভিযুক্ত করছেন, স্যার?'

'সার্জেন্ট, গ্যাংগ্রিন আমার পা খেয়েছে, চোখ নয়। ভালমতই জানি বন্দি সৈন্যদের সমস্ত সম্পদ কেড়ে নিয়ে ভাগ করে নিচ্ছে একদল শেয়াল। আমার ভুলটা হয়েছিল তোমাকে নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে। উচিত ছিল হেডকোয়ার্টার থেকে বদলী অফিসার আসার আগে অসুস্থ হয়ে না পড়া।' বিরক্ত চেহারায় মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন। 'আমি এমন কী এটুকু পর্যন্ত নিশ্চিত নই যে, আমার বার্তাবাহক ক্যাম্প ছেড়ে হেডকোয়ার্টারের দিকে রওয়ানা হতে পেরেছে।'

'আপনি যদি আমার কাজে অসন্তুষ্ট বোধ করেন, স্যার,' বলল থিয়োডর, 'এই মুহূর্তে খুশি মনে আপনার হাতে আমি দায়িত্ব ছেড়ে দিতে রাজি আছি।'

'আমি তা বলছি না,' বসে থাকার পরিশ্রমে কাঁপা কাঁপা শোনাল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ। 'শুধু সাবধান করে দিচ্ছি, জেনে রেখো, সার্জেন্ট, আমি এখনও মারা যাইনি। বেআইনী কাজ করে কেউ পার পাবে না। মরার আগেই কোর্ট মার্শালে বদমাশগুলোকে মারার জন্যে প্রমাণ সংগ্রহ করব আমি।'

'বেঁচে থাকার চমৎকার অনুপ্রেরণা, স্যার! আমি প্রার্থনা করি আপনার উদ্দেশ্য সফল হোক।' স্যালুট করা বা অনুমতি নেয়ার তোয়াক্কা করল না, ঘর থেকে গটগট করে বেরিয়ে এলো থিয়োডর।

বাইরে এসে দেখল সরু চেহারার এক গার্ডের সঙ্গে কর্পোরাল উইলিস গভীর আলোচনায় মগ্ন। তাদের পাশ কাটানোর সময় মাথা সামান্য কাত করে একটা ইশারা করল থিয়োডর। মিনিট পাঁচেক পরই তার নিজস্ব কোয়ার্টারে এসে হাজির হলো লোক দু'জন।

দরজাটা বন্ধ করেই ভ্রূ কুঁচকে থিয়োডরকে দেখল কর্পোরাল।

'ওই বাঁদরটাকে পিটিয়ে ছাতু বানাতে দিলে না কেন?'

'কারণ এই মুহূর্তে ওর গুরুত্ব আমার কাছে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে বেশি। একবার ওকে কথা বলিয়ে নিই, তারপর যা খুশি করতে পারবে তুমি ওকে নিয়ে।' সরু চেহারার গার্ডের দিকে ফিরল থিয়োডর। 'অ্যানডি, এবার এখানের পাট চুকাতে হবে। হিউবার্টের বদলী অফিসার এসে হাজির হলে মহাবিপদ।'

সিক্সগানের বাঁটে চাপড় মারল অ্যানডি। 'হিউবার্ট আর তার বদলী অফিসারের ব্যবস্থা আমি করে ফেলব তুমি একবার বললেই।'

'বুঝলাম; কিন্তু এরচেয়ে অনেক জরুরী একটা কাজ আছে এখন আমাদের হাতে। ছেলেদের জড় করে পুরানো ক্যাম্পে গিয়ে আস্তানা গাড়বে তুমি। সাবধান, উইলিস বা আমার কাছ থেকে কোনও খবর না পেলে ভুলেও জায়গা ছেড়ে নড়বে না।'

অ্যানডি চলে যাওয়ার পর চেয়ারে হেলান দিয়ে কর্পোরালের দিকে তাকিয়ে হাসল থিয়োডর।

'উইলিস, ক্যাপ্টেন হিউবার্ট চায় বন্দিদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করা হোক। তুমি তো বাজনার চমৎকার আয়োজন করো, আজকেও এখন একটু আয়োজন করে ফেলো।'

'অবশ্যই স্যার!' হেসে উঠল কর্পোরাল। পর মুহূর্তেই জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল।

'সব ক'জন বাজনদারকে আজকে জোরেসোরে বাজাতে বলবে।'

'অবশ্যই!' ডানহাতের মুঠো বাম হাতের তালু দিয়ে ঘষতে ঘষতে খুশিতে চিকচিকে চোখে ঘনঘন মাথা নাড়ল উইলিস।

'তারপর তোমার প্রাণের বন্ধু কিট গ্যারিসনকে ডেকে নিয়ে আসবে। সাবধান, প্রথমেই হাত চালিয়ে বোসো না।'

আরও কয়েকজন বন্দির সঙ্গে একটা ব্যারাকের ছায়ায় বসে খাচ্ছে পেড্রো আর বেনন, এমন সময় ব্যারাকের কোনা ঘুরে বেরিয়ে এলো কর্পোরাল উইলিস। ভ্রূক্ষেপ না করে ওদের পাশ কাটাল লোকটা। একজন বুড়ো লোক দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ঘুমাচ্ছে। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। প্রচণ্ড জোরে সবুট লাথি মারল বুড়োর পাঁজরে।

কয়েক গড়ান দিয়ে স্থির হলো বুড়ো। পাঁজর চেপে ধরে ককাতে ককাতে উঠে দাঁড়াল।

'সাইমন, আজকে আমরা বাজনার আয়োজন করছি।' দাঁত বের করে হাসল কর্পোরাল। 'তোমার শিঙাটা নিয়ে এক্ষুণি গিয়ে আর সবার সঙ্গে দাঁড়াও।'

'জ্বী, স্যার।' মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে বলল বুড়ো। টলতে টলতে ব্যারাকে ঢুকে তোবড়ানো একটা শিঙা নিয়ে কম্পাউন্ডের উল্টোদিকের তারের বেড়া ঘেঁষা খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল সে। ওখানে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে হাজির

হয়েছে বন্দি বাজনদারদের দল।

হাসিটা তখনও মুখ থেকে মোছেনি, ঘুরে দাঁড়িয়ে পেদ্রোর দিকে আঙুল তাক করল কর্পোরাল।

'অ্যাই, তুমি – গ্যারিসন, আমার সঙ্গে আসো। সার্জেন্ট তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।'

চুপ করে বসে থাকল পেদ্রো, যেন কথাটা কানেই যায়নি।

'সার্জেন্ট গায়ে হাত তুলতে মানা করেছে,' বলল উইলিস, 'তবে খেপলে নির্দেশ ভুলে যাবার একটা বদঅভ্যাস আছে আমার। শেষবারের মত বলছি, গ্যারিসন!'

অনিচ্ছুক চেহারায় কর্পোরালের পেছনে চলল পেদ্রো। ওর হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হলো, ফাঁসিকাঠের দিকে যাচ্ছে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী। আরলিংটন নামের এক বন্দি দুঃখিত চেহারায় বেননের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল।

'জানি না তোমার বন্ধু কী দোষ করেছে, তবে প্রার্থনা করি ঈশ্বর ওকে রক্ষা করুন। এর আগে কোনও দিন সার্জেন্টের কোয়ার্টারের এত কাছে বাজনার প্রস্তুতি নিতে দেখিনি।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল বেননের। 'বাজনার সঙ্গে সার্জেন্টের তলবের সম্পর্কটা ঠিক বুঝলাম না।'

'ব্যাটলভিলের বাজনার কথা আগে শোনোনি? কাউকে পিটিয়ে মেরে ফেলার জোগাড় করলেই শুধু বাজনা বাজাবার নির্দেশ দেয় সার্জেন্ট। এত জোরে আওয়াজ হয় যে, মরণযাত্রীর চিৎকার ক্যাপ্টেনের কান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।'

'এ পর্যন্ত কেউ মারা গেছে?'

'বেশ ক'জন।'

মুঠো পাকিয়ে গেল বেননের হাত। এত দিন সোনার খবর শুধু ওর আর পেদ্রোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন জানবে থিয়োডর। তবে সেটা বড় কথা নয়। পৈশাচিক বর্বরতা চিরকালই ঘৃণা করেছে বেনন। অপরাধীকে শাস্তি দিতে গিয়ে তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সেটাও মস্ত বড় অপরাধ বলে জেনে এসেছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল বেনন, মুক্ত হতে পারলে থিয়োডরের মুখোমুখি হবে ও। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোনও অধিকার নেই খুনেটার। একবার উইলি আর মেরির জন্যে পর্যাপ্ত টাকা জোগাড় করতে পারলেই থিয়োডরের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে সে। পশ্চিমে হয় রক বেনন থাকবে, না হলে থিয়োডর।

বারো

'এসো, স্যাম,' অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে আমন্ত্রণ জানাল চেয়ারে বসা থিয়োডর। 'কেমন আছ? কতদিন পর দেখা হলো, বলো তো?'

থিয়োডরের পাশে একটা টেবিলের ওপর ধোঁয়া ওঠা স্ট্যু-এর পেয়ালা, পাউরুটি আর ভরা একটা হুইস্কির বোতল। বোতল থেকে একটা গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে হাতে নিল থিয়োডর, নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল পেদ্রোর চোখে।

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল পেদ্রো, 'অনেক দিন হলো, থিয়োডর।'

'এবার তুমি চোখ থেকে ওই ফালতু পট্টি সরিয়ে ফেলতে পারো। প্রথমবার দেখেই তোমাকে চিনেছি।'

কালো কাপড় খুলে ফেলল পেদ্রো। ওর নাকে এসে বাড়ি দিচ্ছে সুস্বাদু স্ট্যুর সুবাস। জিভে জল চলে এলো, মোচড় দিয়ে উঠল পেট।

স্ট্যুর বাটিতে পেদ্রোর নজর আটকে গেছে লক্ষ করে হাতের ইশারায় তাকে একটা চেয়ারে বসতে বলল থিয়োডর।

'খাও। যত খুশি, স্যাম। লজ্জা কোরো না।'

চামচ হাতে নিয়ে বাটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েও হঠাৎ থমকে গেল পেদ্রো। মনের মধ্যে ভয়ানক এক সন্দেহ জেগে উঠেছে তার। বিষ দেয়নি তো? একদিকে খিদে আর লোভ, অন্যদিকে সন্দেহ। শেষ পর্যন্ত সন্দেহেরই জয় হলো। চামচটা নামিয়ে রাখল পেদ্রো।

বড় একটা চামচে করে বাটি থেকে স্ট্যু তুলল থিয়োডর। মুখে দিয়ে কিছুক্ষণ স্বাদ উপভোগ করে গিলে ফেলল নির্দ্বিধায়।

'দেখলে, স্যাম – বিষ নেই। তুমি দেখছি আগের মতই সন্দেহপ্রবণ রয়ে গেছ!'

এবার আর সাধতে হলো না, হামলে পড়ল পেদ্রো বাটির ওপর। তিন মিনিটে দুই সের স্ট্যু চলে গেল পেটে। বাটি খালি করে হেলান দিয়ে চেয়ারে বসল সে। সম্পূর্ণ তৃপ্ত। মনে হচ্ছে পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে গলা পর্যন্ত ভরে গেছে স্ট্যুতে, একটু নড়লেই নাক-মুখ দিয়ে ছলকে বেরিয়ে আসবে।

'আহ্!' তৃপ্তির ঢেকুর তুলল পেদ্রো। 'আমি জানতাম। যেই মুহূর্তে তোমাকে দেখেছি এখানে জমিয়ে আস্তানা গেড়েছ, আমি বুঝে, গেছি বিপদ কেটে গেল। আমার মত একজন বন্ধুকে যে তুমি ভুলবে না, তা আমি নিজেকে বিচার করেই বুঝেছি।'

'ঠিক, স্যাম,' গম্ভীর স্বরে জানাল থিয়োডর। 'তোমার মত একজন দোস্তকে কী করে ভুলি।'

উৎসাহিত হয়ে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে চুমুক দিল পেদ্রো। মন থেকে ঝড়ের মেঘের মত সরে গেছে সব ভয়।

'এবার তা হলে বলতে শুরু করো তোমার কাহিনি।' স্থির দৃষ্টিতে পেদ্রোর দিকে তাকাল থিয়োডর।

'কাহিনি?' ভ্রূ কুঁচকে গেল পেদ্রোর।

'এতদিন পরে দেখা, কিছুই তোমার বলার নেই?'

'কী বলব?'

'এই যেমন যুদ্ধের ব্যাপারে। অতি জরুরী কিছু বলতে চাও অথচ বলতে ভুলে গেছ, তেমন হচ্ছে না তো?'

'নাহ্! বলার কী আছে, সিবলের দলে যোগ দিয়ে ভুল করেছি, এটাই শুধু বলার মত ব্যাপার।'

'ও, তার মানে তুমি সিবলের টেক্সানদের সঙ্গে ছিলে? তার মানে তুমি তো সান্তা ফে থেকে এসেছ। এতদূরে এসে বন্দি হলে কী করে?'

'হলাম।' ব্যাপারটা কী হচ্ছে বুঝতে না পারায় অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল পেদ্রো।

'মরুভূমিতে অনেক লোক মরেছে। ওটা পার হওয়া খুব কঠিন।'

'কেউ পার না হলে বুঝতেই পারবে না কতখানি,' সায় দিল পেদ্রো।

'এবার বলো,' নড়েচড়ে বসল থিয়োডর, 'হঠাৎ করে কিট গ্যারিসন নামটা তোমার এত পছন্দ হয়ে গেল কেন?'

থিয়োডরের দৃষ্টির সামনে চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো পেদ্রো। কিছুক্ষণ নখ খুঁটে তারপর সাহস সঞ্চয় করে আবার তাকাল। খেয়াল রাখল কথা বলার সময় গলার স্বর যাতে না কাঁপে।

'তুমি তো জানো নিজের নাম ব্যবহার করলে যখন তখন বিপদে পড়ে যেতে পারি, তাই একটা ছদ্মনাম বেছে নিয়েছি।' হাসল পেদ্রো। 'তুমিও কি নাম ভাঁড়াওনি? এখানে সার্জেন্ট থিয়োডর বলে তোমাকে চেনে কেউ? আসল নাম জানতে পারলে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে না?'

প্রশ্নটা উপেক্ষা করল থিয়োডর। একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'ও, আচ্ছা, এটাই তা হলে কারণ! তুমি বলতে চাইছ কিট গ্যারিসন নামটা এমনিই তোমার মাথায় এসেছে, স্যাম? এমন তো নয় যে, সত্যিকার কোনও কিট গ্যারিসনের লাশ থেকে নামটা তুমি ধার করেছ?'

'আসলেই কোনও কিট গ্যারিসন আছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল পেদ্রো। নিষ্পাপ চেহারায় মাথা নাড়ল। 'না, হঠাৎ করেই নামটা মাথায় আসে।'

'আচ্ছা! আর চোখের পট্টি? ওটাও হঠাৎ করেই তোমার মাথায় খেলে যায়?' পেদ্রোর কপাল বেয়ে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম নামতে দেখল থিয়োডর। শীতল ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, স্যাম, বাজনা তোমার কেমন লাগে? ব্যান্ডের বাজনা?'

মুহূর্তের জন্যে হতচকিত বোধ করল, তারপরই শ্রাগ করে সপ্রতিভ হয়ে উঠল পেদ্রো। ফুলে থাকা পেটে হাত বুলিয়ে বলল, 'সুরে বাজলে ভালই তো লাগে। লোকে বলে খাওয়াদাওয়ার পর গানবাজনা শুনতে। ওতে নাকি হজম ভাল হয়।'

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে কর্পোরাল উইলিস।

'শুরু করব, সার্জেন্ট?' উদগ্র আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল সে।

'কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে,' আশ্বস্ত করল থিয়োডর। 'আরেকটু ধৈর্য ধরো, উইলিস।'

বারবার উইলিস আর থিয়োডরের ওপর ঘুরে এলো পেদ্রোর বিচলিত দৃষ্টি। লোকগুলোর আলাপের অন্তর্নিহিত অর্থ সে বুঝতে পারছে না, তবে অনুভব করছে, মারাত্মক অশুভ কোনও পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলছে ওরা। হঠাৎ করেই থমথমে হয়ে উঠেছে ঘরের পরিবেশ। অজান্তেই বারবার ঢোক গিলতে শুরু করল পেদ্রো।

'তা হলে, স্যাম, তুমি বলতে চাইছ তোমার কিট গ্যারিসন ছদ্মনামের পেছনে অর্থবহ কোনও ঘটনা নেই?'

মাথা ঝাঁকাল পেদ্রো। "হ্যাঁ" নাকি "না" বোঝাতে চাইল, স্পষ্ট হলো না। থিয়োডর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'কোনও ঘটনা নেই।'

'তা হলে, স্যাম,' পকেট থেকে সোনার সিগার কেসটা বের করে টেবিলে রাখল থিয়োডর, এনগ্রেভ করা নামটা দেখিয়ে বলল, 'রীতিমত পয়সা খরচ করেছ তুমি যে-লোক কখনও ছিলই না, তার পরিচয় ধার করতে গিয়ে। কেন, স্যাম?' সামনে ঝুঁকে মৃত্যুশীতল দৃষ্টিতে পেদ্রোর চোখে তাকাল থিয়োডর। 'সত্যি করে বলো, স্যাম; তুমি যখন গ্যারিসনকে পাও, তখনও সে বেঁচে ছিল, তাই না? কথাও নিশ্চয়ই বলেছে। কী বলেছে, স্যাম? বলেনি কোথায় আছে সেই দুই লক্ষ ডলার?'

'তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না। এসব ব্যাপারে আমার কোনও ধারণাই নেই! পাগল তো হয়ে যাওনি, থিয়োডর?'

আবার হেলান দিয়ে বসল থিয়োডর। দাঁতের ফাঁকে হিসহিস করে বলল, 'এবার শুরু করতে পারো, উইলিস।'

নির্দেশ পাওয়ামাত্রই দরজা খুলে বাইরে মাথা বের করল কর্পোরাল। অপেক্ষমাণ বাজনদারদের উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়ল। 'বাজাও সবাই! জোরে! থামতে না বললে থামবে না।'

বেজে উঠল ব্যান্ড মিউজিক। বেসুরো, তবে অস্বাভাবিক জোরাল আওয়াজে।

তেরো

ভণ্ড; কাকুতি মিনতি অনুনয় বিনয়েও পারদর্শী, তবে আর যাই হোক, স্যাম পেদ্রো বেনেডিকটো প্যাসিফিকো রোমারিও হুয়ান মারিয়া রেমিরেজকে দুর্বল চরিত্রের

ভীতু লোক বলা যাবে না। যতই বৃথা চেষ্টা হোক, আত্মরক্ষা করতে আহত বাঘের মত মরিয়া হয়ে লড়ল সে। প্রথম আঘাত সে-ই হানল। দু'হাতে পরপর দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল সে কর্পোরালের তলপেটে। নিরেট মাংসপেশীতে গোত্তা খেয়ে ফিরে এলো ওর হাত। একটু টলেনি পর্যন্ত বিশালদেহী দানব।

অর্ধেক আকারের লোকটাকে চোখের সামনে শিম্পাঞ্জীর মত লাফাতে দেখে গরম হয়ে উঠল কর্পোরাল। প্রকাণ্ড এক ঘুসি হাঁকাল সে পেদ্রোর মাথায়। মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল পেদ্রোর দু'পা। উড়ে গিয়ে টেবিলের ওপর পড়ল সে। সেখান থেকে বাসন-কোসন পেয়ালা-বাটি সহ মাটিতে। উঠে দাঁড়াবার সুযোগ পেল না, এক লাফে তার কাছে পৌঁছে গেল উইলিস। কলার ধরে পেদ্রোকে টেনে তুলে ঘুসি মেরে ফেলে দিল আবার। বারবার ঘটল একই ঘটনা।

প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়েছে পেদ্রো, অনেকক্ষণ হলো ভোঁতা একটা ব্যথা শুধু অনুভব করছে।

ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গরম নোনতা তরল ঢুকতে আবছা ভাবে বুঝল, গাল অথবা নাক ফেটে গেছে। অর্ধনিমিলিত চোখে ঝাপসা ভাবে দেখতে পাচ্ছে সে দানবের ঘৃণায় বিকৃত চেহারা। মেরেই চলেছে লোকটা ওকে। ঠাণ্ডা মাথায় পিটিয়ে মেরে ফেলছে!

প্রতিবার আঘাত করার পর দানবের গলার গভীর থেকে উঠে আসছে সন্তুষ্টিসূচক ঘড়ঘড় শব্দ।

হঠাৎ কোনও কারণ ছাড়াই বেননের কথা মনে হলো পেদ্রোর।

'থামো এবার; একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও,' হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল থিয়োডর। লোকটার কথা বুঝতে পারল না পেদ্রো। শুধু অনুভব করল, আঘাতগুলো থেমে গেছে, আর ঝাঁকি খাচ্ছে না শরীর। মিনিট দু'এক নিথর পড়ে থাকার পর চোখের সামনে থেকে ঝাপসা ভাবটা কেটে গেল। 'হজম কেমন হয়েছে?' জানতে চাইল থিয়োডর, 'এবার বাজনা থামাতে বলব? তুমি মুখ খুলতে রাজি হলেই থেমে যাবে বাজনা।'

'কী ব্যাপারে মুখ খুলব। কিছু জানিই তো না।' উঠে বসার চেষ্টা করে আবার শুয়ে পড়ল পেদ্রো।

'উইলিস!'

দরজা দিয়ে মাথা বের করে ধমক দিল কর্পোরাল। 'আরও জোরে বাজাও, গাধার দল!'

কর্ণবিদারক হয়ে উঠল বেসুরো বাজনা। হাসিমুখে এগিয়ে এসে পেদ্রোর গলা টিপে ধরতে ঝুঁকল উইলিস।

মরার মত পড়ে ছিল, কর্পোরাল ঝুঁকতেই স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল পেদ্রোর শরীর। একসঙ্গে দু'পা ভাঁজ করে ছুঁড়ে দিল সে দানবের মুখে। পরমুহূর্তে হাঁচড়েপাচড়ে উঠেই ঝেড়ে দৌড় দিল দরজা লক্ষ্য করে।

পা বাধিয়ে ওকে ফেলে দিল থিয়োডর। ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে গণ্ডার

ভাঙা নাক থেকে গলগল করে রক্ত পড়ছে, গাল দুটো থেঁতলে যাওয়ায় আরও বীভৎস হয়ে উঠেছে চেহারা। দৌড়ে এসে পেদ্রোকে চিত করল সে। প্রতিপক্ষের হাত দুটো দু'হাঁটুর তলায় চেপে ধরে চড়ে বসল বুকের ওপর। মনের সাধ মিটিয়ে কয়েকটা ঘুসি মেরে তারপর পেদ্রোর দু'চোখ দু'হাতের বুড়ো আঙুলে চেপে ধরল। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'আমার কাজ শেষ হলে দু'চোখে দুটো পট্টি লাগবে তোর।'

উইলিসের আঙুল চোখের মণিতে চেপে বসছে টের পেয়ে মরিয়া হয়ে চেঁচাল পেদ্রো। চাপ কমল না। বাড়ল আরও। নীচের দিকে ডেবে যাচ্ছে অক্ষিগোলক। অন্ধ করে দেবে লোকটা ওকে!

'বলব! বলব আমি... সব বলব,' ফুঁপিয়ে উঠে বলল পেদ্রো।

'ওকে ছেড়ে দাও, উইলিস,' শান্ত স্বরে সিদ্ধান্ত জানাল থিয়োডর।

অতি ধীরে আঙুলের চাপ কমাল কর্পোরাল। তার চেয়েও ধীরে পেদ্রোর বুক থেকে উঠে সরে দাঁড়াল। সর্বক্ষণ নিচু গলায় অশ্রাব্য গাল দিচ্ছে সে। একটু পরপর শার্টের হাতায় রক্তাক্ত মুখ মুছছে।

চেয়ার ঘুরিয়ে পেদ্রোর দিকে ফিরল থিয়োডর। কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে তস্কর।

'বলো, শুনি কী কথা তোমার।'

'সোনাগুলো একটা কবরে লুকিয়ে রেখেছে।'

'কোথায়?'

'স্যাড হিলে।'

'কোন্ কবরে? নাম আর নম্বর কত?'

'আমি জানি না।'

'উইলিস!'

'সত্যি আমি জানি না, বিশ্বাস করো; ঈশ্বরের শপথ!' কর্পোরালকে এগোতে দেখে ফ্যাকাসে চেহারায় ফিসফিস করল পেদ্রো। আতঙ্কে কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেল তার। নতুন করে ঘামতে লাগল।

'তা হলে আর কে জানে?' বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল থিয়োডর।

'রক বেনন জানে।' কথাটা চোখ হারানোর ভয়ে আপনাআপনি বেরিয়ে গেল পেদ্রোর মুখ থেকে। কাছে চলে এসেছে কর্পোরাল!

'অ্যাই থামো!' দানবকে থামিয়ে বিস্মিত চোখে পেদ্রোকে দেখল থিয়োডর। 'রক বেনন, স্যাম? কোনও রক বেনন? মন্ট্যানার বেনন?'

'হ্যাঁ।'

'গুল মেরে লাভ নেই,' কঠোর চেহারায় বলল খুনি। 'মিথ্যে বললে চোখ খোয়াবে।'

'বিশ্বাস করো, মিথ্যে বলছি না। আমার সঙ্গের লম্বা লোকটাই রক বেনন।'

'কী ঘটেছিল খুলে বলো। মিথ্যে বলছ কি না সেটা আমি বিচার করব। মনে রেখো, মিথ্যের শাস্তি হচ্ছে অন্ধত্ব।'

কিছুক্ষণ চুপ করে কথা গুছিয়ে নিয়ে বলতে লাগল পেদ্রো। 'হ্যাঁ, গ্যারিসনকে আমি মরুভূমিতে জীবিত পাই। গুরুতর আহত ছিল, কিন্তু তখনও মরেনি। আমাকে টাকা আর গোরস্থানের নাম বলে সে। কবরের নাম আর নম্বর বলতে পারেনি। বারবার পানি চাইছিল, গলা শুকিয়ে যাওয়ায় কথা বলতে পারছিল না। দৌড়ে ঘোড়ার কাছে যাই আমি, ফিরে আসি পানি নিয়ে; কিন্তু ততক্ষণে লোকটা মরে গেছে। তারপর খেয়াল করলাম লাশের পাশেই রক বেনন বসে আছে। মারা যাওয়ার আগে গ্যারিসন বেননকে কবরের এপিটাফের নাম আর নম্বর বলে গেছে। বেনন নাম-নম্বর জানে, তবে জানে না কোন্ গোরস্থান; আর আমি জানি জায়গার খবর, নাম-নম্বর আমার জানা নেই।'

'ঝামেলা বাড়ল।' চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করল থিয়োডর। ভ্রূ কুঁচকে আছে গভীর চিন্তায়। রক বেনন পরিচিত নাম। ভাঙবে তবু মচকাবে না ওই লোক। অথচ লোকটার সাহায্য তাকে পেতেই হবে। অনেকক্ষণ পর পায়চারি থামাল খুনি।

ব্যারাকের সামনে বেননকে পেল থিয়োডরের পাঠানো গার্ড। তর্জনী নেড়ে ইশারা করল লোকটা।

'তোমাকে সার্জেন্ট ডেকে পাঠিয়েছেন।'

বেনন যখন ঘরে ঢুকল, টেবিলের কোনায় বসে পা নাচাচ্ছে থিয়োডর। সার্জেন্টের ইউনিফর্ম খুলে পরে নিয়েছে নিজের পোশাক। ফ্রক কোটের তলা থেকে লম্বা ব্যারেলের সিক্সগানটার বাঁট বেরিয়ে আছে। টেবিলের ওপর আরও বেশ কয়েকটা পোশাক রাখা। চোখের ইঙ্গিতে সেগুলো দেখাল থিয়োডর।

'ইউনিফর্ম খুলে এগুলো পরে নাও।'

'কেন?'

'কারণ এখুনি আমরা রওয়ানা হব।'

'কোথায়?'

'সোনার খোঁজে। আমি জানি গোরস্থানের নাম, আর তুমি জানো কোন্ কবরে গ্যারিসন টাকা রেখেছে; সুতরাং এখন থেকে আমাদের দু'জনেরই চলার পথ এক।'

'তার মানে স্যাম পেদ্রো মুখ খুলেছে?'

'খুলতে বাধ্য হয়েছে।'

'বুঝতে পারছি,' মেঝেতে রক্তের দাগ দেখতে পেয়ে শীতল স্বরে বলল বেনন।

থিয়োডর ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল, 'উইলিস অনেক ব্যাপারেই দক্ষ, তবে মেঝে পরিষ্কারে একেবারে যা-তা।'

'আমাকে তোমার বাজনা শোনাবে না?' খজু হয়ে দাঁড়াল বেনন।

'শোনালে তোমার পেট থেকে কিছু বের করা যাবে?'

'ইচ্ছে হলে চেষ্টা করে দেখতে পারো।' পেদ্রোর ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে, বুঝতে পারছে বেনন, তবে সেজন্যে ভয় পায়নি; নিজের ওপর আস্থা আছে, যদি চায়, শত অত্যাচারেও মুখ বন্ধ রাখতে পারবে।

'আমি জানি কোনও লাভ হবে না,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ভাড়াটে খুনি। 'তুমি চালাক মানুষ – বুঝে ফেলবে যে মুখ খুললে মারের হাত থেকে হয়তো বাঁচা যাবে; তবে প্রাণে বাঁচা যাবে না।'

'তার মানে পেদ্রোকে মেরে ফেলা হয়েছে?' নিজের মধ্যে আক্রোশ অনুভব করে অবাক হলো বেনন।

'না। উইলিস ওকে নিয়ে ব্যাংকে যাবে আমার জন্যে টাকা তুলে আনতে।'

বুঝে ফেলেছে বেনন। তবু জিজ্ঞেস করল, 'কত টাকা; দুই হাজার ডলার?'

'ঠিক ধরেছ। খুন করে কী লাভ, পাশের কাউন্টির শেরিফ ওর দাম দিতে এক পায়ে খাড়া।' টেবিল থেকে নেমে দাঁড়াল থিয়োডর। 'তুমি অংশীদার বদল করছ মনে করো। নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ঠকবে না। মানুষটা আমি নির্লোভ – লুটের মালের অর্ধেক পেলেই খুশি। রাজি আছ? বাকি অর্ধেক তোমার।'

'রাজি না হলে?'

'খুন হয়ে যাবে। আমরা কেউ কিছু পাব না।'

চুপচাপ গায়ে পোশাক চাপাল বেনন। পোশাক পরা শেষ হতেই ওর সিক্সগান আর গানবেল্ট এগিয়ে দিল থিয়োডর। 'এগুলো পরে নাও।'

'ঝুঁকি নিয়ে ফেলছ না?' জিজ্ঞেস করল বেনন। পরীক্ষা করে দেখল, দুটো অস্ত্রেই গুলি ভরা আছে।

'মোটেও না। যতক্ষণ পর্যন্ত যার যার গোপন কথা গোপন থাকছে, দু'জনের কেউ আমরা কারও জন্যে বিপদ হয়ে দেখা দেব না।'

'বুঝলাম। এবার আমার টাকাগুলো ফেরত দাও।'

'চাইবে জানতাম।' বেননের দিকে একটা চামড়ার থলি এগিয়ে দিল। 'পুরো ছয় হাজারই আছে, গুনে দেখতে পারো।'

'দরকার নেই।'

শেষ বিকেলে প্রিজন ক্যাম্প থেকে অনেক দূরের একটা ঝোপঝাড়ে ছাওয়া হাইডআউটে বেননকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো ভাড়াটে খুনি। ছয়জন গার্ড ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ওদের ঘোড়া নিয়ে গেল। ইতিমধ্যেই পোশাক পাল্টে ফেলেছে তারা। এখন কারও পরনে ইউনিফর্ম নেই। উরুতে ফিতে দিয়ে বাঁধা সিক্সগান ঝুলছে। মিলিটারির পোশাকে না থাকায় একপলকেই বোঝা যায়, সবক'জন গানস্লিঙ্গার। প্রত্যেকের নিষ্ঠুর চেহারায় নীচতা আর শঠতার ছাপ।

চোদ্দো

পেদ্রো ডানহাতের সঙ্গে নিজের বাম কব্জি হ্যান্ডকাফে আটকে হ্যাঁচকা টান দিল কর্পোরাল উইলিস।

'পা চালাও! আমাদের ট্রেন এসে গেছে।'

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ট্রেনে ওঠানোর জন্যে বেশ কয়েকজন বন্দি সেনাকে জড় করা হয়েছে। জটলায় দাঁড়িয়ে হৈ-হুল্লোড় করছে তারা।

পেদ্রোকে নিয়ে পাশ কাটাতেই তাদের মধ্যে বয়স্ক একজন হাতকাটা লোক উইলিসকে জিজ্ঞেস করল, 'পালাবে ভয় পাচ্ছ নাকি? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে,' ঘোঁত করে উঠল কর্পোরাল। 'এর মাথার ওপর চড়া দাম ধার্য করা হয়েছে।'

'মাত্র দুই হাজার ডলার, অ্যামিগো,' তথ্য জোগাল স্যাম। 'একজনের মাথার জন্যে যথেষ্ট; তাই না? একটা হাত হারিয়ে কতই বা পেয়েছ তুমি?'

পেদ্রো দাঁড়িয়ে পড়ায় হ্যান্ডকাফে মোচড় দিল গণ্ডার। গুঙিয়ে উঠে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল পেদ্রো। আবার যখন উঠে দাঁড়াল, দরদর করে রক্ত ঝরছে কব্জি থেকে। স্থিরদৃষ্টিতে কর্পোরালকে দেখল সে। শান্তস্বরে বলল, 'কী বলেছিলাম ভুলে যেয়ো না। তুমি যখন আছাড় খেয়ে পড়বে, আওয়াজটা জোরাল হবে। এতই জোরাল আর মধুর, ব্যাটলভিলের বাজনা সেই তুলনায় গুবরে পোকার হাঁটার শব্দ।'

প্রিজন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের পাশে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ একটা ফ্রেইট ট্রেন। ওটার দুটো করে বগির পরেই একটা করে ফ্ল্যাটকার। বগিগুলোতে উঠেছে ইউনিয়ন আর্মির সৈন্য, ফ্ল্যাটকারে রাখা আছে তাদের কামান আর গোলার বাক্সগুলো। ট্রেনের একেবারে শেষ মাথায় একটা সুদৃশ্য কোচ, শুধুমাত্র অফিসারদের জন্যে।

পেদ্রোকে নিয়ে সামনের বগিটায় উঠে পড়ল উইলিস। ভেজা খড়ে ঢাকা মেঝেতে বসে আছে দশ-বারোজন সৈন্য। চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকাল তারা। নাক কুঁচকে রেখেছে সবাই। বগিতে গোবর আর ভেড়ার গায়ের পাঁশুটে দুর্গন্ধ। নির্বিকার চেহারায় কাউকে পাত্তা না দিয়ে শুকনো জায়গা বেছে বসল কর্পোরাল। পেদ্রো তার বাম পাশে। একটু পরই ভেঁপু বাজিয়ে নড়ে উঠল রেলগাড়ি।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাইল পেদ্রো। পারল না লোকজনের গলার আওয়াজে। শেষে চোখ বন্ধ করে কথা শুনতে লাগল। সৈন্যদের কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে কর্পোরাল।

'হ্যাঁ, ওর ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত জায়গা ছেড়ে এক পা-ও নড়ব না আমি। বারবার ফাঁকি দিয়েছে, তবে এবার আর পারবে না। গুলি করে দড়ি ছিঁড়লে না

এবার ওর সঙ্গী।'

ঘণ্টাখানেক ঝিমিয়ে তারপর চোখ মেলে বগির চারপাশে নজর বোলাল স্যাম। ট্রেনের নিয়মিত ছন্দবদ্ধ দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। পাশেই মৃদু মৃদু নাক ডাকাচ্ছে উইলিস। নীচের পুরু ঠোঁট ঝুলে থাকায় মুখটা হাঁ হয়ে আছে।

সাবধানে সোজা হয়ে বসল স্যাম। কর্পোরালের উঁচু পেট এড়িয়ে সন্তর্পণে হাত বাড়াল সে হোলস্টারের দিকে। আর একটু। ওই যে দেখা যাচ্ছে সিক্সগানের বাঁট। একবার ওটা হাতে এলেই...

আর আধ ইঞ্চি! নাক ডাকা বন্ধ হয়ে গেল উইলিসের। ঘুম পাতলা হয়ে আসছে। ঠোঁট কেঁপে উঠল। মুখ দিয়ে বারকয়েক খপ্ খপ্ আওয়াজ বেরোল। মনে মনে অভিশাপ দিয়ে ঝট করে হাত ফিরিয়ে আনল পেদ্রো, দেয়ালে হেলান দেয়ার আধ সেকেন্ড পরেই চোখ মেলল কর্পোরাল। শুয়োরের মত কুতকুতে দু'চোখে সন্দেহ নিয়ে পেদ্রোকে দেখল সে।

'এত নড়াচড়া কীসের... কী চাই?'

'বাইরে যাব,' কাতর হয়ে বলল পেদ্রো। 'তলপেট ফেটে যাচ্ছে। চিন্তা করো ফাঁসিতে ঝোলার সময় আমার প্যান্ট ভিজে গেলে কতবড় অসম্মান। অনেকক্ষণ চেপেছি... আর পারছি না... এখানেই সেরে...'

'না, না, এখানে না,' তাড়াতাড়ি নিজে উঠে পেদ্রোকে দাঁড় করাল কর্পোরাল। 'দরজা দিয়ে, বাইরে।' বগির খোলা দরজায় পেদ্রোকে নিয়ে এলো সে, পাশে দাঁড়িয়ে চৌকাঠ ধরে তাল সামলে রাখল, যাতে বাইরে পড়ে না যায়।

প্যান্টের বোতাম খুলেও থেমে গেল পেদ্রো। পাশে দাঁড়ানো গণ্ডারের দিকে চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে তাকাল।

'এটা কেমন কথা, তোমাকে না দেখিয়ে ব্যক্তিগত কাজটাও সারা যাবে না?'

বিরক্ত হয়ে একটু ঘুরে দাঁড়াল উইলিস। এখন তার পিঠের খানিকটা অংশ পেদ্রোর দিকে। এটাই চেয়েছিল পেদ্রো। এক পা পিছিয়েই গায়ের জোরে কর্পোরালকে ঠেলা দিল সে।

কাঁধের ধাক্কায় শূন্যে উড়াল দিল গণ্ডার, সঙ্গে নিয়ে চলল হ্যান্ডকাফে আটকানো পেদ্রোকে। মাঝপথে থেমে গেল কর্পোরালের চিৎকার। ট্র্যাকের পাশে পাথরের ওপর পড়েছে ওরা। নীচে কর্পোরাল, ওপরে পেদ্রো। গতির তাড়নায় ঝোপে ভরা পাথুরে ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে নেমে যেতে লাগল ওরা। শেষ পর্যন্ত থামল যখন, দূরের একটা বাঁকের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে ফ্রেইট ট্রেন।

গা-হাত-পা ছিলে গেছে, টন টন করছে পাঁজর, তবু প্রয়োজনের তাগিদে উঠে বসে চারপাশে তাকাল পেদ্রো। পাশেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে উইলিস নামের গণ্ডারটা। পড়ার পর বোধহয় পাথরে মাথা ঠুকে গিয়েছিল, কপালে বড় একটা আব গজিয়েছে। সহজে জ্ঞান ফেরার সম্ভাবনা কম। তবু পেদ্রো ঝুঁকি নিল না, সেরখানেক ওজনের একটা পাথর দিয়ে এক বাড়িতে আবটা প্রায় সমান করে দিল। তারপর খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে পকেটগুলো হাতড়ে খুঁজতে শুরু করল

হ্যান্ডকাফের চাবি।

পরপর তিনবার তল্লাশি করেও পাওয়া গেল না ওটা। শেষ পর্যন্ত পেদ্রো মানতে বাধ্য হলো যে, আদতেই চাবিটা নেই। বাস্তব অবস্থার ভয়াবহতা অনুভব করতেই কাঁপ উঠে গেল তার শরীরে। এই নির্জন প্রান্তরে একটা আধা লাশের সঙ্গে হ্যান্ডকাফের অটুট বাঁধনে জড়িয়ে গেছে, এটা ভাবতেই গলা শুকিয়ে গেল। আশপাশে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে জনবসতি নেই। বিড়বিড় করে বলল, 'এই হারামজাদার কাছে না দিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে শেরিফের কাছে চাবিটা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে নোংরা মনের হারামি জানোয়ারটা!'

কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থেকে পাগলের মত চারপাশের জমিতে নজর বোলাতে লাগল সে। কয়েক গজ দূরে পড়ে থাকা একটা চোখা গ্র্যানিটের খণ্ড পছন্দ হলো। দু'হাতে বেল্ট খামচে ধরে উইলিসকে ছেঁচড়ে নিয়ে সেদিকে চলল সে। কিন্তু ওর আশা পূরণ হলো না, হ্যান্ডকাফের চেনের ওপর দু'বার আঘাত করতেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ওর সাধের গ্র্যানিট। স্টেইনলেস স্টীলের গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি!

হতাশ হলো না পেদ্রো। দ্বিতীয় আরেকটা পাথর খুঁজে নিয়ে নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সর্বক্ষণ আনমনে বকে চলেছে। 'ও, তা হলে তুমি আমাকে যেতে দেবে না? এতই পছন্দ হয়ে গেছে আমাকে তোমার? ভাবছ যেখানে যাবে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে? তা হবে না। আমি তোমাকে পছন্দ করতে পারছি না... পারব না কোনওদিন। তোমার বাঁধন ছিঁড়ে বেরোতেই হবে আমাকে। শুনছ, ধেড়ে বদমাশ?'

দ্বিতীয় পাথরটাও চুরমার হয়ে গেল। বুলেটের আঘাতে হয়তো চেন ছিঁড়বে, কিন্তু উইলিসের হোলস্টার খালি। অস্ত্রটা ট্রেন থেকে লাফ দেয়ার সময় পড়ে গেছে। ঝোপঝাড়ে কর্পোরালের ভারী দেহ বয়ে ওটা খোঁজা আর খালি হাতে বিশ্ব জয় করা, দুটোই সমান অসম্ভব কাজ। তবু অসম্ভব কাজটাই করবে বলে স্থির করল পেদ্রো।

হাঁপাতে হাঁপাতে গালাগালির তুফান ছুটিয়ে ভারী অচেতন দেহটা টেনে ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল। দু'পাশের ঝোপে নজর বোলাল অস্ত্রটার আশায়। কিন্তু আশা পূরণ হলো না। ঘন মেসকিট ঝোপ আর ছোট-বড় বোল্ডারের ভিড়ে চিরতরে হারিয়ে গেছে ওটা।

কিছুক্ষণ থম মেরে বসে ভাবল পেদ্রো। তারপর উবু হয়ে বসে অজ্ঞান কর্পোরালকে ধরে গায়ের জোরে ঝাঁকাতে লাগল। জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যে মাঝেমধ্যেই হালকা, প্রায় আদরের মত করে চড়-চাপড় দিচ্ছে গালে।

'উইলিস, ওঠো... ওঠো... অনেক তো ঘুমিয়েছ। আমাকে একটু সাহায্য করো! মাইলের পর মাইল তোমাকে টেনে বেড়াব নাকি আমি?' হঠাৎ করে নতুন একটা ভয় পেদ্রোকে নাড়িয়ে দিল। 'উইলিস, তুমি মরে যাচ্ছ না তো, উইলিস?' প্রায় কেঁদে ফেলল পেদ্রো। 'এতটা নিষ্ঠুর তুমি হয়ো না, ঈশ্বর! তোমার দোহাই

লাগে, উইলিস বাঁচুক। ওকে মেরে ফেললে আমার জীবনের কী দাম আছে! ও মরে গেলে আমিও বাঁচব না ঈশ্বর!'

ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাতে চেহারাটা করুণ করে আকাশের দিকে তাকাতেই পিলে চমকে উঠল ওর।

অনেক উঁচুতে, মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে উড়ছে একটা কালো বিন্দু। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও দুটো বিন্দু এসে প্রথমটার সঙ্গে যোগ দিল। তারপর আরও কয়েকটা।

শকুন! বরাবরের মতই কী করে যেন বুঝে গেছে ওরা, ঘনিয়ে আসছে সময়। একটু ধৈর্য ধরলেই পাওয়া যাবে উপাদেয় খাবার।

পনেরো

নতুন লোকোমোটিভটার অফিশিয়াল নাম বি.এল.ডব্লিউ. নাম্বার সেভেন। কিন্তু প্রথমবার চালিয়ে পরীক্ষা করার পর খুশি হয়ে কিছুক্ষণ আগে ইঞ্জিনিয়ার ওটার নাম রেখেছে "দুষ্টু মেয়ে"।

নামটা শুনে মনে হয় ছোটখাট হালকা কোনও ইঞ্জিন। আসলে তা নয়, বরং বি.এল.ডব্লিউ. সেভেন হচ্ছে রেল কোম্পানীর নবতম সংযোজন – সবচেয়ে বড়, ভারী, দ্রুতগামী আর শক্তিশালী ইঞ্জিন। হুইস্‌ল্‌টাও সবচেয়ে তীক্ষ্ণ। ইঞ্জিনিয়ারের ভাষ্য অনুযায়ী, দুষ্টু মেয়ে কেঁদে উঠলে দশমাইল দূরের কয়োট আর জ্যাক র‍্যাবিটও লেজ তুলে পালায়।

ফায়ারম্যান অবশ্য ইঞ্জিনিয়ারের মত বি.এল.ডব্লিউ. সেভেন-এর প্রশংসা করতে নারাজ। অন্যান্য ইঞ্জিনের তুলনায় দুষ্টু মেয়ের বয়লারটা বড়, অনেক বেশি পরিমাণে কাঠ জোগান দিতে হচ্ছে। তা ছাড়া, তার বক্তব্য অনুযায়ী ইঞ্জিনে ভাল রকমের ত্রুটি আছে, না হলে ইঞ্জিনিয়ার একবার হুইস্‌ল্‌ বাজালেই প্রেশার গজ দশ পয়েন্ট করে নেমে যায় কেন! প্রেশার ঠিক রাখতে গিয়ে দ্বিগুণ খাটতে হচ্ছে তাকে।

ইঞ্জিনিয়ার অবশ্য হাত নেড়ে ফায়ারম্যানের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। তবে একটা ব্যাপারে মনটা তার খুঁত খুঁত করছে। তেমন কিছু নয়; তবু প্রিয় জিনিসে দোষ দেখলে যেমন লাগে আর কী। দুষ্টু মেয়ের ইঞ্জিন ক্যাবটা একটু অন্য ধাঁচের। চালকের সীটে বসলে সামনেটা দেখা যায় না, কাঁচের জানালাগুলো একটু বেশি উঁচুতে। একেবারেই দেখা যায় না বললে ভুল হবে। দেখা যায়, তবে সামনের পাঁচশো গজের পর থেকে।

'জানালাটা একটু নিচুতে আর বয়লারটা যদি একটু ছোট হত,' সখেদে বিড়বিড় করল ইঞ্জিনিয়ার। 'বিশেষ করে বয়লারটা! ওটাকে ছোট করলেই একশো গজ দূরের জিনিসও পরিষ্কার দেখা যেত।'

সোজা ট্র্যাকে দুষ্টু মেয়ের এই ক্রটি কোনও ক্রটিই নয়। কিন্তু কোনও বাঁকে বা আঁকাবাঁকা সর্পিল ট্র্যাকে যে-কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কোনও ওয়্যাগন হয়তো রেললাইন পার হচ্ছে, বা এক পাল গরু। বিশেষ করে গরু। ভীষণ বিপজ্জনক প্রাণী। ভ্রূ কুঁচকে গেল ইঞ্জিনিয়ারের। পশ্চিমে ভয়াবহ অনেকগুলো ট্রেন দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী এই গরুর পাল। ট্রেন উল্টে মানুষও মারে, নিজেরাও মরে বেশুমার, অথচ একটু সরে গেলেই যে সব কূল রক্ষা পায়, সে-আক্কেল নেই।

দুর্ঘটনার সম্ভাবনা এড়াতে পুরানো একটা কৌশল বেছে নিয়েছে ইঞ্জিনিয়ার। একেকটা বাঁক এলেই কয়েকবার করে হুইস্‌ল্‌ বাজিয়ে ফায়ারম্যানকে খাটিয়ে মারছে। বুঝতে পারছে গালাগাল দিয়ে তার ভূত ভাগাচ্ছে লোকটা। কিন্তু কিছু করার নেই।

কন্ট্রোল প্যানেল থেকে চোখ তুলে সামনে তাকাল ইঞ্জিনিয়ার। আসছে আরেকটা বাঁক। বাতাসের আঘাতে আকৃতি বদলানো লাল স্যান্ডস্টোনের উঁচু একটা ঢিবিকে পাশ কাটিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেছে ট্র্যাক। বাতাস তেতে ওঠায় কাঁপা কাঁপা দেখাচ্ছে সামনের দৃশ্যটা। মনে হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে জায়গা বদল করছে ট্র্যাক, নেচে উঠে আগুপিছু করছে স্যান্ডস্টোনের টিলা।

বাঁক উপলক্ষে আরেকবার হুইস্‌ল্‌ বাজাল সে। ফায়ারম্যানের অগ্নিদৃষ্টি উপেক্ষা করে মন দিল কন্ট্রোল প্যানেলে।

পেদ্রো আর পারছে না। দশফুট হাঁটতে গিয়েই আধ হাত জিভ বেরিয়ে গেছে তার। স্যান্ডস্টোনের পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে রেললাইন যেখানে খোলা জমিতে বেরিয়ে এসেছে, সেখানে ধপ করে বসে পড়ল সে বিশ্রাম নিতে। তেষ্টায় ফেটে যাচ্ছে বুকের ছাতি। গরমে, পরিশ্রমে দরদর ঘামছে সে; কাঁপছে হাঁটু দুটো। মনটা আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, ঘুমে বুজে আসতে চাইছে দু'চোখ। কিন্তু ঘুমানো যাবে না। কিছুতেই না। ঘুমন্ত মানুষের চোখ খুবলে খায় ক্ষুধার্ত শকুন। আরও অনেকগুলো কুৎসিত প্রাণী জড় হয়েছে মাথার ওপরের আকাশে।

হঠাৎ সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে গেল পেদ্রো। কান পেতে শুনল। একবার ভাবল ভুল শুনেছে। কিন্তু না, ওই তো আবার! এবার আরও কাছে! আরও তীক্ষ্ণ!

কুউউউ... কুউউউ... ঝিকঝিক ঝিকঝিক...

দ্রুত এগিয়ে আসছে একটা রেলগাড়ি।

জ্বলজ্বল করে উঠল পেদ্রোর দু'চোখ। জোর ফিরে পেল গায়ে। ঢাল বেয়ে রেললাইনের দিকে টেনে নিয়ে চলল সে অচেতন উইলিসকে। খাড়া ঢাল, তবু পরিশ্রমটুকু গায়ে লাগছে না এখন আর।

ট্র্যাকের ওপর কর্পোরালকে শুইয়ে দিল পেদ্রো। পাশে, ট্র্যাকের বাইরে নিজেও শুলো। হ্যান্ডকাফের খাটো শেকলটা রাখল রেললাইনের পাতের ওপর।

নড়ে উঠে অস্ফুট স্বরে গোঙাল উইলিস। জ্ঞান ফিরে আসছে।

অনেক কাছে চলে এসেছে ঝিকঝিক আওয়াজটা। আর বড়জোর আধ মিনিট,

তারপরই বাঁক ঘুরে ধেয়ে আসবে রেলগাড়ি।

'আর একটু অজ্ঞান থাকো, লক্ষ্মী সোনা, উইলিস,' অনুরোধ করল পেদ্রো। 'আর কিছুক্ষণ! দেরি হয়ে গেছে, এখন চোখ মেললে যে দৃশ্যটা দেখবে, সেটা মোটেই পছন্দ হবে না তোমার, বলে দিলাম কিন্তু। লক্ষ্মী ছেলের মত চুপ করে শুয়ে থাকো।'

কাঁপতে শুরু করেছে রেল লাইন। হুইস্‌লের আওয়াজ কানে তালা লাগিয়ে দিল। আরেকবার নড়ে উঠে চোখ মেলল কর্পোরাল।

ওই একই মুহূর্তে লালচে টিলার বাঁক ঘুরে ছুটে এলো দুষ্টু মেয়ে। কর্পোরালের কুতকুতে দু'চোখ ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠতে দেখল পেদ্রো। হাঁটু আর কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠতে চাইল লোকটা। পারল না। হ্যান্ডকাফ পরা হাতটা মাটিতে চেপে রেখেছে পেদ্রো।

আর পাঁচ গজ... তিন... এক...

শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে সরে যাওয়ার চিন্তা মাথায় ঢুকল উইলিসের, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, সুযোগটা পেল না।

দমকা গরম বাতাসের ঝাপটায় এলোমেলো হয়ে গেল পেদ্রোর চুল। ঝাঁকি লাগল হাতে। রেলগাড়ির চাপে ছিঁড়ে গেছে হ্যান্ডকাফের স্টীলের চেন। শরীরটাকে গড়িয়ে ট্র্যাকের কাছ থেকে সরে এলো পেদ্রো। আবছা ভাবে শুনতে পেল ইঞ্জিন ক্যাব থেকে চিৎকার করে কী যেন বলছে একজন।

এক পলকের জন্যে পাশ থেকে ট্রেনের নাকটা দেখার সুযোগ হলো ওর। দেখতে পেল ফায়ারবক্সের নীচে লাল কম্বলের মত কী যেন একটা আটকে আছে। উইলিস যেখানে শুয়ে ছিল সে-জায়গাটা ফাঁকা।

ট্রেনের শেষ কোচের গার্ড যাতে না দেখে সেজন্যে ঝোপের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়ল পেদ্রো।

পরদিন ট্র্যাকের ওপর ভাঙাচোরা একটা কঙ্কাল পেল পরবর্তী ট্রেনের ইঞ্জিনিয়ার। কঙ্কালের গায়ে এক তিল মাংস নেই।

'আহা বেচারা,' বিড়বিড় করে দুঃখ প্রকাশ করল সে। কয়েকজন যাত্রীর সহায়তায় হাড়গুলোকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পাথর চাপা দেয়া হলো। বিদেহী আত্মার জন্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করে আবার রওয়ানা হয়ে গেল ট্রেন।

মার্কোসিটো শহরটা দ্রুত একটা বড় শহরে রূপান্তরিত হচ্ছিল, কিন্তু মাত্র একরাতেই জনশূন্য ভূতুড়ে বসতিতে পরিণত হয়েছে।

রাতে মহা আরামে ঘুমিয়ে ছিল শহরবাসী, জানত না শহরটা জেনারেল সিবলের অ্যাডভান্স ফোর্সের চলার পথে পড়বে। এটাও তারা বুঝে ওঠেনি যে, ইউনিয়ন আর কনফেডারেট আর্মির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে এই এলাকা।

টেক্সানরা শুধু দোকান, সেলুন আর মুরগির খামার ডাকাতি করেই সন্তুষ্ট হয়ে

উত্তরদিকে চলে গিয়েছিল। সবাই যখন নিজেদের ক্ষতির হিসাব মেলাতে ব্যস্ত, উত্তরদিক থেকে ভেসে আসতে লাগল ভারী গোলা বর্ষণের আওয়াজ। ইউনিয়ন আর্মির তাড়া খেয়ে আবার ফিরে এলো টেক্সানরা, উদ্দেশ্য শহরটাকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করবে।

মাত্র তারা শহরের প্রান্তে পৌঁছেছে, এমন সময় ইউনিয়ন আর্টিলারি শহরের ওপর গোলা ফেলতে লাগল। প্রতিরোধের তোড়জোর শুরু করল কনফেডারেট টেক্সানরা। সিভিলিয়ানদের বুঝতে দেরি হলো না যে, মহা গোলমালে ফেঁসে গেছে তারা।

পনেরো মিনিটের মধ্যে যে-যার মূল্যবান সম্পদ নিয়ে কেউ ওয়্যাগনে, কেউ বাগিতে, আবার কেউ ঘোড়ায় চেপে বউ-বাচ্চা সহ শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল সবাই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

শেষ পর্যন্ত সিবলের সেনাবাহিনী দুর্বল ইউনিয়ন আর্মিকে হটিয়ে দিল। সামনে এগিয়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্র। কিন্তু ততদিনে শহরটা তছনছ হয়ে গেছে। মার্কোসিটোর অধিবাসীরা কেউ এখনও ফেরেনি। ফিরবেও না, যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ না থামে। শান্তিতে বসবাসের সুযোগ হবে না নিউ মেক্সিকোতে কনফেডারেট আগ্রাসন বন্ধ না হলে।

সূর্য হেলে পড়ার পরে মার্কোসিটোয় এলো বেনন, থিয়োডর আর ছয়জন গানহ্যান্ড। কামানের গোলার গর্তে ভরা রাস্তা দিয়ে সাবধানে শহরে ঢুকল তারা। ভূতুড়ে শহরের খালি বাড়িগুলোর গায়ে বাড়ি খেয়ে শতগুণ জোরাল শোনাল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

শহরের সবকিছুতে ক্ষয়-ক্ষতির চিহ্ন। যুদ্ধের সাক্ষী হয়ে ক্ষত-বিক্ষত চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে বাড়িগুলো। আগুনে পোড়া একটা স্টেবল পেরিয়ে গোলার আঘাতে অর্ধেক গায়েব হয়ে যাওয়া একটা বাড়ি পাশ কাটাল ওরা; রাস্তার ওপর ধসে পড়া একটা সেলুনের ধ্বংসস্তূপের মাঝ দিয়ে পথ করে এগিয়ে চলল।

'শহরে বোধহয় শুধু আমরাই আছি,' মন্তব্য করল থিয়োডর।

জবাব না দিয়ে চারপাশে তাকাল বেনন।

একটা দোতলা হোটেলের সামনে ঘোড়া থামাল থিয়োডর। দালানটা বাইরে থেকে দেখে বেশ শক্তপোক্ত মনে হলো। গোলার ঘায়ে শুধু দোতলার একদিকের দেয়াল ধসে পড়েছে। তবে ছাদের বীমগুলো ঝুঁকে আছে, দেখলে মনে হয়, এখনই খসে পড়বে।

দালানটা পর্যবেক্ষণ করে মাথা দোলাল থিয়োডর। 'না, এটাতে থাকব না।'

আবার এগিয়ে চলল ওরা। থামল একটা স্টোরের সামনে। লুঠতরাজের সময়ে দরজাটা ভেঙে গেছে, এ ছাড়া প্রায় আস্তই আছে স্টোরের কাঠামো।

'এখানে থাকা যায়,' বলল থিয়োডর। 'রাতে এখানেই থাকব। কেউ এলে আগেই দেখা যাবে। যদি বিপদ বুঝি, পেছনের দরজা দিয়েও বেরোনো সম্ভব। বিল তমি আর অ্যানডি ঘোড়াগুলোকে লুকিয়ে রেখে আসো।'

বেননের পাশে ঘোড়া থামিয়েছে একজন গানহ্যান্ড। নাম তার হ্যানি। দলের মধ্যে সবচেয়ে নীচ লোক। সতর্ক হওয়া উচিত ছিল বেননের। একই সঙ্গে ঘোড়া থেকে নামতে গেল দু'জন। নামার আগের মুহূর্তে স্টিরাপে বাম পা রেখে বেননের ঘোড়ার গায়ে স্পারের খোঁচা মেরে বসল হ্যানি। বেননের এক পা স্টিরাপে এমন সময় উত্তেজিত লাফঝাঁপ শুরু করল ঘোড়াটা। পেছনের দুপা শূন্যে ছুঁড়ে দিল। এখন মাটিতে পড়ে গেলেই ঘোড়ার খুরের ঘায়ে করুণ মৃত্যু হবে বেননের।

শেষ মুহূর্তে ব্রিডল ধরে নিজেকে সামলে নিল সে। ঘোড়াটাকে শান্ত করে মাটিতে নেমে হ্যানির মুখোমুখি দাঁড়াল। রাগে জ্বলছে কালো চোখ দুটো। তোয়াক্কা করছে না যে হ্যানির কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে আরও পাঁচজন গান স্লিঙ্গার।

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও – নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি কীসের!' দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল থিয়োডর। 'অনেক সময় পাবে, আগে আমাদের হাতে সোনাগুলো আসুক!'

কিছু একটা বলতে গিয়েও হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল বেনন। নৈঃশব্দ্য খানখান হয়ে গেছে পিস্তলের গুলির আওয়াজে।

বেননকে বিস্মিত হতে দেখে জিজ্ঞেস করল থিয়োডর, 'হঠাৎ চমকে উঠলে মনে হচ্ছে? কী ব্যাপার?'

'গুলির আওয়াজটা,' আনমনে বলল বেনন, 'প্রত্যেকটা অস্ত্র আলাদা গান গায়। কিন্তু এখানে কেন?' গুলির শব্দ যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে দ্রুত পা চালাল বেনন।

হ্যানির দিকে ফিরল থিয়োডর। 'হ্যানি, ওর পেছনে যাও। চোখের আড়াল করবে না। ও যাতে টের না পায়।'

'আচ্ছা, বস।' পেছন থেকে বেননকে অনুসরণ করল হ্যানি। ইচ্ছে করেই গজ তিরিশেক পিছিয়ে থাকল। গলি আর বাড়িঘরের ধ্বংসস্তূপ তার কাজটাকে সহজ করে দিল।

বেশ নিশ্চিন্তে এগোচ্ছিল সে। কিন্তু হঠাৎ বেনন বাঁক নিয়ে চলে গেল চোখের আড়ালে। বাধ্য হয়ে দৌড়াল হ্যানি। অস্ত্র বেরিয়ে এসেছে হাতে। বাঁকটা ঘুরেই থমকে দাঁড়াতে হলো তাকে। চোখের কোণে দেখতে পেল দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেনন।

তার উচিত ছিল ঘুরে দাঁড়িয়ে বেননের বুকে অস্ত্র তাক না করা। বেননের হাতেও সিক্সগান আছে, এবং লক্ষ্য যে সে নিজে, এটাও হ্যানি খেয়াল করল না। ট্রিগার টানতে গেল সে।

লোকটার দু'চোখে খুনের নেশা জেগে উঠতে দেখল বেনন। একবার মাত্র ট্রিগার স্পর্শ করল ওর তর্জনী। গলির মধ্যে প্রচণ্ড জোরে হলো গুলির শব্দ। হ্যানির দু'চোখের ঠিক মাঝখানে ঢুকল তপ্ত সীসা। স্থিরদৃষ্টিতে বেননকে কয়েক সেকেন্ড দেখল লোকটা। অস্ত্র ধরা হাতটা নেমে গেল দেহের পাশে। আস্তে আস্তে

বন্ধ হলো দু'চোখ। তারপর দড়াম করে ধুলোতে পড়ল মৃতদেহ। কপালের ফুটো দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত বেরিয়ে বালি ভেজাতে লাগল।

অস্ত্র হাতে গলিটা ধরে হোটেলের দিকে এগোল বেনন। ওদিক থেকেই এসেছে গুলির আওয়াজ।

লোকটাকে খুন করে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হয়নি ওর। জগতে ওরকম নরপশুর সংখ্যা যত কমে, ততই মঙ্গল। বেঁচে থাকলে কত ভাল মানুষের জীবন হ্যানি কেড়ে নিত কে জানে। পায়ে পা বাধিয়ে লড়াই খুঁজে নেয় এসব লোক। একের পর এক খুন করে যায় নিজে খুন হওয়ার আগে পর্যন্ত। আজ একটা মহৎ কাজ করেছে বলে মনে হচ্ছে ওর।

হোটেলের পেছনে এসে অবাক হয়ে থমকে গেল বেনন।

দোতলার একটা জানালা দিয়ে পানি ছিটানোর আওয়াজ আসছে। সেই সঙ্গে গান গাইছে কে যেন। একেবারেই বেসুরো। বেননের নিজের গলাতেও সুর নেই, তবে অন্যের গান বেসুরো হলে ঠিকই বোঝে। তার চেয়ে যেটা ভাল বোঝে, সেটা হচ্ছে লোকের কণ্ঠস্বর। একবার শুনলে ভোলে না কখনও।

হোটেলের ওই বেসুরো গায়কটির পরিচয় সম্বন্ধে ওর মনে কোনও সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় গুলির শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে এগোল থিয়োডর এবং তার সঙ্গীরা। বাঁক ঘুরেই হ্যানির গায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সামনের জন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গলির মধ্যে নজর বোলাল থিয়োডর। কেউ নেই। গলি ফাঁকা। পালিয়েছে রক বেনন!

ষোলো

ট্রেনের শেষ কোচের পেছন দিকের রেলিং ঘেরা ছোট্ট প্যাসেজে যদি গার্ড থাকে, সেই ভয়ে ঝোপের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়ল পেদ্রো। থুতনিতে জোর খোঁচা লাগাল কী যেন একটা। হাতের ঝাপটায় ওটা মুখের নীচ থেকে সরাতে গিয়ে ধাতুর স্পর্শে থেমে গেল সে। ঝোপ হাতড়ে জিনিসটা চোখের সামনে নিয়ে এলো। দেখল, বিশ্বাস করতে পারল না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। অবশেষে ভাগ্যদেবী ওর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। উইলিসের পিস্তলটা খুঁজে পেয়েছে সে!

জিনিসটা উল্টেপাল্টে দেখে চিনতে পারল পেদ্রো। ওরই পিস্তল ওটা। সৈন্যরা কেড়ে নেয়ার পর প্রিজন ক্যাম্পে জমা দেয়। উইলিসের নিশ্চয়ই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল, নিজের ব্যবহারের জন্যে বেছে নিয়েছিল ওর পিস্তল।

উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তলটা কোমরে গুঁজে হাঁটতে শুরু করল সে। চলেছে সবচেয়ে কাছের লোকালয়ে।

যন্ত্রটা খুবই কাজে এলো ওর। প্রথম যে রানশটা পথে পড়ল, সেখান থেকে একটা রাইফেল আর স্যাডল হর্স বাগাল পেদ্রো। প্রথম সেটেলমেন্টে ডাকাতি করতেই মিলে গেল রসদপত্র। উপরি পেল এক বোতল হুইস্কি। পরের শহরটায় এক কামারের বুকে পিস্তল ঠেসে ধরে হ্যান্ডকাফ কাটিয়ে নিল।

তবে সবচেয়ে বড় সমস্যাটার কোনও সমাধান ওর স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন দিতে পারল না। স্যাডহিলের গোরস্থান কোথায় জানা আছে। কিন্তু কোন্ কবরে পচে মরছে সোনাগুলো? যে করে হোক বেননকে এখন খুঁজে বের করতে হবে। খোঁজা খুবই সোজা। কিন্তু বের করে আনা? অসম্ভব! ব্যাটলভিলে বন্দি হয়ে আছে বেনন। ওখানে যাওয়া যাবে না। ওকে ধরতে পারলে বিনা বিচারে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে ওরা।

দুটো মাত্র পথ খোলা আছে এখন। হয় প্রিজন ক্যাম্প থেকে বেননকে মুক্ত করে আনতে হবে, নইলে পটিয়ে পাটিয়ে বেননের পেট থেকে খবর বের করতে হবে। দুটোই সমান অসম্ভব কাজ।

তখনও পেদ্রো কোনও সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারেনি, ঘোড়াটা নিজের ইচ্ছেয় একটা নিচু রিজের ওপর উঠতেই সামনে মোটামুটি বড় একটা শহর দেখতে পেল সে। কোনও মানুষজন নেই শহরে। অন্তত দেখা যাচ্ছে না। হিচর‍্যাক খালি, একটা ঘোড়াও নেই। সাবধানে এগোল পেদ্রো। কাছে আসার পর দেখতে পেল ভারী গোলাবর্ষণের ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন। বুঝে ফেলল, যুদ্ধ এড়াতে পালিয়েছে শহরের সবাই। প্রধান সড়ক দিয়ে এগোনোর সময় এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হলো।

হোটেলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পাশের গলিটাতে চোখ গেল ওর। গলির একধারে কাত হয়ে পড়ে আছে একটা সাইনবোর্ড।

গুড হোপ স্টেবল।

গলিতে ঢুকে স্টেবলের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। খড় বিচালি ফেলেই পালিয়েছে স্টেবলমালিক। বিনা পয়সায় আলকাতরা পেলেও ছাড়ত না পেদ্রো। এসুযোগও হেলায় হারাল না। ঘোড়াটাকে একটা স্টলে ঢুকিয়ে পর্যাপ্ত দানাপানি দিয়ে স্টেবল থেকে বেরিয়ে এলো। অস্ত্র হাতে ঢুকে পড়ল হোটেলের দরজা দিয়ে। সাবধানে ঘুরে ঘুরে দেখল খালি ঘরগুলো। দামি আসবাবপত্রে সাজানো দোতলার শেষ ঘরটাই সেরা। ঘরের একধারে সুদৃশ্য পর্দা দেখে কৌতূহলী হয়ে উঁকি দিল সে।

বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। এ জিনিসের কথা এতদিন শুধু লোকের মুখেই শুনেছে, আজই প্রথম চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য হলো। পশ্চিমের দুষ্প্রাপ্যতম বিলাসিতা বলা যায় এটাকে। মোহমুগ্ধ হয়ে টিনের বাথটাবটা অনেকক্ষণ ধরে দেখল পেদ্রো। অকস্মাৎ পালাতে হওয়ায় জিনিসটা ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছে হোটেলমালিক।

সুগন্ধী পানি পর্যন্ত ভরা আছে, যেন ওরই জন্যে সবকিছু রেখে দিয়ে গেছে কেউ!

নিজেকে হঠাৎ খুব ক্লান্ত আর অপরিচ্ছন্ন মনে হলো ওর। মনে হলো, এই বাথটাবটায় এই মুহূর্তে নেমে পড়তে না পারলে বেঁচে থেকে কোনও লাভ নেই।

তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে নেমে পড়ল পেদ্রো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলল, হাত দিয়ে পানিতে নাড়া দিলেই ফেনা বাড়ছে, নাকে এসে লাগছে মিষ্টি সুবাস। নিজেকে নিয়ে সে এতই মগ্ন হয়ে গেল যে, শুনতেই পেল না, কেউ একজন হেঁটে আসায় বাইরের হলঘরের মেঝে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে দেহ জুড়িয়ে যাচ্ছে। আরামে চোখ বুজল পেদ্রো। ঠিক সেই মুহূর্তে কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর বলল, 'আমি ভাবতেও পারিনি এই ভূতুড়ে শহরে তোমার দেখা পাব, পেদ্রো।'

চোখ মেলে পেদ্রো দেখল দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে পাতলাসাতলা একজন লোক। মুখভর্তি তার কাঁচাপাকা দাড়ির জঙ্গল। ডানহাতটা কনুইয়ের কাছ থেকে নেই। শার্টের হাতা গুটিয়ে রেখেছে। তবে লোকটার বাম হাতটা আছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা, ওই বাম হাতে শোভা পাচ্ছে একটা পিস্তল। নলটা ওরই বুকে তাক করা।

কর্কশ স্বরে হেসে উঠল আগন্তুক পেদ্রোকে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে চোখ পিটপিট করে তাকাতে দেখে।

'জোসেফ ইরামকে তা হলে এতদিন পরেও তুমি চিনতে পেরেছ, তাই না, পেদ্রো? আমিও একদিনের জন্যেও তোমাকে ভুলিনি। যখনই কোনও কাজ করতে গিয়ে ডানহাতের অভাব অনুভব করেছি, তোমাকে স্মরণ করেছি।' ঘৃণা ভরে থুতু ফেলল লোকটা কার্পেটের ওপর। 'শহরে ঢুকতেই আমার চোখে ধরা পড়ে গেছ তুমি। সেদিনের কথা মনে পড়ে, পেদ্রো? সেদিন আমাকে মেরে ফেলতে পারতে, আমার চেয়ে আগে ড্র করেছিলে তুমি। সেদিন আমাকে তোমার মেরে ফেলা উচিত ছিল, পেদ্রো। আমার ডানহাত অকেজো করে দেয়া তোমার উচিত হয়নি।'

ফেনা মাখা অবস্থায় চুপ করে বাথটাবের মধ্যে বসে থাকল পেদ্রো। ওর কাপড়চোপড় রাখা আছে বাথটাবের পাশে একটা চেয়ারে। আরেকটা চেয়ারের পিঠে ঝুলছে ওর গানবেল্ট।

'অনেকদিন পার হয়ে গেছে, পেদ্রো!' এক পা সামনে বাড়ল আগন্তুক। 'এখন আমি বামহাতেও যথেষ্ট ভাল পিস্তল চালাই। আমার গুলি ফস্কায় না।' ট্রিগারে চেপে বসল লোকটার আঙুল।

ঝট করে ফেনার আড়াল থেকে পিস্তলটা বের করেই ইরামের হৃৎপিণ্ডে গুলি সেঁধিয়ে দিল পেদ্রো। লোকটা মেঝেতে পড়ে স্থির হয়ে যাবার পর পিস্তলটার গায়ে লেগে থাকা ফেনা মুছে হোলস্টারে রেখে শান্ত স্বরে বলল, 'যখন কাউকে গুলি করতে চাইবে, করে দেবে, কখনো গুলি করার হুমকি দিয়ে অযথা সময় নষ্ট করবে

না। হুমকিতে মানুষ মরে না।'

আরও তিন-চার মিনিট পানিতে ভিজে সতেজ লাগায় গান ধরল পেদ্রো। কিন্তু বেশিক্ষণ গাইতে পারল না, গুলির আওয়াজে থেমে গেল ওর গান। খাড়া হয়ে বসে আরও গোলাগুলির আশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে, তারপর দরজার দিকে চোখ রেখে আবার গলা ছাড়ল। তৈরি হয়ে আছে, বিপদ দেখলে মুহূর্তে পিস্তল বের করে আত্মরক্ষা করবে।

একমিনিট পরই দরজার কাছে পায়ের আওয়াজ পেয়ে পিস্তল বের করল পেদ্রো। অনাহূত অতিথির চেহারা চিনতে পেরে কুঁচকে ওঠা ভ্রূ মুহূর্তে সমান হয়ে গেল ওর। বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠল দু'চোখ। ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে আগন্তুক। সশব্দে হাঁ করা মুখ বন্ধ করল পেদ্রো।

'বেনন? তুমি? তুমি না তোমার ভূত? না, না, ভূত হতে পারে না। ভূতে আমি বিশ্বাস করি না। ভূত থাকলে এতদিনে ভূতের মিছিল আমার পেছনে ঘুরত।'

'প্যান্ট পরে নাও,' বলল বেনন। 'গোলাগুলির সময় তোমাকে ন্যাংটো দেখলে লজ্জায় পালাবে ওরা।'

'গোলাগুলি?' লাফ দিয়ে বাথটাব থেকে বেরিয়ে এলো দিগম্বর পেদ্রো। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে কাপড় পরতে পরতে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কী করে এলে বেনন, তোমার না ওই শুয়োরের খোঁয়াড়ে পচে মরার কথা?'

'তোমার থিয়োডর দোস্ত আমাকে বের করে এনেছে।'

'থিয়োডর?' ঘোঁত করে উঠল পেদ্রো। 'কাপুরুষ! বিশ্বাসঘাতক! দুর্গন্ধময় জুডাস! তা হলে মুখ খুলেছ তুমি! কবরের নাম বলে দিয়েছ! পারলে তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে! অথচ আমি তোমাকে ভাইয়ের মত ভালবাসতাম! বলো, কে তোমাকে ওই ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে বাঁচিয়ে রেখেছিল? কে তোমার ঠোঁটে পানি তুলে দিয়েছিল? বিশ্বাসঘাতক! মনে পড়ে না কে তোমাকে ওই মনেস্টারিতে নিয়ে দিনরাত সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলেছে? বিনিময়ে কী করলে তুমি? ওই কালো হৃদয়ের নরপশুর কাছে বিক্রি হয়ে গেলে! ছিহ্, ছিহ্; বেনন, আমি...'

'যথেষ্ট হয়েছে; থামো এবার,' হাত তুলল বেনন। 'মগজটা একটু খাটাও। মুখ খুললে থিয়োডর আমাকে বাঁচিয়ে রাখত?'

মুহূর্তে মনোভাব বদলে ফেলল পেদ্রো। 'তাই তো! তা হলে তুমি মুখ খোলোনি। বেনন! আমার নিজের ভাইকেও এতটা ভালবাসি না আমি, তোমাকে যতটা বাসি। একটা মিনিট অপেক্ষা করো, প্যান্টের বোতামগুলো আটকে নিই, তারপরই থিয়োডর শুয়োরটাকে খুন করতে যাব।'

'অত সহজ হবে না, পেদ্রো। থিয়োডরের সঙ্গে পাঁচজন গানম্যান আছে, সবকজন দক্ষ; এমুহূর্তে আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে ওরা।'

সাবধানতার ছাপ পড়ল পেদ্রোর চেহারায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্রাগ

করে বলল, 'তা হলে এজন্যেই স্যাম পেদ্রোকে তোমার দরকার, বেনন? ঠিক আছে; পাঁচজন হোক আর পাঁচশো, কিচ্ছু যায় আসে না, ওদের খুন করব আমরা।'

চোখের ইঙ্গিতে লাশটা দেখাল বেনন। 'তোমার বন্ধু?'

'একেবারে জানি দোস্ত,' বলল পেদ্রো। 'অনেক দিনের পরিচিত।' দরজার দিকে পা বাড়িয়েও থমকে গেল সে, হঠাৎ পিস্তল বের করে দু'চোখে ঘোর সন্দেহ নিয়ে বেননের দিকে তাকাল। 'আরে, তাই তো! আমাকে বোকা মনে করেছ নাকি! ভেবেছ ফাঁদে ফেলবে? থিয়োডর তোমাকে খুন করতে চাইবে কেন, একমাত্র তুমিই জানো সোনা কোথায় আছে। যা ইচ্ছে তাই গপ্ মেরে স্যাম পেদ্রো বেনেডিকটো প্যাসিফিকো রোমারিও হুয়ান মারিয়া রেমিরেজের হাত থেকে পার পাবে বলে কেন তোমার মনে হলো, জুডাস?'

'থিয়োডরের হাতে খুন হওয়ার কথা বলিনি! ওর সঙ্গীদের কথা বলেছি। দলে ওরা ছয়জন ছিল। আমার হাতে একজন মরেছে। বাকিরা আমাকে খুঁজছে। ব্যাপারটা এখন থিয়োডরের হাতে নেই। মনে হয় না চাইলেও পাঁচজনকে একা ঠেকাতে পারবে সে।'

বেননের চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিশ্চিত হলো পেদ্রো যে, বেনন মিথ্যে বলছে না। মাথা ঝাঁকাল সে। 'চলো তা হলে, ওদের শেষ করে দিয়ে আমাদের সোনা খুঁজতে বেরিয়ে পড়ি।'

একতলার একটা জানালা দিয়ে সাবধানে বাইরে উঁকি দিল ওরা। হ্যানির লাশ এখনও একইভাবে পড়ে আছে গলির মুখে। তার জীবিত পাঁচ সঙ্গী অস্ত্র বাগিয়ে ধরে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। রাস্তার দু'ধারে দু'জন করে, মাঝখানে অ্যানডি। অ্যানডিকে মাঝখানে রাখা হয়েছে, কারণ তার হাতই সবচেয়ে চালু। ঘনঘন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে তারা বেননের খোঁজে। থিয়োডর নেই তাদের মধ্যে।

'এসো আমার সঙ্গে,' ফিসফিস করে বলল বেনন। 'গলির উল্টোদিক থেকে ওদের মুখোমুখি হব আমরা।'

'একটা কথা, বেনন,' হোটেলের পেছনের গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল পেদ্রো, 'থিয়োডর কিন্তু আমার। ওই শুয়োরটাকে শেষ করতে না পারলে মরেও শান্তি পাব না। এখন পর্যন্ত গায়ের ব্যথা যায়নি। ওর নাম শুনলে গা জ্বালা করে আমার।'

'যদি মনে করো পারবে ওর সঙ্গে, আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি ওর লাশ চাই। মশা-মাছির হাতে মরল কি না তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

কড়া চোখে বেননকে দেখলেও কিছু বলল না পেদ্রো।

বড় রাস্তা হয়ে হোটেলের পেছনের গলিতে আবার বেরিয়ে আসতেই গালাগাল আর খিস্তি দিয়ে ওদের স্বাগত জানাল আউট-লরা। নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে সামনে এগোল। পাঁচজনের হাতই ঊরুর পাশে ঝুলছে। বেনন

আর পেদ্রোও পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে পা বাড়াল। ভূতুড়ে শহরের থমথমে নীরবতা ভাঙছে শুধু বালির ওপর সাত জোড়া বুট জুতোর খসখস আওয়াজ। মৃদু বাতাস বইছিল, হঠাৎ করেই থেমে গেল। মাথার ওপরে নীল আকাশে অলস ভঙ্গিতে উড়ছে কয়েকটা শকুন।

চলার গতি বাড়িয়ে বাকিদের পিছে ফেলে এগিয়ে এলো অ্যানডি। চিৎকার করে বলল, 'হ্যানি আমার বন্ধু ছিল। বেনন, তোমার দিন শেষ!'

'তোমার ঝুঁকি নেয়ার দরকার নেই, ঠিক আছে?' অনুনয় করল পেদ্রো, 'ওকে আমি সামলাব, বেনন। তুমি মরে গেলে আমার বেঁচে থেকে কী হবে বলো?'

'সামলাবার মত আরও অনেকে আছে; তাদের সামলাও,' বিরক্ত চেহারায় বলল বেনন। 'রাস্তার বামদিক তোমার।'

'ড্র করো, বেনন!' চিৎকার ছেড়েই অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল অ্যানডি।

পেদ্রোর দিকে মনোযোগ থাকায় দেরি করে ফেলল বেনন। ফলে দু'জনের হাতে প্রায় একই সঙ্গে উঠে এলো অস্ত্র। পরপর দুটো গুলির আওয়াজে ঘুরে ঘুরে অনেক ওপরে উঠে গেল শকুনের দল।

পা ফাঁক করে দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাওয়ায় রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল অ্যানডি। মেঘের মত ভাসতে লাগল একরাশ মিহি ধুলো। চট্ করে নিজের বুকের দিকে তাকাল বেনন। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। এবারের মত একটুর জন্যে বেঁচে গেছে। বাঁ বগলের নীচে ঢোলা শার্টটা ফুটো করে বেরিয়ে গেছে অ্যানডির বুলেট। আর ইঞ্চি দুয়েক ডান পাশে লাগলেই খেল খতম হয়ে যেত!

অ্যানডি পড়ে যেতেই হুঙ্কার ছেড়ে সামনে বাড়ল বাকিরা। একই সঙ্গে ড্র করল সবাই। পাশেই পেদ্রোর অস্ত্রের গর্জন শুনল বেনন। দেখল পাক খেয়ে রাস্তায় পড়ে গেছে বিল নামের আউট-ল। মাত্র একবার ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা। বাঁ হাতের তালুর ঘষায় যন্ত্রের মত হ্যামার ওঠাতে লাগল বেনন। পাঁচ সেকেন্ডে খালি হয়ে গেল অস্ত্র।

চোখের পলকে শেষ হয়ে গেল এতবড় লড়াই। পেদ্রো তার ভাগের দু'জনকে সাবাড় করেছে, বেননের কাজও সহজ করে দিয়েছে ডানদিকের দ্বিতীয় গানম্যানকে ফেলে দিয়ে। তিনজন আউট-ল একই সঙ্গে বেনন আর পেদ্রোর গুলি হজম করেছে।

গলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে ছয়টা লাশ। বালির ওপর জমেছে রক্তের অগভীর কয়েকটা পুকুর। শকুনগুলো এখন নেমে এসেছে অনেক নীচে। কর্কশ স্বরে ডাকাডাকি করছে, জীবন্ত আপদগুলো সরে গেলেই ওদের ভোজ শুরু হবে।

পিস্তল রিলোড করে চেঁচিয়ে উঠল পেদ্রো, 'কোথায় তুই, কাপুরুষ থিয়োডর? কোথায় লুকিয়ে বসে ভয়ে কাঁপছিস? বেরিয়ে আয়, তোকে খুন করব আমি!'

'এতক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে সে,' গম্ভীর স্বরে বলল বেনন।

রাতে যে-স্টোরে ঘুমানোর কথা ছিল পেদ্রোকে নিয়ে সেখানে চলে এলো ও।

স্টোর খালি। কেউ নেই। তবে অক্ষত একটা দেয়ালে মোটা কালিতে লেখা একটা মন্তব্য পাওয়া গেল। অত্যন্ত তাড়াহুড়োয় লেখা হয়েছে।

'আমাদের আবার দেখা হবে গ...'

থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল পেদ্রো, 'শেষ শব্দটা কী হবে, বেনন?'

মাথা নাড়ল বেনন। 'জানি না। থিয়োডর তোমাকে গাধা না গরু মনে করে সেটা না জানলে বলা সম্ভব নয়।'

বেননের কাঁধে হালকা একটা চাপড় মেরে স্টোর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল পেদ্রো। ডাক দিয়ে থামাল বেনন। 'যাচ্ছ কোথায়, অনেক কাজ পড়ে আছে। লাশগুলো কবর দিতে হবে।'

'শকুনে খাক।'

'মানুষ হিসেবে আমাদের একটা কর্তব্য আছে।'

'আমি দেবতা।'

অস্ত্রটা হঠাৎই বের করে নাচাল বেনন। 'তা ছাড়া আমার হাতে সিক্সগান।'

'চলো তা হলে, দু'জন মিলেই কবর দিই।'

হোলস্টারে সিক্সগান গুঁজল বেনন। একসঙ্গে ওরা বেরিয়ে এলো স্টোর থেকে।

সতেরো

উঁচু একটা ঘাসে মোড়া টিলার ওপরে শুয়ে আছে ওরা মাটিতে পেট ঠেকিয়ে। নীচেই অলস ঢেউ বুকে নিয়ে দক্ষিণ দিকে বয়ে চলেছে চওড়া একটা নদী। হাতের তালু দিয়ে মাথায় থাবড়া মারল পেদ্রো।

'ব্যাটলভিল প্রিজন ক্যাম্পের ওই শকুনের ভাই চোরের বাচ্চাগুলোকে ধরে ধরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাক্ কয়োটের দল, কেঁচোর দল খুবলে নিক ওদের চোখ। ম্যাপটা যদি কেড়ে না নিত, পথ খুঁজে নিতে মাথা ঘামাতে হত না আমাকে।'

'আমি বোধহয় তোমাকে সাহায্য করতে পারব, অবশ্য তুমি যদি বিশ্বাস করে বলো কোথায় চলেছি আমরা,' বলল বেনন। 'এই এলাকাটা মোটামুটি চিনি আমি।'

'এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, আমরা একটা কবরের দিকে চলেছি,' বলল পেদ্রো। হঠাৎ উঠে বসল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ-চোখ 'পেয়েছি।' প্রায় লাফিয়ে উঠল সে। 'আর কোনও সমস্যা হবে না। মনে পড়েছে। ওই নদীই সূত্র। দেখেছি ওটাকে আমি... মনে হচ্ছে যেন চোখের সামনেই আছে।'

'শেষ পর্যন্ত দেখলে তা হলে!' টিটকারি মারল বেনন। 'রিজে ওঠার পর থেকে ওটা চোখের সামনেই ছিল।'

আনমনে বলে চলল পেদ্রো, 'ভাটিতে গিয়ে নদীটা বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁকের পর আছে একটা ব্রিজ। ব্রিজটা পার হয়ে উত্তরদিকে যাব আমরা। ওখানেই আছে দুই লক্ষ ডলারের স্বর্ণমুদ্রা।' সচেতন হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'চলো, বেনন, আর দেরি নয়।'

'এক মিনিট, পেদ্রো,' অতি উৎসাহী স্প্যানিয়ার্ডকে থামাল বেনন। 'আমার মনে হয় ব্রিজটা রাতে পার হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'কেন?'

'দিনের বেলায় লোকের চোখে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি। তা ছাড়া, পরিস্থিতি না জেনে...'

'আহ্, বেনন, তুমি বড় বেশি দুশ্চিন্তা করো,' হাত ঝাপটে বেননের যুক্তি উড়িয়ে দিল স্যাম। 'এখানে আছেটা কে যে আমাদের দেখতে যাবে? এতদূর পর্যন্ত চলে এলাম, একজন লোক দেখেছ? চিন্তাটিন্তা বাদ দিয়ে সব আমার হাতে ছেড়ে দাও। কী করতে যাচ্ছে তা স্যাম পেদ্রো বেনেডিকটো প্যাসিফিকো রোমারিও হুয়ান মারিয়া রেমিরেজ খুব ভাল করেই জানে। থিয়োডর শুয়োরটা টের পাবার আগেই তোমাকে আমি সোনার কাছে পৌঁছে দেব। ভুলে যেয়ো না, থিয়োডর কবরস্থানের নাম জানে। আমাদের দেরি করা ঠিক হবে না, ওই বদমাশটা ওখানে হাজির হলে বিপদ বাড়বে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। খানিক দোনোমোনো করে পেদ্রোকে অনুসরণ করল বেনন। জায়গাটা রেকি করতে চায়। টিলা থেকে নেমে নদীতীরে চলে এলো ওরা। খানিক এগোতেই বোঝা গেল, পেদ্রোর অনুমান মিথ্যে নয়। পুবদিকে বাঁক নিয়েছে নদী, আস্তে আস্তে উঁচু হয়েছে নদীর পাড়। জমিতে এখানে ঘাসের প্রাচুর্য; মাঝে মাঝেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দু'একটা বড় বড় পাইন গাছ। কোথাও কোথাও ঘন হয়ে জন্মেছে গাছ, ছোটখাট জঙ্গল বলা যায় ঝাড়গুলোকে।

'আহা, বেনন, দেখো কী শান্ত আর নির্জন চারপাশের মনোরম এই বিশাল প্রকৃতি!' পাইনের সুবাস ভরা বাতাস বুক ভরে টেনে নিয়ে স্বপ্নালু হয়ে গেল পেদ্রো। 'আমার ভাগের একলক্ষ ডলার দিয়ে হয়তো এখানে রানশ করব আমি। লোকালয় থেকে এত দূরে কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না। সত্যি সত্যি বিয়ে করব। সংসার পাতব।' একটু থেমে বলল, 'আহা ! এ-স্বপ্ন যদি সত্যি হত!'

পেছন থেকে কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর ওদের নির্দেশ দিল, 'অ্যাই, ঘুরে দাঁড়াও তোমরা! খবরদার! একদম আস্তে! পালাবার চেষ্টা করলে খুন হয়ে যাবে!'

ঘুরল বেনন আর পেদ্রো। ইউনিয়ন আর্মির এক স্কোয়াড ক্যাভালরি সৈন্য ঘোড়ায় চেপে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে পাইন গাছের ছোট একটা বন থেকে। সার্জেন্ট বসে আছে সামনের ঘোড়াটার ওপর। সে ছাড়া আর সবাই কারবাইন তাক করে রেখেছে ওদের দিকে। পিস্তল বের করে ইঙ্গিত করল সার্জেন্ট।

'গানবেল্ট খুলে পিছিয়ে যাও।'

বেল্ট আর অস্ত্র মাটিতে ফেলল ওরা।

'এবার হাঁটতে থাকো, পালাবার চেষ্টা কোরো না, আমরা পাশেই আছি।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' জানতে চাইল পেদ্রো।

'ক্যাপ্টেনের কাছে। ঘোড়াগুলো আমরা রিজের পাশে পেয়েছি। হঠাৎ এখানে এত হাঁটাহাঁটির খায়েস জাগল কেন ব্যাখ্যা করতে হবে তোমাদের।'

ভ্রূ নাচিয়ে পেদ্রোর দিকে তাকাল বেনন। 'আহা, পেদ্রো দেখো, কী নির্জন চারপাশের এই মনোরম বিশাল প্রকৃতি। প্রাণ ভরে দেখা শেষ হলে একটু ভেবে দেখো, কতখানি গোবর আছে তোমার ওই মোটা মাথায়।'

চুপচাপ গম্ভীর চেহারায় বেননের পাশে পা চালাল পেদ্রো। ওদের ঘিরে এগোচ্ছে অশ্বারোহী সৈন্যের দল।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর একটা বন পেরিয়ে থমকে দাঁড়াল ওরা। স্যাম পেদ্রো যে ব্রিজটার কথা বলেছিল, সেটা বাঁকের কাছেই দেখা যাচ্ছে। যুদ্ধাবস্থা চলছে এখন; ব্রিজের এপারে প্রহরী চৌকি বসিয়েছে ইউনিয়ন আর্মি। ওপারে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে বাংকার বানিয়ে অবস্থান নিয়েছে কনফেডারেট বাহিনী। তাদের দৈত্যাকৃতি মর্টারের নল রিজের পেছন থেকে মাথা উঁচু করে আছে সাইপ্রাস গাছের মতন। ওগুলোর কাছে গিজগিজ করছে ধূসর ইউনিফর্ম পরা সৈন্য।

এপারে ইউনিয়ন আর্মির আয়োজন ও তোড়জোরও কম নয়। তারাও জঙ্গল আর রিজের মাঝে অবস্থান নিয়েছে। ভারী কামানের নলগুলো বিপক্ষের রিজগুলোর দিকে তাক করা।

'আহা, কী প্রশান্তি মাখা পরিবেশ,' বিড়বিড় করল বেনন। 'আমারও ইচ্ছে করছে তোমার মত এখানেই থেকে যাই। লোকালয় থেকে এতদূরে কেউ আমাদের বিরক্ত করবে না।'

শত্রুর ফায়ারিং লাইন থেকে আড়ালে, নিরাপদ একটা জায়গায় ওদের নিয়ে আসা হলো। ছোট একটা দু'কামরার কাঠের কেবিনে ক্যাপ্টেনের অফিস।

সার্জেন্ট ঘোড়া থেকে নামতেই দরজার পাশের বেঞ্চ থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট করল গার্ড। জবাব দিয়ে পিস্তলটা হোলস্টারে রাখল সার্জেন্ট। বন্দি দু'জনকে দেখিয়ে বলল, 'কমান্ডিং অফিসারকে গিয়ে বলো এরা ঝোপের মধ্যে ঘোড়া লুকিয়ে ঘুরঘুর করছিল।'

'জ্বী, স্যার।'

ভেতরে ঢুকে গেল গার্ড। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলো দ্বিধান্বিত চেহারায়। একটু ইতস্তত করে বলল, 'ক্যাপ্টেন আবার মাতাল হয়ে গেছেন, স্যার। তবে আমার মনে হয় আপনি ভেতরে গেলে উনি রাগ করবেন না।'

সার্জেন্টের সঙ্গে দুঃখিত চেহারার গার্ডের চোখে চোখে কথা হলো। আফসোস করে মাথা নাড়ল সার্জেন্ট, তারপর বেনন আর পেদ্রোকে ভেতরে ঢুকতে ইশারা করল।

পরনের ইউনিফর্ম-জ্যাকেটের সবগুলো বোতাম খোলা, উষ্কখুষ্ক হয়ে আছে

এক মাথা কালো চুল, টেবিলের ওপর ম্যাপ আর অফিশিয়াল ফর্মের স্তূপ সামনে নিয়ে বিমর্ষ চেহারায় বসে আছে ক্যাপ্টেন। দরজা খুলে যাবার আওয়াজে কে এলো দেখার জন্যে মাতালের ঘোলা দৃষ্টি মেলে চাইল সে। সার্জেন্টকে দেখে বোধহয় মনে পড়ল গার্ডের কথা। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'তুমি যেতে পারো, সার্জেন্ট। আমি এদের সঙ্গে একা কথা বলব।'

সার্জেন্ট ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর আগন্তুক দু'জনকে পালা করে দেখল সে। বেননের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো প্রথমে। 'কোত্থেকে এসেছ?'

শ্রাগ করল বেনন। 'বলতে গেলে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে।'

'আর তুমি?' পেদ্রোর দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন।

'আমিও ওর সঙ্গেই ঘুরে বেড়াই।' বেননকে দেখাল স্যাম।

'আমাদের এত কাছে পায়ে হাঁটাহাঁটি কেন? গুপ্তচরবৃত্তি করছিলে বুঝি কনফেডারেটদের পক্ষে?'

'না, জেনারেল,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল পেদ্রো। 'আমরা সৈন্যদলে নাম লেখাতে এসেছি।'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও বুদ্ধিমানের মত মুখ বুজে চুপ করে থাকল বেনন।

'ও, তা হলে তোমরা সৈনিক হতে চাও! বেশ, তা হলে প্রথমেই তোমাদের পদমর্যাদার পার্থক্য বুঝতে হবে। আমি জেনারেল নই। আমি ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন রেনল্ড।' প্রতিটা শব্দ খুব যত্নের সঙ্গে উচ্চারণ করার চেষ্টা করছে ক্যাপ্টেন। চেষ্টা আন্তরিক, তবু জড়িয়ে আসছে কথা। 'বসো তোমরা। আরাম করে বসো। আমাদের এখানে আনুষ্ঠ... আনু... ধুর! আনুষ্ঠানিকতা নেই, শুধু ফিউনারাল ছাড়া। তোমরাও তোমাদের উইল লিখে ফেলতে পারো। কে জানে, আজই হয়তো তোমাদের জীবনের শেষ দিন।' ঢুলু ঢুলু চোখে ওদের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। 'স্পাই হও আর যাই হও, আর্মিতে তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। টিকে গেলে কমপক্ষে কর্নেল।'

চেয়ারে পিঠ সোজা করে বসল পেদ্রো। 'সত্যি, ক্যাপ্টেন?'

'অবশ্যই! উন্মাদ না হলে এই যুদ্ধে স্বেচ্ছায় কেউ জড়ায়? আর উন্মাদের দাম মিলিটারিতে অনেক। তোমরা হয়তো জেনারেল হয়ে যাবে! এই নাও,' পাশে রাখা বাক্স থেকে বেতে মোড়া একটা ওয়াইনের বোতল নিয়ে পেদ্রোর দিকে বাড়িয়ে দিল ক্যাপ্টেন। পেদ্রো ওটা নেয়ায় এবার মেঝে থেকে নিজের আধখালি বোতলটা তুলে গলায় ঢালল। শেষ তরলটুকুও নিঃশেষ করে লম্বা একটা ঢেকুর তুলে তারপর বলল, 'গিলে নাও, কতক্ষণ বাঁচবে তার ঠিক কি!'

কর্ক খুলে চুমুক দিয়ে সমঝদারের মত মাথা নাড়ল পেদ্রো। 'হুইস্কির মত কড়া না হলেও একেবারে খারাপ না। না, খারাপ একে বলা যাবে না।'

খুশি হয়ে একটু ঝুঁকে বসল ক্যাপ্টেন। গোপন কথা বলছে এমন মুখভঙ্গি করে বলল, 'এই যুদ্ধে কারা জিতবে তোমরা জানো? জানো না? কেন জানো না! যাদের বোতল বেশি, তারাই; বুঝলে।' চোখ টিপল ক্যাপ্টেন। 'মাতাল না হলে

সৈন্যরা খামোকা মরতে রাজি হবে কেন!' আরেকটা আনকোরা বোতল খুলে দু'ঢোক খেল সে। জ্যাকেটের হাতায় ঠোঁট মুছে বলল, 'কি যেন নাম তোমাদের? ...থাক্, জেনে কী হবে; কয়েকদিনের মধ্যেই তোমরাও তো ল্যাঙস্টোন ব্রিজের মৃত সৈনিকদের সঙ্গীই হবে। মরবেই; এ-ব্যাপারে মনে কোনও সন্দেহ রেখো না, মিস্টার! এই যুদ্ধে সবাই মরবে। সৈনিকদের মরে যাওয়ার সুযোগ দিতে ব্রিজটা আমরা দিনে দু'বার করে আক্রমণ করি। আর্মি এ-ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করে না। এমন কী বন্দি গুপ্তচরদের প্রতিও পক্ষপাতিত্ব নেই।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল পেদ্রোর। 'প্রতিদিন দুটো আক্রমণ?'

'হ্যাঁ, প্রতিদিন। ঠিক সময়ে এসেছ তোমরা। আজকের দ্বিতীয় দফায় অংশ নিয়ে মরবার সুযোগ পাবে।' বোতলে চুমুক দিয়ে হতাশায় চেয়ারে হেলান দিল রেনল্ড। 'একটু আগেও কনফেডারেটরা নিজেদের এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর আমরা দেখছিলাম। আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আর ওরা দেখছিল। কেউ কাউকে গুলি করেনি। যার যার নিজের জায়গায় ভালই ছিল সবাই।' মাথা ঝুঁকে আসছে বুকের ওপর, তবু নিজের ওপর জোর খাটিয়ে রক্তলাল চোখে সামনের দু'জনকে দেখল ক্যাপ্টেন রেনল্ড। পেদ্রোকে আগ্রহী শ্রোতা মনে হওয়ায় তার দিকেই শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিল। জড়ানো গলায় বলতে লাগল আবার, 'হ্যাঁ, সুখে ছিল সবাই! তারপর হেডকোয়ার্টারে বসে থাকা নিজেকে অতি বুদ্ধিমান ভাবা কোনও এক উজবুকের চোখ পড়ল ম্যাপের ওপর। ল্যাঙস্টোন ব্রিজের মার্কারটা দেখতে পেয়েই তার মনে হলো, এই ব্রিজ দখল না করলে এলাকার নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যাবে না! জিততেই হবে, কত লোক মরল, কত পরিবারের কপাল পুড়ল তাতে কিচ্ছু যায় আসে না।

'কনফেডারেসির গরুগুলোর মাথাতেও এই একই কুবুদ্ধি দিয়েছে ইবলিশ। তাই আমরা এখানে লড়ছি। লড়তে থাকব দু'পক্ষের সবাই মরে না যাওয়া পর্যন্ত। জানি না তোমরা গুপ্তচর কি না। জানতেও চাই না। কারণ জানো? কারণ তোমরা মরে যাবে, মিস্টার! লাশগুলো পচবে মাটির তলায়, অথবা ওই নোঙরা নদীর পানিতে। কিন্তু মজা কী জানো, ওই ব্রিজটা তখনও আগের মতই অক্ষত দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'ব্রিজটা উড়িয়ে দিতে অসুবিধা কোথায়?' এতক্ষণে মুখ খুলল বেনন।

'তুমি ভেবেছ আমি উড়িয়ে দিইনি? হাহ্! হাজারবার উড়িয়ে দিয়েছি – মনে মনে। সত্যি সত্যি উড়িয়ে দিলে আর্মির চোখে মস্ত বড় অপরাধী হয়ে যাব। কোর্ট মার্শাল হবে। এমন কী এসব ভেবেছি জানলেও বোধহয় ওরা আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে মারবে।' হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। টাল সামলে নিয়ে বলল, 'দেখাচ্ছি তোমাদের, এসো আমার সঙ্গে।'

পাশের ঘরে ওদেরকে নিয়ে এলো ক্যাপ্টেন। শত্রুদের তৎপরতা দেখার জন্যে এ-ঘরের সামনের দেয়ালে ফুট সাতেক লম্বা আর দু'ইঞ্চি চওড়া একটা ফাঁক আছে। ঘরের এক কোণে একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে

অনেকগুলো ডিনামাইটের বাক্স। পাশেই রাখা আছে একগাদা ব্লাসটিং ক্যাপ আর ফিউজের বান্ডিল। আঙুল তুলে সেগুলো দেখাল রেনল্ড।

'দেখলে তো; সবই আছে। এমন কী কীভাবে কী করতে হবে সেটা পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছি। আক্রমণ থেমে যাবার পর দু'পক্ষ যখন আহত-নিহতদের সরিয়ে নিতে ব্যস্ত থাকবে, সেই সময়টাতে ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া সবচেয়ে সোজা। আমি যদি কাজটা করি, কয়েকশো লোকের প্রাণ বাঁচবে, নিজেকেও তখন মানুষ বলে মনে হবে আমার।'

'তা হলে ব্রিজ উড়িয়ে দিচ্ছেন না কেন?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

'কারণ কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হবার সাহস আমার নেই। আমি অপমানিত হতে ভয় পাই। ওরা আমার পদমর্যাদা কমিয়ে দিলে আত্মহত্যা ছাড়া উপায় থাকবে না আমার। আর আত্মহত্যা করতে যে ভয় লাগে!'

'আপনি চাইলে আপনার হয়ে আমরাই ব্রিজটা ওড়াব; তাই না, বেনন?' ক্যাপ্টেনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বেননকে প্রশ্ন করল পেঁদ্রো। বেনন চুপ করে থাকায় বলল, 'আমাদের পদমর্যাদা নেই যে, হারাবার ভয় থাকবে। ক্যাপ্টেন, আপনি শুধু একবার অনুমতি দিন।'

মাতাল রেনল্ড কোনও জবাব দেয়ার আগেই নদীর ওপারে ভয়ানক গর্জন ছাড়ল একটা মর্টার। এক সেকেন্ড পরেই এদিকের ঢালে লাফ দিয়ে উঠল লাল আগুনের লকলকে শিখা। এপার থেকে কামান গর্জে উঠে জবাব দিল।

'বৈকালিক হত্যাযজ্ঞ শুরু হলো,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রেনল্ড। 'আজকেরটা ওরাই শুরু করেছে। ...আজই তোমাদের প্রথম দিন, তাই ইচ্ছে করলে আজকের দিনটা দেখতে পারো। কীভাবে লড়াই চলছে বুঝে নিলে কালকে লড়াইয়ের মাঠে ভয় সামলে রাখা সহজ হবে।'

নদীর দু'দিকের টিলাটক্কর ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। বাতাসের তোড়ে ধোঁয়া একটু পাতলা হলেই ঝিলিক মারছে কমলা রঙের আগুন। একটানা গোলা বর্ষণের ভয়াবহ গুরুগম্ভীর গর্জনে থরথর করে কাঁপছে, চমকে উঠছে সবাই। ভারী গোলার ঘায়ে পায়ের তলায় জমিন ঝাঁকি খাচ্ছে।

ট্রেঞ্চগুলোয় গাদাগাদি করে আশ্রয় নিয়েছে পদাতিক সৈনিকের দল। একটা শেল পেছনদিকের ট্রেঞ্চে পড়ে ফাটল। পিঁপড়ের মত মরল ওই ট্রেঞ্চের সৈন্য। সরু ফাঁক দিয়ে দেখল বেনন, কয়েকটা বিচ্ছিন্ন পা ট্রেঞ্চ থেকে ছিটকে বাইরে পড়েছে। নীচের একটা মর্টারের গোড়ায় আঘাত হেনেছে গোলা। মর্টারটা উল্টে পড়ে গান ক্রুদের পিষে দিল। মাঝপথে থেমে গেল লোকগুলোর মরণ চিৎকার।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎই থেমে গেল গোলাবর্ষণ। এতক্ষণে শোনা গেল আহত সৈনিকদের কাতর আর্তনাদ। সাহায্য চাইছে ওরা। কাঁদছে। গোঙাচ্ছে। গলা চিরে বেরিয়ে আসছে আর্তচিৎকার। ফুঁপিয়ে উঠে ঘড়ঘড় শব্দে শ্বাস নিচ্ছে মৃত্যুপথযাত্রী। বেননের মনে হলো, এর চেয়ে হাজার বছরের শারীরিক অত্যাচারও ভাল ছিল। মনে হয় না হাজার বছর দোজখে পুড়লেও এতখানি

খারাপ লাগত। নিষ্ফল আক্রোশে মুঠো পাকিয়ে গেল বেননের দু'হাত। এই উদ্দেশ্যহীন অন্যায় যুদ্ধ ঠেকাতে পারবে না ও, বাঁচাতে পারবে না নির্বিরোধী অথচ বেতনভুক সৈনিকদের। একদল স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতার উচ্চাকাঙ্ক্ষার বলি হতে হচ্ছে গোটা দেশবাসীকে। কেউ হারাচ্ছে ছেলে, কেউ বা স্বামী, কারও হয়তো একমাত্র ভাইটা আর কখনও বাড়ি ফিরে বোনের কাছে আবদার করবে না। আর সব দেশের মতই এদেশের রাজনৈতিক নেতারাও নিজেদের লালসা-কামনা-বাসনাকে পূরণ করতে সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করছে; নিজেদের স্বার্থপরতা লুকাতে ক্ষমতায় যাবার, আত্মীয়স্বজনকে তোষণ করার রাজনীতিকে চালিয়ে দিচ্ছে আদর্শের লড়াই বলে। মানুষের চোখে আদর্শের মিছে পট্টি পরিয়ে নিজেদের সুবিধে আদায় করছে ওরা।

দরজা খোলার আওয়াজে হঠাৎ সচেতন হয়ে গেল বেনন। সাধারণ নগণ্য একজন মানুষ হয়ে এত বড় বড় কথা ভাবছিল বলে লজ্জা পেয়ে দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে ধরল।

ঘরে ঢুকেছে একজন লেফটেন্যান্ট। ক্যাপ্টেনকে স্যালুট করে আনন্দিত চেহারায় অ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়াল সে।

'স্যার, সৈনিকরা আক্রমণ করতে প্রস্তুত! আপনি অনুমতি দিলেই আমরা যেতে পারি, স্যার!'

'তা হলে চলো; দিচ্ছি অনুমতি।' বিষণ্ন চোখে বেনন আর পেদ্রোর দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন রেনল্ড।

'আমাদের দ্বিতীয় দফার দ্বিতীয় পর্ব একটু পরেই শুরু হচ্ছে। এ-ঘর থেকেই ইচ্ছে করলে যুদ্ধ দেখতে পারবে। ভুলেও পালাবার চেষ্টা কোরো না; বাইরে গার্ড আছে, সিভিল ড্রেসে কাউকে দেখলেই গুলি করবে ওরা।'

টলতে টলতে লেফটেন্যান্টকে নিয়ে বেরিয়ে গেল বেসামাল রেনল্ড। একটু পরই তার জড়ানো কণ্ঠের আদেশ শুনতে পেল ওরা।

যুদ্ধ দেখার জন্যে বেননের পাশে দাঁড়িয়ে সরু ফাঁকটাতে চোখ রাখল পেদ্রো।

নীল ইউনিফর্ম পরা সৈন্যরা ট্রেঞ্চ থেকে লাফিয়ে উঠে ব্রিজের দিকে ছুটছে। কোমরের কাছে রাইফেল বাগিয়ে ধরে ভয় দূর করতে প্রাণপণে চিৎকার করছে সবাই। নদীর ওপারেও একই দৃশ্য। চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে ধূসর ইউনিফর্ম পরা সৈনিক। দু'দলই জানে, এ-লড়াইতে হারজিতের মীমাংসা হবে না। তবু আদেশ পালন করতে ওরা বাধ্য। প্রাণ দিতে তৈরি হয়ে আছে সবাই।

দু'দল দু'পাশ থেকে ব্রিজে উঠতেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। মশামাছির মত মরল সামনের সারির সৈন্য। পেছনের সৈনিকরা তাদের লাশ ডিঙিয়ে সামনে এগোল। দু'পক্ষেই একই অবস্থা। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও সমান। ক্ষমতাশালী কোনও লোকের আত্মীয়স্বজন দু'দলের সৈনিকদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে

না, ভ্রূ কুঁচকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেনন। রাজনৈতিক নেতারা সমর্থকদের রক্তকেই নিজের রক্ত বলে চালিয়ে দেয়; ঝুঁকি নেয়ার বেলায় তারা থাকবে না। এই ভয়াবহ যুদ্ধে সত্যি যদি শরীক হতে হত, প্যান্ট খারাপ করে ফেলত কাপুরুষগুলো।

হঠাৎ বেননের শার্টের হাতা খামচে ধরল পেদ্রো।

'বেনন! ক্যাপ্টেনকে দেখো! মনে হয় না লোকটা আত্মহত্যা করতে চাইছে?'

'বোধহয়,' বিড়বিড় করে বলল বেনন।

বগলে একটা ওয়াইনের বোতল চেপে ধরে টলতে টলতে ব্রিজের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন রেনল্ড। আশপাশে বৃষ্টির মত বুলেট পড়ছে, পাত্তাই দিচ্ছে না। আজকে মরণ নেশায় পেয়েছে তাকে। এতদিনের জমে ওঠা অন্যায়-অবিচারের গ্লানি থেকে বোধহয় মুক্তি চায়। দাবার ঘুঁটির মত আর ব্যবহৃত হতে চাইছে না। সেজন্যেই বোধহয় নিজেকে সাহস জোগাতে মাত্রা ছাড়িয়ে আজ মদ্যপান করেছে মানুষটা।

'আচ্ছা... বেনন?' শার্টের হাতায় ঝাঁকি দিল পেদ্রো।

'কী?'

'আমাদের দুই লাখ ডলার নদীর ওপারে রয়ে গেল।'

'তো?'

'কনফেডারেটরা না সরলে ওপারে যাওয়া অসম্ভব; তাই না?' চিকচিক করছে পেদ্রোর দু'চোখ। 'এক বছরও লেগে যেতে পারে এই লড়াই থামতে। ...আচ্ছা, ব্রিজটাই তো আসল? ওটা কেউ ধ্বংস করে দিলে কী ঘটবে?'

'ব্রিজই যদি না থাকে, তা হলে অন্য কোথাও গিয়ে খুনোখুনি করে মরবে ওরা।'

'কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ, বেনন?'

মগজটাকে খাটাতে শুরু করল বেনন। বুঝতে না পারলেও চেহারায় কোনও ছাপ পড়তে না দিয়ে গম্ভীর চেহারায় পেদ্রোর অনুকরণে সমঝদারের মত মাথা নাড়ল। 'অনেক আগেই বুঝেছি, পেদ্রো। আমিও একই কথা ভাবছিলাম। এই প্রথম তোমাকে বুদ্ধিমানের মত ভাবতে দেখলাম।'

'তা হলে এটাও নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে, গুলির আওয়াজ কমে এসেছে? ক্যাপ্টেনের কথা মত এখনই হচ্ছে ব্রিজটা উড়িয়ে দেয়ার উপযুক্ত সময়।' একগাল হাসল পেদ্রো। 'সবাই ব্যস্ত আর আমরা বসে আছি, এটা ঠিক হচ্ছে না, বেনন!'

এতক্ষণে দুর্বৃত্তের পরিকল্পনা বেননের মাথায় ঢুকল। মন্দ কী, ভাবল ও, অন্তত কিছুদিনের জন্যে হলেও বন্ধ করা যাবে এই অনর্থক পাইকারী হত্যা। দু'সেকেন্ডের মধ্যেই মনস্থির করে ফেলল বেনন। হ্যাঁ, ব্রিজটা ওরা উড়িয়ে দেবে। দু'লক্ষ ডলারের জন্যে নয়, অনৈতিক এই যুদ্ধ থামাবার জন্যে করবে কাজটা।

বেনন মুখ খোলার আগেই কেবিনের সামনে থেকে চেঁচিয়ে উঠল

একজন লোক, 'ডাক্তার! ডাক্তার কোথায়! জলদি চলো, ক্যাপ্টেন বুকে গুলি খেয়েছেন!'

একমিনিট পরেই সৈন্যরা স্ট্রেচারে করে ক্যাপ্টেনকে বয়ে নিয়ে এলো। ডাক্তারের পাশে এসে দাঁড়াল বেনন আর পেদ্রো। দু'হাতে বুক খামচে ধরে রেখেছে ক্যাপ্টেন। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। শ্বাস নেয়ার সময় বেড়ে যাচ্ছে রক্তস্রোত। কোনও একটা গুরুত্বপূর্ণ ধমনী ছিঁড়ে গেছে। বাঁচবে না লোকটা।

ওয়াইনের একটা বোতল পাশের ঘর থেকে এনে ক্যাপ্টেনের ঠোঁটে ধরল বেনন। লোকটাকে, লোকটার যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ওর ভাল লেগেছিল, কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ কেঁপে গেল ওর কণ্ঠস্বর।

'এক ঢোক খান, ক্যাপ্টেন। এখনই ঘুমিয়ে পড়বেন না। এতদিন অপেক্ষা করেছেন... আরেকটু অপেক্ষা করুন... বেশিক্ষণ না... নদীর ধার থেকে দারুণ একটা আওয়াজ শুনতে পাবেন আপনি।'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন, আওয়াজটা শোনার আগে ঘুমিয়েন না কিন্তু,' সায় দিয়ে বলল পেদ্রো।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ক্যাপ্টেন রেনল্ডের চেহারা। তবু হাসার চেষ্টা করল সে। ঠোঁট দুটো প্রসারিত হলো। বুঝে ফেলেছে, বেনন আর পেদ্রো কী বলছে। দুর্বল স্বরে ডাক্তারকে বলল, 'ডাক্তার, আমি যেন জ্ঞান না হারাই। ওরা আমাকে কথা দিয়েছে, আমি যা পারিনি, ওরা তা-ই করে দেখাবে। ডাক্তার, আমাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখো, আমি দেখতে চাই ওরা কথা রাখে কি না।'

আঠারো

ডিনামাইটের একটা বাক্স মাটি থেকে ইঞ্চি দুয়েক তুলেই তাড়াতাড়ি আবার নামিয়ে রাখল পেদ্রো। ভ্রূ কুঁচকে বিদঘুটে চেহারা করে বেননকে দেখল। ঢোক গিলে বিড়বিড় করে বলল, 'মরে গেলাম। শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে!'

'কী হয়েছে?'

'নেব কী করে, ভীষণ ভারী!'

'ওজন ছাড়াও আরও সমস্যা আছে,' বলল বেনন। 'বাক্স নিয়ে বের হতেই যদি কোনও জুনিয়র অফিসারের হাতে ধরা পড়ে যাই? লেফটেন্যান্টের ভাব দেখে তো মনে হলো যুদ্ধটা খুব উপভোগ করছে, সাধের ব্রিজটা নষ্ট করতে দেবে কেন সে? অতদূরের কথা ভাবছি কেন, কেবিন থেকে বেরোতেই গার্ড যদি আটকে দেয়? যদি বলে ডিনামাইট সরাচ্ছ তার অনুমতিপত্র দেখাও, কার আদেশে কোথায় যাচ্ছি বলতে পারব তাকে?' সরু ফাঁকের সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল

বেনন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। এতটা সৌভাগ্য কি সত্যি কপালে আছে?

কাঠের তক্তায় পেরেক আটকে তৈরি একটা স্ট্রেচারে করে মৃতদেহ নিয়ে ঢাল বেয়ে উঠে আসছে দু'জন সৈনিক। সৎকার বিভাগের লোক তারা। কেবিনের কাছেই প্যারাপেটে মৃতদেহ নামানো হলো। লাশের পকেট থেকে পরিচয় পত্র আর টুকিটাকি যা কিছু পাওয়া গেল, সেসব নিয়ে কেরানির অফিসের দিকে রওয়ানা হলো তারা, মিলিটারি রেকর্ডে তুলতে হবে ল্যাংস্টোন ব্রিজ লড়াইতে নিহত আরেকজন বীর সৈনিকের নাম।

'পেদ্রো, আমি আসছি।' লোক দু'জন চলে যেতেই কেবিন থেকে ছিটকে বেরোল বেনন। হতভম্ব গার্ডের দিকে একটুকরো হাসি ছুঁড়ে দিয়ে কেবিনের বাঁক ঘুরে চলে এলো স্ট্রেচারের কাছে। লাশটা নামিয়ে স্ট্রেচার নিয়ে কেবিনে ফিরল দু'মিনিটের মাথায়।

ডিনামাইটের বাক্সগুলো পর পর সাজাল ওরা স্ট্রেচারের ওপর। ক্যাপ্টেনকে বলতেই নিজের কম্বলটা নেয়ার অনুমতি দিল সে। জ্বলজ্বলে চোখে দু'জনের কাজ দেখছে রেনল্ড। চেহারায় ব্যথার কোনও ছাপ নেই, অ্যানেসথেশিয়া দিয়েছে ডাক্তার। মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে মৃত্যুকেই যেন টিটকারি দিচ্ছে লোকটা। বেননকে ড্রয়ারের চাবি দিল সে; ক্যাপ্টেনের বদান্যতায় অস্ত্র আর টাকার থলে ফিরে পেল বেনন আর পেদ্রো।

কম্বল দিয়ে বাক্সগুলো ঢেকে দিল বেনন। তাকিয়ে দেখল, মনে হচ্ছে কম্বল মুড়ি দিয়ে স্ট্রেচারে পড়ে আছে আহত একজন সৈন্য।

এবার গার্ডকে ধোঁকা দিয়ে বেরোতে হবে। ওদের কিছু করতে হলো না, ডাক্তারকে দিয়ে গার্ডকে ডেকে আনল রেনল্ড। বেনন আর পেদ্রো স্ট্রেচার নিয়ে বেরুনোর আগে পর্যন্ত ঘরের এক কোণে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা।

'বিদায়, ক্যাপ্টেন রেনল্ড,' দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্যালুট করল বেনন। 'আমরা জানব শেষ পর্যন্ত আপনি সমস্ত ভয়কে হটিয়ে দিতে পেরেছিলেন।'

মৃদু হেসে হাত নাড়ল রেনল্ড, দুর্বল স্বরে বলল, 'কাজটা কোরো কিন্তু। পিলারগুলোই আসল।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে এলো বেনন।

ছুটোছুটি করছে সবাই; মাত্রাতিরিক্ত ব্যস্ত, কারও চোখে ধরা না পড়েই ঢাল বেয়ে নদীর পাড়ে চলে এলো ওরা। পাড় ধরে পৌঁছে গেল ব্রিজের তলায়। জায়গাটা ছায়া ছায়া, ভাল মত লক্ষ না করলে কেউ ওদের দেখতে পাবে না। স্ট্রেচারটা ধরাধরি করে সাবধানে পানিতে নামাল ওরা। ভাসছে দেখে খুশি হয়ে উঠল। ওদের মাথার ওপর বুটজুতোর খটখট আওয়াজ হচ্ছে। ব্রিজের ওপর থেকে নিজেদের আহত সৈনিকদের সরাচ্ছে আর্মি। আপাতত যুদ্ধবিরতি। পাশাপাশি কাজ করছে ইউনিয়ন আর কনফেডারেট আর্মি।

ব্রিজের দিক থেকে চোখ ফেরাল পেদ্রো। 'একটা কথা বলব, বেনন? হঠাৎ মনে হলো কথাটা। বোমা ফাটাতে গিয়ে আমরা দু'জনেই কিন্তু মরে যেতে পারি।'

'তারচেয়েও খারাপ একটা ব্যাপার ঘটতে পারে,' বলল গম্ভীর বেনন।

'মরে যাওয়ার চেয়েও খারাপ? কী সেটা?'

'ধরো আমাদের মধ্যে শুধু একজন মরল। তুমি মরলে অসুবিধে নেই, আমি না হয় টাকার শোক ভুলে যেতে পারব; কিন্তু যদি আমি মরি, পেদ্রো? তুমি তো উন্মাদ হয়ে যাবে, মরার আগে পর্যন্ত আর মানসিক ভারসাম্য ফিরে পাবে না।'

'কথা ঠিক।' নির্দ্বিধায় মাথা ঝাঁকাল পেদ্রো। 'আচ্ছা, আমরা একটা কাজ করলে পারি না? এসো, পরস্পরের গোপন কথাটা আমরা বলে দিই। আমি বলব কবরস্থানের নাম, আর তুমি বলবে কবরটার নম্বর। তারপর যদি ঈশ্বর না করুন একটা কিছু হয়... ধরো... কথার কথা... তুমি যদি মরে যাও, তা হলেও সোনাগুলো উদ্ধার করতে পারব আমি। স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করবে তোমার নাম। বেনন, বন্ধু আমার, দিয়ে গেছে সোনার হদিস।'

'থাক্, গির্জায় গান গাওয়ানো আর মোমবাতি জ্বালানো পর্যন্ত না বললেও চলবে,' তাড়াতাড়ি বলল বেনন। 'তোমার কথায় যুক্তি আছে। তুমি যদি রাজি থাকো তো আমিও রাজি।'

'আমি জানতাম; সবসময় বিশ্বাস করেছি তোমার মত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা। ঠিক আছে তা হলে, এই কথাই রইল। এই আমি ডানহাত উঁচিয়ে শপথ করছি, এবার বলতে পারো তুমি কবরের নম্বর।'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল বেনন। 'বুদ্ধিটা তোমার। সোনার ব্যাপারে আগে কথা তুলে তোমাকে আমি অসম্মান করতে চাই না। বন্ধুর প্রাপ্য সম্মান আমি কেড়ে নেব? কক্ষনো না!'

হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রাগ করল পেদ্রো। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, 'গোরস্থানটার নাম স্যাড হিল। মিলিটারিদের গোরস্থান। এবার কত নম্বরে কার কবরে সোনা আছে বলে ফেলো।'

'আর্চ স্ট্যানটন। নম্বর জানি না। এপিটাফে আর্চ স্ট্যানটন নামটা থাকবে বলেছে গ্যারিসন।'

'ঠিক তো?' সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বেননকে দেখল পেদ্রো।

'কোনও ভুল হয়নি আমার।'

'চলো তা হলে।'

ব্রিজের দু'সারি পিলারের মাঝ দিয়ে এগোল ওরা। ওদের পাশেই ভাসছে তক্তা জুড়ে তৈরি স্ট্রেচার। দেরি না করে কাজ শুরু করে দিল ওরা। দু'দিকের কাঠের পিলারে ডিনামাইট স্টিক বাঁধতে লাগল পেদ্রো। ডিনামাইটে ফালমিনেট ক্যাপ লাগাল বেনন। তারপর লম্বা একটা ফিউজ দিয়ে ক্যাপগুলোতে সংযোগ দিল।

ব্রিজের মাঝামাঝি এসে ফুরিয়ে গেল এক্সপ্লোসিভ। ফিউজের শেষ মাথায় একটা ক্যাপ মুচড়ে বেঁধে দিল বেনন। কান পেতে শুনল, পানির ছলাৎ ছলাৎ ছাড়া চারপাশে আর কোনও আওয়াজ নেই। মাথার ওপর বুট জুতোর আওয়াজ থেমেছে বেশ অনেকক্ষণ হলো। ব্রিজের ওপর থেকে আহত-নিহতদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে। দু'পক্ষের সৎকার বিভাগের লোকজন এখন টিলাটক্করে লাশ আর বিচ্ছিন্ন হাত-পা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইউনিয়ন আর্মির দিকে ব্যস্ততা একটু বেশি; উল্টে যাওয়া মর্টারটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে প্ল্যাটফর্মে তোলার চেষ্টা করছে এক স্কোয়াড সৈন্য।

নদীর মাঝখানে পিলার ধরে ভাসছে বেনন। স্ট্রেচার থেকে ম্যাচটা নিয়ে ফিউজে আগুন দিয়ে বলল, 'পেদ্রো, সাবধান, সময় মাত্র পাঁচ মিনিট!'

প্রাণপণে সাঁতরাতে লাগল ওরা। নদীর তীরে পৌঁছে বালিয়াড়ির পেছনে আশ্রয় নিতে হবে। ছিন্নভিন্ন হয়ে আকাশে উঠে যাবে কাঠের গুঁড়ি, ভারী ভারী খণ্ডগুলো গায়ে পড়লে বাঁচার আশা নেই।

ভাল মতন আগুন লাগতেই কমলা-সাদা ঝিলিক তুলে চড়চড় আওয়াজ করে পুড়তে লাগল ফিউজ। খুব দ্রুত পুড়ছে ফিউজ, এগিয়ে যাচ্ছে ডিনামাইট স্টিকগুলোর দিকে। প্রথম বিস্ফোরণের পর দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটাতে বড়জোর পাঁচ সেকেন্ড সময় নেবে ফিউজ।

পাড়ে উঠেই উজানের দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল বেনন আর পেদ্রো। থামল একেবারে নদীর বাঁকে পৌঁছে। হঠাৎ বাঁক নেয়ায় এখানে পাড় ভেঙেছে নদী। পানি থেকে দুই মাথা উঁচুতে ভাঙা পাড়। ঢিবির মত উঁচু জায়গাটার ওপাশে গিয়ে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠেই তাকাল ব্রিজের দিকে। আবছায়ায় ব্রিজের কাঠামো নিকষ কালো দেখাচ্ছে। এতদূর থেকেও দেখতে পেল ওরা, ব্রিজের তলায় পিলারগুলোর কাছে জোনাকির মত জ্বলছে ফিউজ।

হঠাৎ করেই রঙ বদলে টুকটুকে লাল আর শত সহস্র গুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আলোটা। পরমুহূর্তে বিস্ফোরণের আওয়াজ পেল ওরা। একের পর এক ফাটতে লাগল ডিনামাইট। ব্রিজের একেকটা পিলার টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে উঠল একেকদিকে। তলা থেকে অর্ধেক পিলার গায়েব হয়ে যাবার পরও কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল ব্রিজ, তারপর অবশিষ্ট পিলারগুলো নিয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল নদীতে। ভারী কাঠ আর লোহার পতনে পানি সরে যাওয়ায় মুহূর্তের জন্যে নদীর কাদাময় তলদেশ দেখতে পেল ওরা। তারপরই সবকিছু পানিতে ঢেকে গেল আবার। স্রোতের টানে ভেসে চলল ল্যাঙস্টোন ব্রিজের ভগ্নাংশ। নদীর দু'দিকে ব্রিজের কয়েকটা পিলার শুধু এখনও টিকে রয়েছে, ওগুলো না থাকলে কেউ ভাবতেও পারবে না যে, ওখানে অতবড় একটা ব্রিজ ছিল।

'ক্যাপ্টেন বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আওয়াজটা পেয়েছে।' উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁকি দিয়ে কাপড় থেকে পানি ঝরাল বেনন। 'এবার সুযোগ বুঝে নদী পেরোতে হবে; দুটো ঘোড়া পাই আমরা আর্মির কাছে। কনফেডারেটরা এখানে না থাকলে

ইউনিয়ন আর্মিও থাকত না। কাজেই কাদের কাছ থেকে ঘোড়া নেব তাতে কিছু যায় আসে না।'

'আমিও তাই বলি।' সায় দিল পেদ্রো। একটা কথা মনে পড়তেই দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে ধরল।

'কী?' জানতে চাইল বেনন।

'বিরাট একটা ভুল হয়ে গেছে। ইস্, কী করে যে করলাম!' চোখ বুজে মাথা নাড়ল পেদ্রো। 'এতখানি বোকামি! ছিহ্! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। ছি ছি ছি!'

'আরে আমাকেও একটু ছিছি করতে দাও,' অধৈর্য হয়ে বলল বেনন।

'ওই ওয়াইনের কথা ভাবছি,' বলল স্যাম, 'স্ট্রেচারে করে পুরো কার্টনটা নিয়ে আসতে পারতাম! ক্যাপ্টেন মরলেই শকুনের দল চেটে খাবে বোতলগুলো। আমরা কাজটা সারলাম আর ওরা মজা লুটবে? লেবেলটা দেখেছিলে? শ্যাতো দো ভোঁয়ার ওয়াইন ছিল ওগুলো! আহারে, মরে গেলেও কি এই দুঃখ ভুলতে পারব?'

'ভুলতে না পারলে নরকে গিয়ে শ্যাতো দো ভোঁয়ার ওয়াইন পাওয়া যায় কি না জিজ্ঞেস কোরো,' গম্ভীর স্বরে জ্ঞান দিল বেনন।

রেগে গেল পেদ্রো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি বরং আমার হয়ে আগেই জোগাড় করে রেখো।'

উনিশ

টিলার গোড়ায় ঘন ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে স্যাড হিল গোরস্থানের দিকে তাকিয়ে বসে আছে থিয়োডর। জীবনে এই প্রথম অধৈর্য লাগছে তার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে, অথচ বেননের দেখা নেই!

যতদূর চোখ যায়, পাহাড়ের ঢালে শুধু কবর আর কবর। একই রকম দেখতে; একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করা যায় না। আলাদা করতে থিয়োডরও পারেনি।

বিশাল এই সমাধির প্রত্যেকটা কবর পর্যবেক্ষণ করেছে সে। আঙুল দিয়ে মাটিতে গর্ত করে বুঝতে চেষ্টা করেছে কতদিন আগের কবর। আঁচড় কেটে দেখেছে মৃতের নাম লেখা তক্তাগুলো পুরানো কি নতুন। খেটেছে অনেক, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। হবার কথাও নয়, প্রতি দু'দিন কি একদিন পরপরই নতুন লাশের আমদানী হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। বাড়ছে কবর, বাড়ছে সমাধির কলেবর, কিন্তু যুদ্ধ থামার কোনও নামগন্ধ নেই।

বেশিরভাগ কবরে মৃতের নাম পর্যন্ত লেখা নেই। আর্মি তাদের মৃত সহযোদ্ধার শেষ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেই খালাস। পরবর্তীতে মৃতের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন কী করে জানবে কোথায় ঘুমিয়ে আছে তাদের প্রিয় মানুষটা, তার জবাব

যুদ্ধবাজদের কাছে নেই।

তবে বেনামী কবরগুলোও থিয়োডরের মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হয়নি। কোনও একটা সূত্র পাবে এই আশায় সবগুলো কবর চুঁড়ে বেড়িয়েছে সে। স্যাড হিলের সমাধি উপত্যকায় এখন এমন একটা হাঁটাপথ নেই, যে-হাঁটাপথে পা পড়েনি তার। কাঠের তক্তার গায়ে বাড়তি রঙের দাগ বা আঁচড়ের চিহ্ন আছে কি না, তক্তা বাঁকা কি না, কবরের পাথরগুলো কোনও ইঙ্গিত বহন করে কি না; কোনও সম্ভাবনা বাদ দেয়নি থিয়োডর। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে কবরগুলো দেখেছে। ঘষায় ঘষায় চামড়া ছিলে যাওয়ায় এখন জ্বলছে কনুই আর হাঁটু। শেষ পর্যন্ত বুঝেছে যে, সোনা খুঁজে পেতে হলে বেননকেই দরকার। অ্যামব্রোস নিশ্চয়ই শুধু নামের ওপরই নির্ভর করেছে। মৃতের নামটা না জানলে সোনা উদ্ধারের আশা নেই।

একদৃষ্টিতে দিগন্ত বিস্তৃত কবরসারির দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকল থিয়োড়র। একেকটা ঘণ্টা যেন একেকটা যুগের সমান দীর্ঘ, পেরোতে চায় না সময়। অনেকক্ষণ ঠায় বসে থাকতে থাকতে হাত-পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেল তার। পশ্চিমে একটু ঢলে পড়েছে সূর্য। দূরের ওই কুয়াশা মোড়া নীল পাহাড় কালচে হয়ে আসছে, ধীরে ধীরে লম্বা হচ্ছে গাছগুলোর ছায়া।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে আড়মোড়া ভাঙল থিয়োডর। পাহাড়ের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল হঠাৎ। অনেক দূরে কালো পাহাড়ের পটভূমিকায় ফ্যাকাসে ধুলোর একটা বিন্দু দেখা যাচ্ছে, এগিয়ে আসছে অতি ধীরে। একটানা তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে পানি জমে গেল তার। চোখ মুছে আবার তাকাল। দু'জন লোক ঘোড়ায় চেপে আসছে বুঝতে লেগে গেল পুরো আধঘণ্টা।

আরও পনেরো মিনিট পর আগন্তুক দু'জনকে চিনতে পারল সে। চোদ্দ ইঞ্চি ব্যারেলের সিক্সগানটা বারকয়েক ড্র করে দেখল। না, ঠিকই আছে, মোম দিয়ে পালিশ করায় হোলস্টারের চামড়া নরম হয়ে আছে, অস্ত্রটা বের করতে গেলে আটকাচ্ছে না কোথাও। হ্যামার উঠিয়ে-নামিয়ে দেখল হেয়ার ট্রিগার মেকানিজম ঠিকমতই কাজ করছে, পাখির পালক দিয়ে ট্রিগার ছুঁলেও গুলি বেরিয়ে যাবে। এবার সিলিন্ডার খুলে নতুন গুলি ভরল থিয়োডর। তারপর অস্ত্র রেখে দিল হোলস্টারে। এখন আর অধৈর্য লাগছে না তার। দুই লাখ ডলার হাতে তুলে দিতে এগিয়ে আসছে শিকার। চিন্তাভাবনা দূর করে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজে অপেক্ষায় থাকল থিয়োডর।

'বেনন, তুমি যখন গ্যারিসনের কাছে গিয়ে বসলে তখন লোকটার একবারে শেষ অবস্থা, তাই না?'

'কোনওমতে শ্বাস নিচ্ছিল।'

'একে মৃতপ্রায়, তার ওপর গলা শুকিয়ে কাঠ – ওর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ। এতই দুর্বল স্বরে বিড়বিড় করছিল যে কী বলছে শোনার জন্য ওর মুখের সামনে কান পাততে হয়েছিল।'

উদ্বিগ্ন চোখে বেননের দিকে তাকাল পেদ্রো। 'তুমি ঠিক শুনেছ তো, কবরের বোর্ডে আর্চ স্ট্যানটন লেখা থাকবে? নিশ্চিত হচ্ছি কী করে; লোকটা হয়তো আর্ট ল্যানডন, বার্ট ব্ল্যানটন বা আর কিছু বলেছে, শুনতে মনে হয়েছে আর্চ স্ট্যানটন। যদি তেমন হয়, তখন?'

'তখন তোমার মাথায় থাকবে টাকার চিন্তা আর পকেট থাকবে খালি।'

'ঠাট্টা নয়, বেনন! ভয় লাগছে আমার। ওই যে, সামনে দেখো স্যাডহিল কবরস্থান।'

'নামটা শুনতে আমি ভুল করিনি,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল বেনন। সামনের মস্ত ঢালে চোখ বুলিয়ে বলল, 'অবশ্য কবরটা খুঁজতে অনেক সময় লাগবে মনে হচ্ছে! আমি ভাবতেই পারিনি এতবড় গোরস্থান।'

'ল্যাঙস্টোন ব্রিজ থেকে লাশগুলো পৌঁছলে আরও বড় হবে,' বলল পেদ্রো।

সমাধির প্রান্তে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পেদ্রো প্রায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনওমতে সামলে নিয়েই ছুটল সামনের কবরটার দিকে।

'পিটার ফক্স। অজ্ঞাত পরিচয়... অজ্ঞাত পরিচয়...'

'দাঁড়াও, পেদ্রো, এভাবে না,' ডাক দিল বেনন। 'এর চেয়ে অনেক ভাল উপায় আছে। তুমি প্রথম দু'সারি দেখতে দেখতে যাও, পরের দু'সারিতে আমি খুঁজব; এভাবে হেঁটে গেলে একটা কবরও চোখ এড়াবে না।'

কাজ শুরু করল ওরা। ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে দু'পাশের কবর দেখতে দেখতে ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল। শেষ মাথায় পৌঁছে জঙ্গলের কিনার থেকে আবার নতুন কবর সারির মাঝ দিয়ে নামল। তৃতীয় সারি শেষ করে হাতের উল্টো পিঠে ঘর্মাক্ত মুখটা মুছল পেদ্রো। বেনন পাশে এসে দাঁড়ানোয় বলল, 'ইয়াংকিদের ওপর এত রাগ হচ্ছে যে, সত্যি সত্যি আমি কনফেডারেট হয়ে যেতে পারি।'

'এত রাগ কীসের? ক্লান্ত ঘোড়ার বদলে ওদের কাছ থেকে তাজা দুটো নিয়েছি আমরা।'

'তা নিয়েছি, কিন্তু শাবল-কোদাল তো নিইনি। ওগুলো ওরা চোখের সামনে রাখলে কি ভুলে যেতে পারতাম?'

ওদের মনে হলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবরের পাশ দিয়ে হাঁটছে, অথচ এখনও অর্ধেক গোরস্থান ঘুরে দেখতে পারেনি ওরা। কয়েক সারি কবরের ওপাশে কবরস্থানের মাঝখানটা দেখা যাচ্ছে – গোল একটা ফাঁকা জায়গা, যথেষ্ট বড়; একসঙ্গে শ'দুয়েক লোক ফিউনারালে যোগ দিতে পারবে, দাঁড়াতে গিয়ে কাউকে জুতো মাড়িয়ে লোকের রক্তচক্ষু দেখতে হবে না।

'ওই চত্বর পর্যন্ত গেলেই আজকের জন্যে যথেষ্ট হয়েছে ধরে নেব,' বলল

বেনন। 'বিশ্রাম নিয়ে কালকে শুরু করা যাবে আবার।'

'বিশ্রাম, বেনন?' ভয়ানক কোনও পাগলকে তেড়ে আসতে দেখছে এমন হলো পেদ্রোর চেহারা। 'কী বলছ! এরকম একটা সময়ে ওরকম অশুভ কথা তুমি বলতে পারলে? কীসের বিশ্রাম? কে জানে হয়তো হাতের নাগালের মধ্যে মাটির তলায় শুয়ে শুয়ে হাসছে সোনার কয়েনগুলো! এখন অলসতার সময় নয়, বেনন! চলো চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে!'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো বেনন, 'সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত আমরা কাজ করব।'

'তারপর ম্যাচের কাঠি জ্বেলে...'

'না।' সাফ জানিয়ে দিল বেনন।

উঠতে উঠতে আবার জঙ্গলের কিনারায় চলে গেল ওরা। নামার সময় ভিন্ন সারির মাঝ দিয়ে নামতে লাগল। একমনে কবরের এপিটাফগুলো পড়ছিল বলেই পেদ্রোর গলা-ফাটানো চিৎকারে হঠাৎ চমকে উঠল বেনন। চার হাত-পা ছুঁড়ে নাচ জুড়েছে পেদ্রো, চেঁচিয়ে আকাশ মাথায় করছে; পাগলের মত আঙুল তুলে বারবার দেখাচ্ছে একটা কবরের এপিটাফ।

দ্রুত ওর পাশে পৌঁছে গেল বেনন। একটু ঝুঁকে দেখল কাঠের এপিটাফটা। লেখাগুলো মলিন হয়ে গেছে, তবু পরিষ্কার পড়তে পারল ও আর্চ স্ট্যানটন নামটা। নিশ্চিত হয়ে পেদ্রোর দিকে ফিরল বেনন। আশঙ্কা করেছিল, তবু একটু চমকে উঠল। খারাপ হয়ে গেল মনটা।

এখন আর লাফাচ্ছে না পেদ্রো। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর ডানহাতে বেরিয়ে এসেছে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। অস্ত্রের নলটা বেননের বুক বরাবর।

'আমি দুঃখিত, বন্ধু,' হ্যামার উঠিয়ে বলল পেদ্রো। 'তুমি তো জানো দুঃখজনক ঘটনা কখনও কখনও ইচ্ছে থাকলেও এড়ানো যায় না।'

'তুমি কি আমাকে মেরে ফেলবে?' শান্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল বেনন।

'তোমার কি মনে হয় না সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে? যখন দুই লাখ ডলারের মালিক হতে পারি, তখন এক লাখ নেব কেন? আমি সত্যি দুঃখিত, বেনন।' ট্রিগার টেনে দিল পেদ্রো।

বেনন জানে পেদ্রোর পিস্তলে গুলি নেই। কাল রাতে পেদ্রো যখন ঘুমাচ্ছিল, সমস্ত গুলি সরিয়ে ফেলেছে সে। নিশ্চিন্ত একটা ভাব নিয়ে পেদ্রোর ট্রিগার টানা দেখল বেনন। হ্যামার ঠক্ করে আওয়াজ করবে, সেই অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু ওর ধারণা ভুল, ভয়ানক শব্দে গর্জে উঠে আগুন ছিটাল পিস্তল।

পেদ্রোর হাসিমুখ দেখল বেনন। বিজয়ীর হাসিতে কুৎসিত চেহারাটা ঝলমল করে উঠতে দেখল। কিন্তু কই, ব্যথা তো লাগছে না! এত কাছ থেকে গুলি ফস্কাবে? অসম্ভব! কিন্তু... তা হলে? বোকা বোকা চেহারায় নিজের বুক দেখল বেনন। এক ফোঁটা রক্ত বেরোয়নি!

'তুমি কার্ট্রিজ চুরি করেছিলে, আমি করেছি বাটপাড়ি,' অস্ত্রটা হোলস্টারে

রেখে বলল পেদ্রো। 'বুলেট খুলে পিস্তলে বারুদ ভরা খোসা রেখেছিলাম তোমাকে চমকে দেবার জন্যে। আমি সফল, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল বেনন তিক্ত চেহারায়। এতক্ষণে রহস্যটা বুঝতে পেরেছে। পাল্টা প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মগজটা ব্যস্ত হয়ে উঠল ওর। একটা সম্ভাবনা মাথায় আসতেই এবার অস্ত্র ড্র করল বেনন। পেদ্রোর মুখ থেকে হাসি মুছে যেতে দেখে মনটা খুশিতে ভরে গেল ওর। চোখ সরু করে দাঁতে দাঁত পিষে চেহারাটা ভয়ানক করে খেঁকিয়ে উঠল বেনন, 'অনেক বাঁদরামি হয়েছে, এবার কবর খুঁড়তে শুরু করো!' এক হ্যাঁচকা টানে আর্চ স্ট্যানটনের নাম লেখা তক্তাটা ভেঙে পেদ্রোর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা দিয়ে করো। তাড়াতাড়ি হবে।'

আপত্তি করার সাহস পেল না পেদ্রো। তক্তা হাতে কবরের দিকে পা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়াল।

বেননের পেছন থেকে কথা বলে উঠেছে আরেকজন লোক।

'তোমরা দু'জন খুঁড়লে আরও অনেক তাড়াতাড়ি হবে।'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে থিয়োডরকে দেখল বেনন, শান্ত স্বরে বলল, 'আমি জানতাম তুমি শিগ্‌গিরই আসবে।'

অপমানে কালো হয়ে গেল ভাড়াটে খুনির চেহারা। 'তাই নাকি! জানতে? ভাল কথা। এবার ওই ছাগলটার সঙ্গে হাত চালাও, নইলে খুন হয়ে যাবে।'

'খুন করবে?' হাসল বেনন। 'কাজটা বোকামি হয়ে যাবে। আর্চ স্ট্যানটনের কবরে কয়েকটা হাড়গোড় ছাড়া আর কিছুই নেই।'

'মিথ্যে বলে পার পাবে না, বেনন।'

'মিথ্যে বলছি না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দু'জনের মধ্যে দৃষ্টির লড়াই হলো। তারপর থিয়োডর বলল, 'মিথ্যে বলছ কি না সেটা আমি দেখব। খুঁড়তে শুরু করো।'

'দুঃখিত। খামোকা হাত নোংরা করতে পারব না আমি।'

'আসলেই নেই?' জানতে চাইল পেদ্রো।

মাথা নাড়ল বেনন। 'না, নেই।'

'তা হলে কোথায়?'

'অ্যাই, তুমি!' সিক্সগান নেড়ে পেদ্রোকে ধমক দিল থিয়োডর, 'কথা বন্ধ করে হাত চালাও। আমি জানি, এখানেই আছে অ্যামব্রোসের সোনা।'

পরবর্তী আধঘণ্টা একটানা মাটি খুঁড়ল পেদ্রো। মাঝে একবার প্রতিবাদ করেছিল বেননকে যাতে তার সঙ্গে কাজ করানো হয়, কিন্তু সেই আবেদন ধোপে টেকেনি। গতর নাড়াতে রাজি নয় বেনন, বুকের কাছে হাত ভাঁজ করে আরামসে দেখছে ঘর্মাক্ত পেদ্রোর অমানুষিক খাটুনি।

বেননকে ঠিকই চিনেছে থিয়োডর। সর্বক্ষণ অস্ত্র তাক করে রেখেছে। বুঝে গেছে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে এই লোককে দিয়ে কিছু করানো যাবে না, তাই কবর খুঁড়তে জোরজার করেনি। অধীর আগ্রহে দেখল সে, কবরের পাশে উঁচু স্তূপ

জমছে আলগা মাটির। আর কিছুক্ষণ পরেই জানা যাবে বেনন সত্যি না মিথ্যে বলেছে। সোনাগুলো যদি পাওয়া যায়, বাঁচার কোনও সুযোগ দেয়া যাবে না এদের কাউকে। শিরা-উপশিরায় রক্ত সঞ্চালন বেড়ে গেছে, অনুভব করল থিয়োডর। যে-হারে কবর থেকে পেদ্রো মাটি তুলছে, আর বড়জোর পাঁচ মিনিট লাগবে কাঠের বাক্সটা বেরিয়ে আসতে।

বিশ

পেদ্রোর তক্তা হঠাৎ শক্ত কিছু একটাতে বাড়ি খেল। পাথরে নয়, আওয়াজটা কাঠের গায়ে কাঠ ঠোকা খাওয়ার। আবার গুঁতো দিয়ে দেখল পেদ্রো। এবারও একই আওয়াজ।

'বাক্সটা তা হলে আছে,' নিজেকে শোনাল থিয়োডর। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'খোলো! বাক্সটা খোলো! বেনন, খবরদার! এক পাও নড়বে না!'

পরের দু'মিনিটে বাক্সের ওপর থেকে আলগা মাটি সরিয়ে ফেলল পেদ্রো।

'আমি হলে কফিন খুলতাম না,' বলল বেনন।

'চুপ করো তুমি,' ধমক দিল থিয়োডর। 'কে বলল ওটা কফিন! ওটা দুই লাখ ডলারের সেই কনফেডারেট বাক্স।'

'তুমি যদি তাই ভাবতে চাও আমার কোনও আপত্তি নেই।' শ্রাগ করল বেনন।

পেদ্রোর জোরাজুরিতে ক্যাঁচকোঁচ শব্দে খুলল বাক্সের ডালা। গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল থিয়োডর। কফিন, তাতে আর কোনও সন্দেহ রইল না মনে। দাঁত বের করে হাসছে একটা করোটি। লাশের গা থেকে অনেক আগেই উধাও হয়ে গেছে মাংস, পাঁজরের হাড়ের গায়ে শুধু এখনও লেগে আছে ধূসর ইউনিফর্মের টুকরো।

লাফ দিয়ে কবর থেকে বেরিয়ে এসে তীব্র দৃষ্টিতে বেননের দিকে তাকাল পেদ্রো। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে তার। দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ। 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, বেনন,' হিসহিস করে বলল, 'আমি স্যাড হিলের খোঁজ দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে মিথ্যে বলেছ। তোমাকে খুন করব আমি!'

পেদ্রো পা বাড়াতেই হাতের ইশারায় তাকে থামাল থিয়োডর। এক দৃষ্টিতে বেননের দিকে তাকাল। 'কোথায়?'

'বলব। যদি আমার প্রস্তাবে রাজি থাকো।'

'প্রস্তাবটা কী, সোনা তিন ভাগ করতে হবে? তারচেয়ে একটা আপদ কমলেই তো ভাল।'

চুপ করে থাকল বেনন।

'বেনন, তুমি নিশ্চয়ই তোমার ছোটবেলার বন্ধুকে মেরে ফেলার কথা ভাবছ

না?' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা, কাঁপা কাঁপা স্বরে জানতে চাইল পেদ্রো।

'তুমি কবে আমার ছোটবেলার বন্ধু হলে!'

'না হই, অসহায় একজন নিরীহ এতিমের কথা ওভাবে ধরতে আছে? ভাই না ভাল, বেনন, সারাজীবন তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব, মা মেরির কিরে, সোনা চাই না আমি, একেবারে ভাল হয়ে যাব, শুধু ওকে বলো গুলি না করতে।' কাঁদো কাঁদো চেহারায় একবার বেনন একবার থিয়োডরের দিকে তাকাচ্ছে পেদ্রো। মনে মনে মুঠো করে ছিঁড়ে ফেলছে মাথার চুল। বেননকে চমকে দেয়ার পরপরই পিস্তলে তাজা কার্তুজ ভরা উচিত ছিল। মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছে সে। ওই ভুলের মাসুল দিতে হতে পারে জীবন দিয়ে।

'বেনন,' গম্ভীর স্বরে আবার বলল থিয়োডর, 'সন্ধে হয়ে আসছে, কোনও প্রস্তাব থাকলে বলে ফেলো. না হলে মৃত্যুর জন্যে তৈরি হও।'

'তোমরা দু'জন এসেছিলে একা সোনা মেরে দেবার মতলবে,' কিছুক্ষণ চুপ থেকে মুখ খুলল বেনন। এই মুহূর্তে ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে। 'আমি তোমাদের দোষ দিই না। কিন্তু যে-ই সোনা পাক, তাকে একটা বিশেষ পরীক্ষা দিতে হবে। আমার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তাকে। খালি হাতে নয় – অস্ত্র হাতে। আর পেদ্রো, মনে রেখো, তোমাকে পুরোপুরি মিথ্যে বলিনি আমি।'

'বাজে বকছ,' বলল থিয়োডর। 'একমাত্র তুমিই জানো কোন্ কবরে সোনা লুকানো আছে। তুমি মরে গেলে আমি জীবনেও ওই সোনা উদ্ধার করতে পারব না।'

'পারবে। একটা কাগজে কবরের নম্বর লিখে পকেটে রাখব আমি। যদি জেত, সোনার খোঁজ পেয়ে যাবে তুমি।'

'আমি রাজি না।' মাথা নাড়ল ভাড়াটে খুনি। 'তুমি মিথ্যে লিখতে পারো।'

'তা আমি লিখব না। তুমি কি ভয় পাচ্ছ, থিয়োডর?'

'কীসের ভয়!'

'মরে যাবার?'

'না। আমি ভয় পাচ্ছি সোনার খোঁজ না বলেই তুমি মরে যাবে।'

'মরব কি না সেটা ভবিষ্যতের হাতে। তুমি রাজি থাকলে বলো, একটা কাগজে কবরের নম্বরটা লিখে ফেলি।' এক দৃষ্টিতে থিয়োডরকে দেখল বেনন। গম্ভীর স্বরে বলল, 'আমি মনে করি না তুমি কাপুরুষ। আমার ধারণাটা কি ভুল, থিয়োডর?'

'বেশ,' ধীরে ধীরে বলল থিয়োডর, 'আমি রাজি। নম্বরটা কাগজে লিখে রাখো, বেনন। জানি না কেন তুমি গায়ে পড়ে লাগতে চাইছ, তবে এটা জানি, মরার আগে তোমার আফসোস হবে। এমনিতেও অবশ্য মরতে হত তোমাকে।'

'যদি মরেও যাই, আফসোস হবে না। তোমার সঙ্গে এক দুনিয়ায় থাকতে হবে না ভাবলেই মনটা খুশিতে ভরে উঠবে।' পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ

আর ছোট একটা পেন্সিল বের করে কবরের নম্বর লিখে আবার পকেটে রেখে দিল বেনন। হাত তুলে ফিউনারালের ফাঁকা গোল জায়গাটা দেখাল। 'ওখানে, থিয়োডর।'

'চলো।' বেননকে আগে যেতে ইশারা করল থিয়োডর।

'তুমি আগে হাঁটো,' বলল বেনন। 'পিঠে গুলি খেয়ে মরতে চাই না আমি। সোনা নিতে চাইলে ঝুঁকিও নিতে হবে।'

শীতল বাঁকা হাসির ভঙ্গিতে প্রসারিত হলো গানম্যানের পাতলা ঠোঁট দুটো। বেননের বুকের মধ্যে অস্বস্তি জাগিয়ে তুলে চত্বরে গিয়ে দাঁড়াল থিয়োডর। বেননের পাশে হাঁটতে হাঁটতে একটানা অনুনয় কাকুতি আর মিনতি করে চলেছে পেদ্রো। কখনও বেননকে উদ্দেশ করে বলছে, কখনও বা থিয়োডরকে।

'বেনন, বেনন, তুমি নিশ্চই ভুলে যাওনি মরুভূমিতে কে তোমাকে বাঁচিয়েছিল?-এই আমিই তোমাকে আমার ভাইয়ের মনেস্টারিতে নিয়ে বাবার মত সেবা শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। কতরাত জেগে থেকেছি! এখনও আমার ঘুমের অভাব পূরণ হয়নি। তুমি যদি জিতে যাও, আমাকে নিশ্চয়ই ঠকাবে না? বেনন, বন্ধু আমার, আমি দোয়া করছি তোমার গায়ে আঁচড়ও লাগবে না।

'থিয়ো, একসঙ্গে কত ডাকাতি করেছি, মনে পড়ে না তোমার? থিয়ো, আমার ভাই, মনে পড়ে শেষবার তোমাকে ঠকাতে গিয়ে টাকা ভেবে ধুলো ভরা ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম? আসলে কিন্তু ঠকাতে চাইনি, ঠাট্টা করেছিলাম। ফিরে আসিনি কেন হয়তো জানতে চাইবে তুমি; আসলে ফেরত এসে দেখি, তুমি চলে গেছ। কী যে খারাপ লেগেছে আমার তখন। সত্যি বলছি, ব্যাটলভিলের ঘটনা আমার মনেই নেই, উইলিস মেরে আমাকে মুতিয়ে দিয়েছে, সে-কথা কবে ভুলে গেছি! তুমি সোনা পেলে আমার চেয়ে খুশি কেউ হবে না। আমি জানি, অন্তত দশভাগের একভাগ তো খুশি মনে দিয়ে দেবে তুমি। অত চাই না, দশ হাজার দিলেও আমি দুঃখ পাব না।

'বেনন, থিয়োডরকে এসব বলছি বলে তুমি কিছু মনে করছ না তো? কিছু মনে নিয়ো না, আমি হচ্ছি যাকে বলে নিরপেক্ষ।'

বেনন আর থিয়োডর, দু'জনের একজনও বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিল না পেদ্রোর কথায়। বিশ ফুট দূরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে তারা। একটা সিগার ধরিয়ে ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে দিল বেনন।

অস্ত্রের ওপর থেকে ফ্রককোট সরিয়ে শীতল দৃষ্টিতে ওকে দেখল থিয়োডর। নিষ্কম্প স্বরে বলল, 'বেনন, ডুয়েলে তুমি একশো ছেষট্টি নম্বর।'

'পাঁচ পর্যন্ত গুনলে চলবে তোমার?' জানতে চাইল বেনন।

'চলবে।'

'পেদ্রো, বকবক থামিয়ে পাঁচ গোনো দেখি।'

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে কাঁপা কাঁপা স্বরে গুনতে শুরু করল দুর্বৃত্ত।

পাঁচ শব্দটা উচ্চারণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় অস্ত্রের ওপর

ছোবল মারল দু'জনের হাত। একই সঙ্গে ওয়ালনাট কাঠে তালু ঘষা খাওয়ার আওয়াজ হলো।

মাত্র একটা গুলির আওয়াজ কবরের থমথমে নীরবতা ভেঙে দিল। মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল বহমান সময়।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে থিয়োডর। হাসি-হাসি চেহারায় কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেননকে দেখছে সে। তারপর চোদ্দ ইঞ্চি ব্যারেলের সিক্সগানটার দিকে তাকাল। হঠাৎ মুখ থেকে উল্লাসের ছাপ দূর হয়ে গেল তার। অস্ত্রটা অর্ধেক বেরিয়ে আছে হোলস্টার থেকে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল থিয়োডর। অস্ত্রটা বের করতে গিয়ে হাত ফস্কে মাটিতে খসে পড়ল। তুলতে চাইল ওটা, তারপর প্রিয় অস্ত্রের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল থিয়োডর।

এতক্ষণে জবান ফিরে পেল পেদ্রো। 'বেনন! প্রাণপ্রিয় বন্ধু আমার! আমি জানতাম... আমি জানতাম, ওই বদমাশ কুকুরটাকে তুমি হারিয়ে দেবে। আমি জানতাম, আমার এই পবিত্র মনের দোয়া ঈশ্বর ফেরাবেন না ...যদি আশপাশে থাকেন, ঠিকই স্যাম পেদ্রো বেনেডিকটো প্যাসিফিকো রোমারিও হুয়ান মারিয়া রেমিরেজের কথা তিনি শুনবেন। আমার দোয়া ফলে গেছে, বেনন!' বিচলিত হয়ে কাছের কবরটাতে বসে পড়ল পেদ্রো। 'আর চিন্তা করি না। এবার শুধু তুমি আর আমি। না, না, ডুয়েলের কথা বলছি না; ওসব নোংরা কথা ভাবতে নেই, আমি ভাবছি সোনার কথা। কোথায়, বেনন? কোন্ কবরে লুকিয়ে রেখেছে সে-ব্যাটা হারামি গ্যারিসন আমাদের সোনা?'

অস্ত্রটা হোলস্টারে ভরে নিরাসক্ত ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল বেনন।

'প্রাণপ্রিয় স্যাম পেদ্রো বেনেডিকটো... ইয়ে... মারিয়া রেমিরেজ, তুমি সোনার ওপরই বসে আছ!'

একুশ

'কিন্তু... কিন্তু, বেনন...' পিংপং বলের মত গোল হয়ে গেল পেদ্রোর দু'চোখ। 'অজ্ঞাত পরিচয় লেখা কাঠের তক্তাটা দেখল। 'তুমি বলেছিলে আর্চ স্ট্যানটনের কবরে...'

'ওটাই সূত্র। গ্যারিসন বলেছে আর্চ স্ট্যানটনের কবরের সবচেয়ে কাছের নামহীন কবরটাতে সোনা রেখেছে সে।'

'তা হলে প্রথমেই আমরা এখানে খুঁড়লাম না কেন?'

'আমি জানতাম থিয়োডর হাজির হবে। সোনা পেয়ে গেলে দূর থেকেই আমাদের খুন করত লোকটা।'

'কিন্তু মৃত্যুর ঝুঁকি তো শেষ পর্যন্ত নিলেই!'

'নিলাম, কিন্তু সমান সুযোগও তো আদায় করে ছাড়লাম।'

উঠে দাঁড়াল পেদ্রো। 'এসো, হাত লাগাও। আমার আর তর সইছে না।'

ধীরে সুস্থে সিক্সগান বের করে পেদ্রোর বুকে লক্ষ্যস্থির করল বেনন। 'আমারও তর সইছে না। খুঁড়তে শুরু করো।'

'বন্ধু আমার! বেনন!' হাহাকার করে উঠল পেদ্রো। 'কী করছ তুমি!'

'যা বলছি করো, পেদ্রো! আর অস্ত্রটা ছুঁড়ে দাও এদিকে।'

বেননের নিষ্ঠুর চেহারা কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দেখল পেদ্রো, বুঝতে চাইল বেনন ঠাট্টা করছে কি না। না, রসিকতার কোনও ছাপ নেই ওই কঠোর চেহারায়। বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বেঁকে আছে ঠোঁটের দু'কোণ। নিষ্পলক দু'চোখে বরফ-শীতল দৃষ্টি।

হাল ছেড়ে দিয়ে গানবেল্ট খুলে বেননকে দিল পেদ্রো। কবর খুঁড়তে লাগল। গর্তটা হাঁটু সমান গভীর হতেই ওর হাত সমতল কিছুতে বাধল। দু'মিনিট পর বোঝা গেল, বাক্সের ডালাটা সাধারণ কফিনের মত নয়।

বেননের ইশারায় ডালা খুলল পেদ্রো। বাক্সে থরে থরে সাজানো আছে পেটমোটা চামড়ার থলে। খুঁজে পেয়েছে ওরা কনফেডারেট সোনা। নিশ্চিত হতে একটা থলে তুলে ঝাঁকি দিল পেদ্রো। ঝনঝন করে উঠল ভেতরের স্বর্ণমুদ্রা।

'থলেগুলো ওপরে তোলো, পেদ্রো,' নির্দেশ দিল বেনন।

একের পর এক থলে গর্তের পাশের আলগা মাটির ওপর সাজিয়ে রাখল পেদ্রো। মোটমাট বিশটা থলে। জোড়া ঈগল, অর্থাৎ বিশ ডলারের দশ হাজার কয়েন। একেকটা থলেতে পাঁচশো করে। একটা থলের বাঁধন খুলে কয়েনগুলো মাটিতে ঢালল বেনন। সূর্যের শেষ আলোয় ঝিকিয়ে উঠল হলদে সোনা।

বিরস চেহারায় ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল পেদ্রো। ওর মনে কোনও সন্দেহ নেই যে বেনন ওকে বাঁচতে দেবে না। বেননের জায়গায় থাকলে সে নিজে কী করত? নিজের মনের কাছে জবাব চাইতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল পেদ্রো। কখন অজান্তেই যেন অদ্ভুত একটা দুর্বলতা জন্মে গেছে ওর বেননের প্রতি। বন্ধুত্ব? হয়তো। ঠিক বুঝতে পারল না ও। মনে মনে শপথ করল, বাকচাতুরি করে বাঁচার চেষ্টা করবে না। যা হবার হবে, নিয়তিকে কেউ ফেরাতে পারে না। যদি বেননের হাতে মৃত্যু থেকে থাকে, তবে তা-ই হোক!

পেদ্রোর বুকে অস্ত্র তাক করল বেনন।

'কী বলার আছে বলে ফেলো।'

দৃষ্টি নামিয়ে চুপ করে রইল পেদ্রো।

'কিছুই বলার নেই?'

মাথা নাড়ল পেদ্রো।

'বেশ, তা হলে আমার হয়ে শেষ একটা কাজ করো,' বলল বেনন, 'গুনে গুনে আবার থলেতে ভরো সব।'

মাথা নাড়ল পেদ্রো। 'দেখো, বেনন, মেরে ফেলতে চাইছ মেরে ফেলো, আমাকে আর খাটাতে পারবে না।'

'মৃত্যুকে যদি ভয়ই না পাবে, তা হলে কবর খুঁড়তে রাজি হলে কেন?'

'কৌতূহল ছিল সত্যিই সোনা আছে কি না তাই।'

'তা হলে থিয়োডরকে অত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছিলে যে?'

'সময় আদায়ের চেষ্টা। সুযোগ পেলেই পিস্তলে তাজা কার্তুজ ভরে ওর খুলি উড়িয়ে দিতাম।'

'আচ্ছা, পেদ্রো, আমার বদলে এখন তুমি হলে কী করতে?'

'এ-প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল বেনন, যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে পেদ্রোর মনের ভেতরটা। ওকে মেরে ফেলার সুযোগ পেয়েও পেদ্রো যখন ফাঁকা গুলি ফুটিয়ে কৌতুক করল, তখনই বুঝেছে ও, একেবারে অমানুষ হয়ে যায়নি লোকটা। পরিবর্তনটা শুরু হয়েছে আরও আগে, ইয়াংকিদের হাতে ধরা পড়ার সময় কথায় কথায় পেদ্রো বলে ফেলেছিল, *ওর ভাগের এক লক্ষ ডলার* দিয়ে হয়তো রানশ করবে। নিজেকে বদলানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল পেদ্রো। নতুন করে জীবন শুরু করতে চেয়েছিল। তারচেয়েও বড় কথা, একসঙ্গে অনেক পথ চলেছে ওরা।

'পেদ্রো,' নীরবতা ভাঙল বেনন, 'আমার জন্যে আটানব্বই হাজার আলাদা করো।'

'মানে?' চোখ পিটপিট করে তাকাল বিস্মিত পেদ্রো। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'মানে দুই লাখে আটানব্বই হাজার আমার প্রাপ্য। বাকি এক লাখ দুই হাজার তোমার। বাউন্টি মানিতে তোমার যে অংশ, সেটাও ফেরত দিচ্ছি আমি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে বেননের দিকে তাকিয়ে থাকল পেদ্রো। তারপর এক লাফে গর্ত থেকে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বর্ণমুদ্রার ওপর। মুঠো মুঠো তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিল সোনার চাকতি। দু'চারটা যে চাঁদিতে পড়ে *ঠন্ ঠন্* আওয়াজ তুলছে, সেদিকে কোনও খেয়াল নেই। হাসছে গলা ছেড়ে, থামতে পারছে না চেষ্টা করেও। শেষ পর্যন্ত দু'হাতে পেট চেপে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। একবার গড়িয়ে চলে আসছে বেননের পায়ের কাছে, একবার চলে যাচ্ছে গর্তের কিনারায়। শেষ পর্যন্ত মুখ খোলা কাঠের বাক্সে পড়েই গেল বেচারা। হাসি থামল না, বাক্সের ভেতর এপাশ ওপাশ করছে দেহ। জীবনে কাউকে কখনও এত খুশি হতে দেখেনি বেনন। ওর ভয় হলো, শেষ পর্যন্ত না হাসতে হাসতে দম আটকে মরে যায় পেদ্রো।

পনেরো মিনিট লাগল পেদ্রোর স্বাভাবিক হতে। পরবর্তী একঘণ্টা গোনা শেষ করে থলেতে কয়েন ভরল ওরা। আরও বিশ মিনিট লাগল ওদের থলেগুলো ঘোড়ার পিঠে চাপাতে। কাজ শেষ করে পেদ্রোর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল বেনন।

'আবার হয়তো দেখা হবে, স্যাম পেদ্রো বেনেডিকটো প্যাসিফিকো রোমারিও হুয়ান মারিয়া রেমিরেজ!'

সজোরে বেননের হাতটা আঁকড়ে ধরল স্প্যানিয়ার্ড। ছলছল করছে দু'চোখ। 'আমরা এক সঙ্গে রানশ করতে পারি না, বেনন? আমি বোকা লোক। অনেক ভুল করেছি। তাই বলে আমাকে একা ফেলে চলে যাবে তুমি? আমার সঙ্গে চলো, বেনন। তুমি ছাড়া দুনিয়াতে আর কোনও বন্ধু নেই আমার।'

'তা হয় না, পেদ্রো,' ধীরে ধীরে বলল বেনন, 'আমার পথ চলা এখনও শেষ হয়নি। তুমি যেমন উপলব্ধি করেছ, তেমনি করে আমিও যেদিন অনুভব করব একটা স্থায়ী ঠিকানা দরকার আমার, সেদিন শেষ হবে পথ চলা।' পেদ্রোর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে স্যাডলে উঠে বসল বেনন। 'ঠিক মত রানশিং কোরো, স্যাম। একদিন হঠাৎ হাজির হয়ে চমকে দেব। সেদিন যাচাই করে দেখব, তোমার বউ কেমন রাঁধে।'

'খুবই ভাল রাঁধবে; না হলে বিয়েই করব না!' বেনন রওনা হয়ে যাচ্ছে দেখে পেছন থেকে ডাক দিল পেদ্রো। ওর হাতে দশ হাজার ডলারের একটা থলে। বেনন ফিরে তাকানোয় থলেটা বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এটা ধরো। উইলি আর মেরির বিয়েতে আমার তরফ থেকে সামান্য উপহার। ওদের বোলো ওদের এক অচেনা বন্ধু পাঠিয়েছে। ...আর, বেনন, দশ হাজার ডলার ধসে গেছে এটা আমি বুঝে ওঠার আগেই তাড়াতাড়ি রওয়ানা হয়ে যাও।'

'আমি ওদের বলব আমার বন্ধু স্যাম পেদ্রোর তরফ থেকে এই উপহার।' মৃদু হেসে থলেটা নিল বেনন। একবার হাত নেড়ে দক্ষিণ দিকে ঘোড়া ছোটাল। অনুভব করল, পেছন থেকে ওর দিকে চেয়ে আছে বদলে যাওয়া চমৎকার একজন মানুষ।

ঘোড়ার গতি বাড়াল বেনন। অনেক দূরের পথ যেতে হবে ওকে। পদেপদে ওঁৎ পেতে আছে বিপদ।